

ঐক্যের কথা বলে বিভক্ত অভ্যুত্থানের শক্তিগুলো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শেখ হাসিনার পতন ঘটানো অভ্যুত্থানের শক্তিগুলো ঐক্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও, বিভেদে জড়িয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কাররা এবার পাবেন ২৫০ ডলার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে এবার প্রাপ্তবয়স্করা পাবেন ২৫০ ডলারের রিবেট চেক। বিষয়টি আশ্চর্যজনক হলেও সত্য। নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রলারের অফিসে ক্লেইম করলে কিছুদিনের মধ্যে বাসিন্দাদের মেইল এড্রেসে চলে যাবে এ চেক। প্রতিদিন কম্পট্রলার থমাস ডিনেপোলির অফিস থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলারের চেক মেইল করা হচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছে ফক্স নিউজ। সর্বমোট ১৯ বিলিয়ন ডলার পর্যায়ক্রমে

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

সফলতার ২৯ বছর

The Weekly BANGLA PATRIKA

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com ■ Vol. 29 ॥ Issue 17 / January 13, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৭ ॥ সোমবার পৌষ ২৮, ১৪৩১ ॥ রজব ১১, ১৪৪৬ ॥

নিউইয়র্কে অর্ধেকে নেমেছে এসাইলাম এপ্রুভাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে অভিবাসন প্রত্যাশীদের এসাইলাম কেইস এপ্রুভালের হার কমেছে প্রায় অর্ধেক। অর্থ্যাৎ কেইস রিজেকশনের হার বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় বিদায়ী বছরে প্রায় ৪৫ শতাংশ কমেছে এসাইলাম কেইস এপ্রুভাল। সে হিসেবে ২০২৪ সালে প্রতি ১০০ টি কেইসের মধ্যে ৩৬টির কম এপ্রুভ হয়েছে। যা আগের বছর ছিলো ১০০ টির মধ্যে ৬৭ টি। অনেকের ধারণা ২য় মেয়াদে ক্ষমতায় বসতে যাওয়ার নব নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিতে কঠোর অবস্থানের কারণেই এসাইলাম কেইস এপ্রুভাল-রিজেকশনে প্রভাব পড়েছে।

ট্র্যাক এর স্ট্যাটিকটিস তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্কে ২০২৩ সালে শতকরা ৬৭ পার্সেন্ট অভিবাসন প্রত্যাশীদের এসাইলাম কেইস এপ্রুভাল হয়েছে। রিজেকশন হয়েছে ৩৩ পার্সেন্ট। এপ্রুভাল কেইসের সংখ্যা ৯,৬১৭টি এবং রিজেকশন সংখ্যা ৫,৬১২টি। ২০২৪ সালে এপ্রুভালের সংখ্যা কমে ৬ হাজার ৮৮৯টিতে নেমে এসেছে, যা গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত। এ হার শতকরা ৩৫.৮ পার্সেন্ট।

২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত এপ্রুভালের হার ছিলো ৫২ পার্সেন্ট। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস থেকে

বাকি অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তি ২৪-২৫ জানুয়ারি

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপত্র বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান আগামী ২৪-২৫ জানুয়ারি শুক্র ও শনিবার। গেলো সেপ্টেম্বরে কমিউনিটির অন্যতম পুরনো মিডিয়া বাংলা পত্রিকা প্রকাশনার ৩৭ বছর পেরিয়ে ৩৮ বছরে এবং টাইম টেলিভিশন ১০ বছর পেরিয়ে ১১ বছরে পদার্পণ করে।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তির এবারের অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'জেনারেশন জি দি গেম চেঞ্জার'। দু'দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে বিজনেস শো এন্ড সেমিনার, আলোচনা,

বাকি অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়

পুড়ছে লস অ্যাঞ্জেলেস, দাবানল ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেও লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এলাকায় ছড়ানোর হুমকির মধ্যেই দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে। আগুন লাগা পাহাড়গুলোতে হেলিকপ্টার থেকে পানি ছোড়া হচ্ছে এবং অগ্নিপ্রতিরোধক দিয়ে

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

বন্ধ হচ্ছে সিটির বৃহৎ অভিবাসী আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধের পরিকল্পনায় আরো ৯টি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে অবস্থিত বৃহৎ অভিবাসী আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ করা হচ্ছে। সিটি কর্তৃপক্ষ শুক্রবার ঘোষণা করে জানিয়েছে, সিটিতে নতুন অভিবাসী আগমনের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ব্রুকলিনের ক্লিন্টন হিলে অবস্থিত অভিবাসী আশ্রয় কেন্দ্রটি বন্ধ করা হবে। এছাড়াও সিটির ৯টি আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সিটি কর্তৃপক্ষ জানায়, ব্রুকলিনের ক্লিন্টন হিল এলাকায় অবস্থিত ৩,৫০০ বিছানার হল স্ট্রিট আশ্রয় কেন্দ্রটি বন্ধ করা হবে কয়েক দিনের মধ্যে। সিটি মেয়রের অফিস আরও তিনটি প্রতিষ্ঠানের বন্ধের ঘোষণা দেবে কয়েক দিনের মধ্যে। এছাড়াও চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে আরো কয়েকটি আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সিটি কর্তৃপক্ষ ।

মেয়রের অফিস অনুসারে, কঠোর সীমান্ত নীতি ও আশ্রয় কেন্দ্রে ৩০ এবং ৬০ দিন অবস্থানের অ্যাডামস প্রশাসনের বাধ্যবাধকতা

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি সরব, অন্তরালে আ. লীগ

বিশেষ প্রতিনিধি: বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নতুন করে সরব হয়ে উঠেছেন বিভক্ত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা। অপরদিকে ২/১টি সভা-সমবেশ করলেও মূলত: অন্তরালে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মী। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কর্মকান্ড নেই বললেই চলে। ফলে সব মিলিয়ে প্রবাসে দেশীয় রাজনীতিতে ভিন্ন পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও প্রবাসে দেশীয় রাজনীতি করার কোন অনুমোদন নেই, তারপরও বিভিন্ন দলীয় নেতা-কর্মী আর সমর্থকরা প্রবাসে রাজনীতি করে চলেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কোন কমিটি নেই। বছরের পর বছর এই কমিটি না হওয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি বেড়েই চলেছে। দলে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর নেতৃত্বের কোন্দলের জেরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সমূহের ব্যানারে নানা সভা সমাবেশ চলে আসছে। সেই সাথে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, লন্ডন প্রবাসী আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক ষ্টেট ও নিউইয়র্ক সিটির উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি সহ কয়েকটি ষ্টেট কমিটি গঠিত



প্রবাসে দেশীয় রাজনীতিতে ভিন্ন পরিবেশ

হলেও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠিত হয়নি। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতৃত্বের কোন্দল মেটাতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন-কে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়। আর এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন ও নেতৃত্বে তাদের দাবীর বিষয়টি কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে দলের সচেতন নেতা-কর্মীরা মনে করছেন।

বাকি অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়

অপরাধে অভিযুক্ত হলেই গ্রেপ্তার- ডিপোর্টেশন

অবৈধ অভিবাসীরা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে এখন থেকে কোন অবৈধ অভিবাসী কিংবা অভিবাসন প্রত্যাশীরা অপরাধে জড়িত হলেই তাদের গ্রেপ্তার করে কোন বাধা ছাড়াই ডিপোর্টেশন করতে পারবে আইসিই পুলিশ। ৭ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস 'কংগ্রেসের' নতুন অধিবেশনের প্রথম দিনেই অনিবন্ধিত অভিবাসীদের গ্রেপ্তার ও বিতাড়নের বিধান রেখেই 'ল্যাকেন রাইলি অ্যাক্ট' বিল পাশ করা হয়েছে। এতে অবৈধ অভিবাসী যাদের ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে বা যে কোন

বাকি অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়

প্রভাব পড়ছে ট্যাক্সি-উবার চালকদের আয়ে

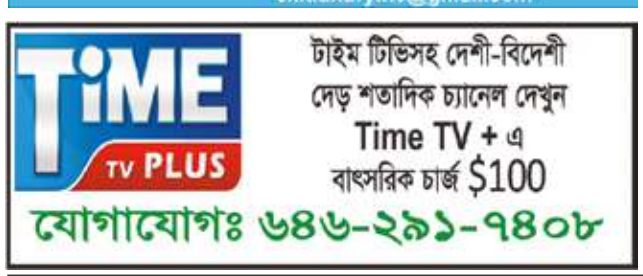
কনজেশন টোল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:

নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটন সিটিতে প্রবেশে 'কনজেশন প্রাইসিং' টোল কার্যকরের পর থেকে এর প্রভাব পড়েছে ট্যাক্সি-উবার চালকদের আয়ে। বিশেষ করে ম্যানহাটনে বিভিন্ন গন্তব্যে অধিক যাত্রী পেতেন চালকরা। এজন্য এখন ৬০ স্ট্রীট থেকে ডাউনটাউনে প্রবেশে টোল নিজ থেকে প্রদান করে সেখানে যাত্রী তুলতে হয় অনেককেই। আবার অনেক চালক টোল দিয়ে ম্যানহাটনে প্রবেশ করে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়











দাবানলে লস অ্যাঞ্জেলেস আগুনের লেলিহান শিখা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: লস অ্যাঞ্জেলেসই নয় পুরো যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এরকম দাবানলের বিপর্যস্ত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি জনগণকে। একদিকে আগুনের লেলিহান শিখা আর অন্যদিকে তীব্র বাতাসে পর্যুদস্ত লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা ও দমকল এবং উদ্ধারকারীরা। আগ্রাসী





আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে লাখো ঘরবাড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি। আগুনে সব নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখাই শুধু নয়, লেলিহান শিখা থেকে বাঁচতে গিয়ে যানজট, প্রকট ধোঁয়ায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসাসহ নানা জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে সেখানকার বাসিন্দাদের। এ যেনো নারকীয় মুহূর্ত। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রোববার সকাল পর্যন্ত ৫দিনেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এখনো ছয়টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। 'আগুনের ঝড়' নতুন করে এখন দিক পরিবর্তন করছে।

দাবানল পুরো লস অ্যাঞ্জেলেসকে যেন তছনছ করে ফেলেছে। সর্বশেষ তথ্যমতে ২ লাখেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়ি ঘর ছেড়েছেন এবং দাবানলে এ পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

দাবানল শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এলাকায় ছড়ানোর হুমকির মধ্যেই রয়েছে। দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে দমকল কর্মীরা।

রয়টার্স লিখেছে, শনিবার দাবানলের দিক পরিবর্তনের কারণে আরও মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আগুন নেভাতে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে।

বিবিসি বাংলা শনিবার রাতে এক প্রতিবেদনে বলেছে, লস এঞ্জেলসের দাবানল শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয়





এলাকায় ছড়ানোর হুমকির মধ্যেই দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে। আগুন লাগা পাহাড় গুলোতে হেলিকপ্টার থেকে পানি ছোড়া হচ্ছে এবং অগ্নিপ্রতিরোধক দিয়ে পালিসেইডসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা হচ্ছে, যেখানে আগুন এর মধ্যেই আরও প্রায় এক হাজার একর জায়গায় ছড়িয়েছে।

ওদিকে দ্রুত গতির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ফায়ার হাইড্রেন্টগুলোতে পানি না থাকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ও কর্মকর্তারা চাপের মুখে পড়েছেন। রাতে বাতাস বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাহলে আগুনও বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যেই ১৬ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

ওই কাউন্টির সুপারভাইজার লিন্ডসে হোরভাথ বলেছেন "লস এঞ্জেলস কাউন্টি আরও একটি ভয়ার্ত ও হৃদয়বিদারক রাত পার করেছে,"।

পালিসেইডসের অন্তত ২৩ হাজার একর এলাকা পুড়ে গেছে। শনিবার মান্ডেভিলে ক্যানিয়ন পর্যন্ত ছড়িয়েছে এই আগুন। ফলে ব্রেন্টউডের বিভিন্ন এলাকায় লোকজনকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই এলাকায় প্রখ্যাত অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ের্জনিগার, ডিজনির প্রধান নির্বাহী বব ইগার ও এনবিএ তারকা লেবরন জেমসের বাড়ি রয়েছে।

এছাড়া যেসব এলাকা থেকে লোকজনকে সরতে বলা হয়েছে সেখানে গেটি সেন্টারও আছে। এটি একটি হিলটপ মিউজিয়াম। সেখানে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার শিল্পকর্ম আছে। এর মধ্যে ভ্যান গঁগ, রুবেনস, মনেট ও ডেগাসের শিল্পকর্মও আছে। তবে এখন পর্যন্ত সেই ভবনের কোন ক্ষতি হয়নি।

পালিসেইডসের পর সবচেয়ে বেশি আগুন লেগেছে ইটন এলাকায়। সেখানে ১৪ হাজার একর এলাকা পুড়ে গেছে। অন্যদিকে কেনেথ ও হার্স্ট এর ছোট দুটি আগুন দমকল কর্মীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।

ওদিকে আবহাওয়া বিভাগ শনিবার ও রবিবার বাতাস বাড়তে পারে বলে আগেই সতর্ক করেছিলো।

ক্যালিফোর্নিয়ার কাছাকাছি সাতটি রাজ্য, ফেডারেল সরকার, কানাডা ও মেক্সিকো প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আগুনের কোন কারণ এখনো জানা যায়নি। যে দুটি এলাকায় বড় ধরনের আগুন লেগেছে তা এক করলে ম্যানহাটনের দ্বিগুণ হবে।

প্রায় ১ লাখ ৫৩ হাজার অধিবাসীকে ঘরবাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরও ১ লাখ ৬৬ হাজারকেও সতর্ক করে বলা হয়েছে যে তারা নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে।

এদিকে এ ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। শুক্রবার গভর্নর গেভিন নিউসন গুরুত্বপূর্ণ পানি সংরক্ষণাগার কাজ না করা এবং ফায়ার হাইড্রেন্টে পানি না থাকার বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। গেভিন নিউসন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

লস এঞ্জেলস ফায়ার সার্ভিসের প্রধান ক্রিস্টিন ক্রাউলি এ পানি সংকটের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। দমকল কর্মীরা ফায়ার হাইড্রেন্টের কাছে চলে আসার পর আমরা আশা করি সেখানে পানি থাকবে, বলেছেন তিনি।

তিনি তার বিভাগের অর্থ বরাদ্দ কমানোরও সমালোচনা করেছেন। এর ফলে শতাধিক অগ্নিনির্বাপক অকেজো হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

ওদিকে মঙ্গলবার লস এঞ্জেলসে যখন আগুন ছড়াচ্ছিলো তখন ঘানায় অবস্থানের জন্য সমালোচনার মুখে পড়েছেন মেয়র কারেন ব্যাস। তিনি অবশ্য এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন 'ফায়ার বিভাগের প্রধান ও আমি আগুন প্রতিরোধ ও জীবন বাঁচানোর ওপর জোর দিয়েছি। আমাদের মধ্যকার মতবিরোধ আমরা ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করতে পারি'।

ইতোমধ্যেই মেয়রের পদত্যাগ দাবি করে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। ওদিকে লুটপাট হতে পারে এই ভয়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে আক্রান্ত এলাকায়। কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখার জন্য গভর্নর আগেই ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। লুটপাট ও কারফিউ ভঙ্গের জন্য এর মধ্যে অন্তত দুই ডজন মানুষকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ঘরে তল্লাশি হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রিয়াল এস্টেট এজেন্ট রিক ম্যাকগিয়াগ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন যে প্যাসিফিক পালিসেইডসে তাদের ৬০ টি বাড়ির মধ্যে মাত্র ছয়টি টিকে আছে। বাকীসব পুড়ে ছাই বা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

--তথ্য সূত্র রয়টার্স ও বিবিসি বাংলা



নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ফ্যাশন হাউস ‘সিগনেচার কালেকশন’-এর প্রথম শাখা উদ্বোধন





নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে দেশের খ্যাতনামা ফ্যাশন হাউস ‘সিগনেচার কালেকশন’ নিউইয়র্কে প্রথম শাখা খুলেছে। এটি বাংলাদেশের বাইরে তাদের প্রথম আউটলেট। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৯০-০৩, মেরিক বুলেভার্ড, জ্যামাইকা ঠিকানায় আউটলেটটি রোববার (৫ জানুয়ারী) আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ‘সিগনেচার কালেকশন’ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও মিজ ফারজানা ইসলাম রুমকি কেক কেটে উদ্বোধনের সূচনা করেন।

উদ্বোধনী দিনে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক মনোরমভাবে সজ্জিত এই শাখায় ভিড় জমান এবং আকর্ষণীয় ছাড়ের সুবিধা নিয়ে বিভিন্ন ধরণের দেশী-বিদেশী পোশাক, মূলত: সালোয়ার-কামিজ এবং শাড়ি, ক্রয় করেন। এই ছাড় আরও ছয় দিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ‘সিগনেচার কালেকশন’-এর সিইও রুমকি।

২০১৭ সালে বাংলাদেশে ‘সিগনেচার কালেকশন’ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের যাত্রা শুরুর পর দেশে এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি আউটলেট খুলেছে। এর চারটি ঢাকায় এবং একটি চট্টগ্রামে অবস্থিত।

ফারজানা ইসলাম রুমকি বলেন, বিদেশের মাটিতে প্রথম আউটলেট খুলতে পেরে আমরা খুবই গর্বিত ও আনন্দিত। তিনি বলেন, বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, বিশেষ করে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কে এবং বাংলাদেশী পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে তারা এই শাখা খুলেছেন।

রুমকি জানান, এর আগে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে তাদের পণ্য নিয়ে মেলার আয়োজন করেন এবং এসব মেলা থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। তিনি তাদের এই উদ্যোগকে সফল করতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া প্রার্থনা করেন।

রুমকি বলেন বাংলাদেশী অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য দেশে তাদের আউটলেট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশে এবং বিদেশে তাদের ৮.৫০ লাখ অনলাইন ফলোয়ার রয়েছেন, যারা প্রতিনিয়ত আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

৪ বছরের কম বয়সী শিশুরা পাবে হাজার ডলার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে চার বছরের নিচে শিশুদের জন্য ১ হাজার ডলার ট্যাক্স ক্রেডিট প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী বছর থেকে ৪ থেকে ১৬ বছরের শিশুদের জন্য ৩৩০ ডলার ট্যাক্স ক্রেডিট থেকে ৫০০ ডলার ক্রেডিটে প্রদান করা হবে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ৬ জানুয়ারি তার নতুন প্রস্তাবিত শিশু ট্যাক্স ক্রেডিট সম্প্রসারণ ঘোষণা করেছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের ট্যাক্স বছরে ১ হাজার ডলার চাইল্ড (৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের) ট্যাক্স ক্রেডিট প্রান করা হবে।

গভর্নর তার ঘোষণায় বলেন, এটি নিউইয়র্ক স্টেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিশু ট্যাক্স ক্রেডিট সম্প্রসারণ অধিকাংশ পরিবারের জন্য বেশ উপকারী হবে। কারণ এটি শিশুদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। এর মাধ্যমে ১৬ লাখ পরিবারের ২৭ লাখের অধিক শিশু উপকৃত হবে। বর্তমানে এই ট্যাক্স ক্রেডিট ১ লাখ ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের পরিবারগুলোর জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ একটি চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবার, যার মধ্যে একটি শিশু এবং একটি স্কুলপড়ুয়া শিশু রয়েছে এবং যার বার্ষিক আয় ১ লাখ ১০ হাজার ডলার, তারা বছরে ১ হাজার ৫০০ ডলার ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে, যা বর্তমান প্রোগ্রামের তুলনায় প্রায় ১ হাজার ডলার বেশি।



The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

নতুন ভাইরাস এইচএমপিভি

সতর্কতার বিকল্প নেই

চীনে ছড়িয়ে পড়া হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি) নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে জাপান, মালয়েশিয়া ও ভারতে এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে এ নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই বলে আশ্বস্ত করলেও প্রকোপ মোকাবিলায় সতর্ক অবস্থায় আছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে, এইচএমপিভি কোনো নতুন ভাইরাস নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী আগেও দেশে দেখা গেছে। প্রতি শীত মৌসুমেই এ ভাইরাসে কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়, কদিন ভুগে সুস্থ হয়ে ওঠে। আতঙ্কিত হওয়া বা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মানলেই যেতে পারে। সে ব্যবস্থা যেমন পরিচ্ছন্নতা ও দূরত্ব করোনাকালের মতো হয়েছে। উদ্বেগের বিষয় প্রায় কোটি মানুষের মৃত্যুর মহামারির ধকল কাটিয়ে আবার মূর্তিমান নতুন হয়েছে এই ভাইরাস। সেই পড়া এই ভাইরাসে এর বিভিন্ন দেশে অনেকে। সংস্থা, এমনকি চীনও সতর্কতা জারি করেনি। রোগকেই গ্রাহ্য না করা কারণ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ অপুষ্ট মানুষেরই পর্যাপ্ত নেই। বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত পরিবারেও শিশু-বৃদ্ধ, সময়ই নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি দেশের যথেষ্ট সক্ষম ও সুশৃঙ্খল অব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিগত সংকট রয়েছে। ও মনিটরিং নেই বললেই এইচএমপিভি ভাইরাস থেকে সামান্য সর্দি-গলাব্যথার মতো সহনীয় রোগ হলেও এবং তা ভয়াবহ কোনো মরণব্যাধির রূপ না নিলেও দেশের মানুষ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখতে হবে। যেন সামান্য সংকট সৃষ্টি হলেও এ নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা না হয়।

> উদ্বেগের বিষয় এটাই যে বিশ্বব্যাপী প্রায় কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ ঘটানো করোনা মহামারির ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার মূর্তিমান নতুন আতঙ্ক রূপে উদয় হয়েছে এই ভাইরাস। সেই চীন থেকেই ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসে এর মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে বিভিন্ন দেশে অনেকে। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এমনকি চীনও এখনো এ বিষয়ে সতর্কতা জারি করেনি।

ভ্যাটের বোঝা বাড়ছে : বিকল্প পথ খুঁজুন

বাংলাদেশে আয়কর দেওয়ার মতো লোকের সংখ্যা একেবারে সীমিত। মনে করা হয়, আয়কর দেওয়ার যোগ্য যারা, এদের এক-চতুর্থাংশ আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। রিটার্ন দাখিলকারীদেরও একাংশ রেহাই পেয়ে যায় আয়করযোগ্য আয় করে না এমন যুক্তিতে। সরকারের রাজস্বের অন্যতম উৎস পণ্য আমদানি-রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত শুল্ক। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার কারণে। শিল্প-কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছেও যেতে পারছে না। আমদানিও কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে। ফলে শুল্ক আদায়ে যে ঘাটতি হচ্ছে তা পূরণে সরকার চোখে শর্ষে ফুল দেখছে। এ বৈরী পরিস্থিতিতে অর্থবছরের মাঝামাঝিতে এসে দেশবাসীর ঘাড়ে নতুন করে ভ্যাটের বোঝা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এমন সিদ্ধান্তে সরকারের আয় হয়তো বাড়বে, তবে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে স্বস্তি দেওয়ার পরিবর্তে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও এক ধাপ বাড়াতে অবদান রাখবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভ্যাটের হার বাড়িয়ে রাজস্ব আদায় বাড়বে খুবই সামান্য অথচ এর বিপরীতে ভোগান্তি বাড়বে অনেক বেশি। তাই ভ্যাটের হার না বাড়িয়ে ভ্যাটদাতার সংখ্যা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে বোদ্ধামহল। কারণ অন্তর্বর্তী সরকার গত বছরের ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এমনিতেই মানুষের মধ্যে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করছে। নির্বাচন ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আস্থার সংকট সৃষ্টি করছে জনমনে। শিল্প খাতও থমকে আছে। নতুন কোনো বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হচ্ছে না। মানুষের ব্যয় বাড়লেও আয় বাড়েনি। ফলে ভ্যাট চাপানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে সব শ্রেণির মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে পড়বে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। খুচরা বাজার থেকে কেনা যে কোনো ধরনের পণ্যের সঙ্গে ভ্যাট যুক্ত থাকে। এসব পণ্যের বিক্রেতা পর্যায়ে ভ্যাট বাড়ালে বিক্রেতারা তা ক্রেতাদের কাঁধে চাপাবেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে ভুল ধারণা গড়ে উঠবে। আইএমএফের ঋণের শর্ত মেটাতে ৪৩ পণ্য ও সেবায় ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলে বিবেচিত হতে পারে। তার বদলে বিকল্প পথ খোঁজাই হবে সরকারের জন্য সর্বোত্তম। এ ক্ষেত্রে তারা বর্তমানে ভ্যাট দেওয়া হয় না এমন খাতগুলোকে বেছে নিতে পারে।

দলান্ধতা থেকে মুক্ত হোক দেশের রাজনীতি

এ কে এম শাহনাওয়াজ

আওয়ামী লীগ শাসনের শেষ পর্বে একমাত্র কট্টর আওয়ামী লীগপন্থী ছাড়া দেশের বেশির ভাগ মানুষ সরকারের প্রতি বিরক্ত ছিল। পরিবর্তন দেখতে চেয়েছে মানুষ, কিন্তু সবাই দ্বিধান্বিত ছিল দুটি বিষয়ে। প্রথমত, আওয়ামী লীগ ও এর সরকার চারদিকে যে আধিপত্যের বিশাল বলয় সৃষ্টি করেছিল, কোনো অস্বাভাবিক সরকার ক্ষমতা দখল ছাড়া হাসিনা সরকারের বিদায়ের পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির ময়দানে বিকল্প খুঁজে পায়নি মানুষ।

যে বড় রাজনৈতিক দলগুলো দৃশ্যমান ছিল তার মধ্যে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি অতীতে সরকার গঠন করলেও দৃশ্যমান সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে কেউ হাঁটেনি। গণতন্ত্রহীন আচরণ সবাই করেছে এবং তাদের অন্যায় ও দুর্নীতি মানুষকে একইভাবে বিরক্ত করেছিল। এমন এক বাস্তবতায় ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা কোনো পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যখন মাঠে নামে, তখন রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষকে নিবৃত্ত করতে পারেনি শেখ হাসিনা সরকার। বিশাল রক্তমূল্যেই কিনতে হয়েছে ৫ আগস্টের মুক্তি।

কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ নতুন ভোর দেখল, নতুন সরকার কি সেই প্রত্যাশা পূরণের পথে হাঁটতে পারছে?

দিনে দিনে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যেন তৈরি হচ্ছে। ক্রমে দলান্ধতা, ধর্মান্ধতা ও জ্ঞানান্ধতা বিপন্ন করে তুলছে যেন দেশটিকে। দলান্ধতার প্রসঙ্গেই আগে আসি। আমরা যারা কোনো রাজনৈতিক দলের আনুগত্যে নেই, তাদের পক্ষে দলান্ধদের অন্ধত্ব পরিমাপ করা কঠিন অথবা সহজও।

সম্ভবত জনকল্যাণমূলক কাজ না করেড়গণতন্ত্রের স্লোগান মুখে রেখে অগণতান্ত্রিক আচরণ করেও রাজনৈতিক দলগুলো টিকে থাকে দলান্ধদের কারণে। কারণ তাদের মুক্তবিবেক কাজ করে না। যাচাই করার সুযোগ থাকলেও নিজ দলের অন্যায়গুলো তারা এড়িয়ে যায়। এত যে আর্থিক দুর্নীতির মহাভারত রচনা করল, নেতা-নেত্রীরা বিপুল অর্থ পাচার করেছে বলে সবল প্রচারণা রয়েছে, সরকারি ছত্রচ্ছায়ায় বিশাল দুর্নীতিবাজরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দলান্ধতা থেকে মুক্ত হোক দেশের রাজনীতি দেশান্তরি হলো; আওয়ামী লীগে নাম লেখানো কোনো বুদ্ধিজীবী কি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, নাকি সত্যাসত্য বিচার করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন? আমি গত সরকারের আমলে প্রকাশিত সরকারের দুর্নীতি নিয়ে আমার লেখা অন্তত ২৬টি কলামের খোঁজ করতে পারলাম, যা সে সময় দলের কাছে বিবেক জমা দেওয়া অনেক বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদের ভালো লাগেনি। নানাভাবে তখন আমাকে 'সুপথে' ফেরার চাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের পতন ঘটার পর সংগত কারণেই বিএনপি নেতাদের কণ্ঠ এখন বেশি সরব। বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপিরই সামনে আসার কথা। আশার কথা, সময়ের বাস্তবতা মাথায় রেখে বিএনপি নেতাদের মুখে এখন সাবধানী শব্দচয়ন। তারেক রহমানের বক্তব্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি পরিপক্ব এবং মার্জিত। কিন্তু দলীয় সমর্থক, দলীয় বুদ্ধিজীবী কখনো কি দলীয় নেতাদের অনৈতিহাসিক স্লোগান ব্যবহার ও কপট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা তুলেছেন? কেউ কি বলেছেন জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকতে কেন তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়নি? স্বয়ং জিয়াউর রহমান নিজেও এই সংবাদটি জেনে যেতে পারেননি। সম্ভবত ১৯৭২ বা ১৯৭৩ সালে অধুনা লুপ্ত দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এসব কেন বিএনপির দলান্ধ শিক্ষিতজনরা একবারও উল্লেখ করেন না? ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে আড়াল করতে হঠাৎ বিএনপি নেত্রীর নতুন জন্মদিন ঘোষিত হলো সেই দিনটিতেই। শেষ পর্যন্ত যখন হালে পানি পাওয়া গেল না, তখন এই নতুন জন্মদিনের উৎসব নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকল। এসব অনাসৃষ্টির কাজ থেকে বিএনপির এক শ্রেণির নেতাকে ক্ষান্ত করার জন্য বিএনপির বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এলেন না। এমন আচরণ শেখ হাসিনাকেও হয়তো প্রভাবিত করেছিল। আওয়ামী লীগের আগের শাসনকালেও শেখ হাসিনার মা বেগম ফজিলাতুন নেছাকে স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে অনেক উচ্চতায় তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়নি। কিন্তু এবার যখন ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার প্রবণতা পেয়ে বসল, তখন শেখ হাসিনা তাঁর মাকে বঙ্গবন্ধুর সমপর্যায়ে নিয়ে আসার প্রকল্প হাতে নিলেন। বেগম ফজিলাতুন নেছা হয়ে গেলেন 'বঙ্গমাতা'।

বিএনপিপন্থী আমার এক স্নেহভাজন শিক্ষককে একবার বলেছিলাম, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান কেন রাজাকার শাহ আজিজকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন?



প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কেন বেছে বেছে যুদ্ধাপরাধী নেতাদের মন্ত্রী বানিয়েছিলেন? এ প্রশ্ন তোমরা করো না কেন? সার্টিফিকেটে শিক্ষিত এই শিক্ষক বলেছিলেন, 'স্যার, এসব বললে কি দলে টেকা যাবে!'

অন্ধত্ব কারো জন্যই কল্যাণের নয়। আমাদের ক্ষমতাধর নেতারা সাধারণ মানুষকে যতটা বোকা ভাবেন, সাধারণ মানুষ

> আওয়ামী লীগের পতন ঘটার পর সংগত কারণেই বিএনপি নেতাদের কণ্ঠ এখন বেশি সরব। বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপিরই সামনে আসার কথা। আশার কথা, সময়ের বাস্তবতা মাথায় রেখে বিএনপি নেতাদের মুখে এখন সাবধানী শব্দচয়ন। তারেক রহমানের বক্তব্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি পরিপক্ব এবং মার্জিত। কিন্তু দলীয় সমর্থক, দলীয় বুদ্ধিজীবী কখনো কি দলীয় নেতাদের অনৈতিহাসিক স্লোগান ব্যবহার ও কপট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা তুলেছেন? কেউ কি বলেছেন জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকতে কেন তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়নি? স্বয়ং জিয়াউর রহমান নিজেও এই সংবাদটি জেনে যেতে পারেননি।

মোটেও তা নয়। সময় এলে মানুষ যথাযোগ্য জবাব দিতে পারে। কিন্তু সংকটে পড়ার আগ পর্যন্ত দলান্ধ নেতারা তা কখনো বুঝতে চান না।

ধর্মান্ধ মানুষ একই রকম অকল্যাণকর। ধার্মিক সব সময়ই মানবকল্যাণের পক্ষে। ধর্মকে তাঁরা হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধারণ করতে চান। আর ধর্মান্ধ মানুষ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে অকল্যাণকে আলিঙ্গন করে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা ধর্মান্ধদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। সাধারণ ধর্মপ্রবণ মানুষকে নানা সময়েই বিভ্রান্ত করতে চায়। তবে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমরা অনেকটা নির্ভার এই জন্য যে দীর্ঘদিন ধরে এ দেশে যেভাবে অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা হয়েছে, তাতে এ দেশের সাধারণ মানুষকে ধর্মান্ধ করে ফেলাটা কঠিন হবে। এ কারণে বাংলাদেশের মানুষ ধার্মিক হলেও এ দেশের ধর্মীয় দলগুলো নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সমর্থন খুব একটা পায় না।

জ্ঞানান্ধ মানুষ, যারা জ্ঞানচর্চার ভুবনে তেমন বিচরণ না করার কারণে সেই গল্পের হাতুড়ে ডাক্তারের মতো নির্বিচারে অপারেশন করে ফেলতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের শক্তির কাছে একসময় পর্যুদস্ত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে গৌরবময় জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতনের পর নতুন করে যাঁরা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছেন, তাঁদের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার অন্ত ছিল না। কিন্তু দুই মাস না যেতেই পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, ঘরের দাওয়ায়, চায়ের আড্ডায় মানুষ অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকে। পাঁচ মাসের মধ্যে প্রত্যাশার পারদ নেমে গেছে অনেকটা।

এ দেশের একটি বড় প্রত্যাশার জায়গা বর্তমান প্রজন্ম। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া কিশোর-তরুণ প্রজন্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০০ বছর নেতৃত্ব দেবে এ দেশের। আমরা প্রবীণরা ব্যর্থতার গ ানি নিয়ে হারিয়ে যাই, তাতে দেশের বড় কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু বিশাল তরুণ প্রজন্ম পথ হারালেড়জ্ঞানচর্চা বিমুখ হলে অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথেই হাঁটবে স্বদেশ।

আন্দোলনে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, আহত হয়ে ধুঁকছেন, তাঁরা তো অতশত বিচার করে মাঠে নামেননি। আন্দোলনের এক পর্যায়ে যখন গুলি হলো, আহত-নিহতের সংখ্যা বাড়তে থাকল, তখন সরকারবিরোধী আন্দোলন আরো প্রবল হয়েছিল। এখন কোনো কোনো মহল বলার চেষ্টা করছে, এই আন্দোলন নাকি দীর্ঘ পরিকল্পনার ফসল। স্বৈরাচারী সরকার নাকি ফাঁদে পা রেখেছিল। তাই সব গুলিবর্ষণের দায় পতিত সরকারকেই বহন করতে হচ্ছে। এক সমন্বয়কের বক্তব্যে জানা যায়, মেট্রো রেল, সেতু ভবন, টিভি স্টেশনে আগুন দেওয়া হয়েছে আন্দোলনের দ্রুত সাফল্যের জন্য। যাক, এ আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না।

সরকারের পাশাপাশি ছাত্র সমন্বয়কদের নিয়েও সমালোচনা বাড়ছে তরুণদের মধ্য থেকেই। সমন্বয়কদের অনেকেই ছাত্ররাজনীতিতে সুপরিচিত ছিলেন না। তবু একটি প্রত্যাশা নিয়ে তাঁদের নেতৃত্ব ছাত্ররা মেনে নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, ছাত্রদের সমন্বিত শক্তি সমাজের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে যেমন দাঁড়াবে, তেমনি অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপের মধ্যে রাখবে, যাতে কেউ পথভ্রষ্ট না হয়।

শুরুর দিকে তেমনটি হয়েছিল। বিভিন্ন মার্কেটে চাঁদাবাজদের ওপর চড়াও হয়েছিল ছাত্ররা। ওদের কাছে মানুষের আশাও বেড়েছিল। কিন্তু যখন থেকে সমন্বয়কদের কেউ কেউ সরকারের অংশ হয়ে গেলেন, কেউ কেউ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দামি গাড়িতে চড়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশ সফর শুরু করলেন, তখন বিপ্লবী ছাত্রদের অনেকেই হোঁচট খেতে লাগল। কী এক আপসে নতুন চেহারার চাঁদাবাজদের রামরাজত্ব শুরু হয়ে গেল। ছাত্রনেতাদের ঘোষণা ভিন্ন হলেও দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের শূন্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দলীয় মানুষকে দিয়েই পূর্ণ হতে থাকল।

এমন গোলমেলে অবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত বাজারে বিধ্বস্ত মানুষের আস্থা কি ধরে রাখতে পারবে আমাদের আরাধ্য অন্তর্বর্তী সরকার? এমন সংকটে আমরা চাই, সব ধরনের অন্ধত্বের বলয় থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষ স্বস্তির দেখা পাক।

লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়



প্রভাব পড়ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাত্রী ট্রিপ না পেয়েই ফিরতে হচ্ছে।

ট্যাক্সি-উবার চালকদের দাবি, সিটির যানযট নিরসনে টোল কার্যকর করা হলে এ ক্ষেত্রে বড় কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং এখন ম্যানহাটনের ট্রিপ পেতে অতিরিক্ত খরচ করতে হয় এবং ম্যানহাটন থেকে বের হয়ে আবার প্রবেশে টোল দিতে হচ্ছে, যা আয়ের উপর প্রভাব ফেলেছে।

কামাল হোসেন দীর্ঘদিন ধরে আছেন উবার লিফট চালকের পেশায়। তিনি বলেন আগে এ সেক্টরে ভালোই আয় ছিলো। কিন্তু বছর দেড়েক ধরে সে আয় গড়ে অনেক কম। এর মধ্যে এখন কুইন্স থেকে ম্যানহাটন টোল দিয়ে প্রবেশ করে ট্রিপ ধরতে হয়। এটা আমাদের আয়ে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে।

ট্যাক্সি চালক ইকবাল হোসেন জানান, প্রতিদিন সকালে সিটিতে প্রবেশ করে ৩/৪ ঘণ্টা যাত্রী পরিবহন করে আবার বাসায় এসে কিছু সময় বিশ্রাম নিতাম। আবার ট্রিপ না পেলে কুইন্স ও ব্রঙ্কসে চলে যেতাম। এখন ট্রিপ না পেলেও সারাদিন একটানা ম্যানহাটনে থাকতে হয়।

জাহান আলমগীর নামে এক উবার চালক বলেন, আগে ট্রিপ না পেলেও ফিরে আসতাম। এখনতো টোলের হিসাব করতে হয়।

ম্যানহাটনের ডাউনটাউনের একজন ব্যবসায়ী জানান, আগে সিটিতে গাড়ি নিয়ে আসলে পার্কিং সমস্যায় পড়তে হতো। টোল কার্যকরের পর ঐ আগের মতোই পার্কিং সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। উল্টো আরো ৯ ডলার গুণতে হয়। কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবেনা আসলে কি যানজট কমেছে। উবার-ট্যাক্সি চালকদের ক্ষেত্রে টোল খরচটা কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বন্ধ হচ্ছে সিটির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নীতির ফলে ২৭ সপ্তাহ ধরে অভিবাসী আগমনে হ্রাস পায়। এজন্য আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে চাপ কমেছে। এ কেন্দ্রগুলো বন্ধ হওয়ায় অতিরিক্ত ব্যয় সাশ্রয় হবে। ক্লিন্টন হিল এলাকায় অবস্থিত আশ্রয় কেন্দ্রসহ সিটির বাকি ৯টি আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ করা হলে ১০ হাজারের বেড খরচ হ্রাস পাবে।

অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা অভিবাসীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সহায়তা করতে যা কিছু করতে পারি তা চালিয়ে যাব, যখন আরও সুযোগ খুঁজে পাব করদাতাদের অর্থ সাশ্রয় এবং মানবিক সংকট থেকে উত্তরণ হতে পারবো।'

ঐক্যের কথা বলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিএনপির মতবিরোধ প্রকাশ্যে। দীর্ঘদিনের মিত্র জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বেড়েছে তিক্ততা। সব ইস্যুতেই ছাত্র নেতৃত্বের বিপরীতে অবস্থান বিএনপির। ছাত্র নেতৃত্বের সংগঠনগুলোতে দ্বন্দ্ব জামায়াতের প্রভাবে।

সরকার, দল ও সংগঠনগুলোর নেতাদের সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। তাদের ভাষ্য, অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব নিয়ে শুরু বিভেদ। নির্বাচন ও সংস্কার প্রশ্নে তা বিভক্তিতে রূপ নেয়। আগস্টে রাজনৈতিক দল ও ছাত্র নেতৃত্ব সংস্কারে সরকারকে যৌক্তিক সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও, দ্রুত নির্বাচন চায় বিএনপি। তবে সংস্কারে জোর জামায়াত ও ছাত্র নেতৃত্বের। তাদের ভাষ্য, বিএনপি ক্ষমতায় বসলে অভ্যুত্থানের কাঙ্ক্ষিত সংস্কার করবে না। সরকার চলতি বছরের শেষ থেকে আগামী বছরের প্রথমার্ধকে নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করেছে। এতে সন্দিহান বিএনপি ছাত্র নেতৃত্বের দল গঠনের উদ্যোগকে সরকারি সমর্থনের ফল এবং তাদের ক্ষমতার বাইরে রাখার চেষ্টা হিসেবে দেখছে। রাজনীতির মেরুকরণে অভ্যুত্থানের শক্তিগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে। জামায়াতকে একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার জন্য বিদ্ধ করছে বিএনপি। আওয়ামী লীগ না থাকায় রাজনীতির মাঠে দু'দল এখন প্রতিদ্বন্দ্বী।

ছাত্র নেতৃত্ব একাত্তর মুছে চব্বিশের অভ্যুত্থানকে গৌরবান্বিত করছে অভিযোগ বিএনপির। জামায়াত ও ছাত্র নেতৃত্ব বিএনপিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তুলনা করে চাঁদাবাজি-দখলদারিত্বের দায় দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার ছাড়াও সংঘর্ষে জড়িয়েছে। বরিশালে বিজয় মিছিলে হামলার জন্য বিএনপিকে দায়ী করেছে নাগরিক কমিটি। চট্টগ্রাম, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।

গত ৪ ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠকে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি পালনের কথা হলেও দেখা যায়নি। পারস্পরিক অবিশ্বাসের কথা বলেছেন খোদ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'হাসিনার পালানোর পর থেকে আমরা কেন জানি নিজেদের পুরো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারছি না, ঐক্যের জায়গায় থাকতে পারছি না। এখন একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য।' শনিবারও বিএনপি মহাসচিব বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশেরই কিছু মানুষ ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে।

কৃতিত্ব নিয়ে বিরোধ

আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিএনপি-জামায়াত দমন-পীড়নের শিকার হয়। তারা বারবার আন্দোলনেও সরকার পতনে সফল হতে পারেনি। অন্যদের নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করেও ঠেকাতে পারেনি গত বছরের ৭ জানুয়ারির নির্বাচন। তাতে শেখ হাসিনার আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিতই মনে করা হচ্ছিল। তবে সব উল্টে যায় আদালতের রায়ে সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জুলাইয়ের প্রথম দিন থেকে আন্দোলন শুরু করে, যাতে ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ হামলা চালালে সূত্রপাত হয় অভ্যুত্থানের। পরের দিন পুলিশের বন্দুকের সামনে রংপুরে বুক পেতে দাঁড়ানো আবু সাঈদ নিহতে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় সারাদেশে। সাধারণ মানুষ পথে নেমে আসে। ১৮ থেকে ২১ জুলাই চলে আওয়ামী লীগের সহায়তায় পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ।

সে সময় সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের পাশে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মী থাকলেও, দল দুটি তা প্রকাশ্যে আনেনি। ব্যাপক ধরপাকড়ের শিকার হলেও, একই কৌশল বজায় রাখে ৪ আগস্ট পর্যন্ত। পরের দিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে পতন ঘটে শেখ হাসিনার। বিএনপি-জামায়াত উভয়ে এখন বলছে, অভ্যুত্থানকে রাজনৈতিক তকমা দিয়ে যেন শেখ হাসিনা অতীতের মতো দমন করতে না পারেন, সে কারণে এমন কৌশল ছিল তাদের।

কার্যত অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব এখন সবাই দাবি করছে। বিএনপির ভাষ্য, তাদের নেতাকর্মী সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়েছেন। আন্দোলন চলাকালে নিষিদ্ধ হওয়া জামায়াত-শিবির সংখ্যা বলেনি। তবে ছাত্রশিবিরের ভাষ্য, অভ্যুত্থান এগিয়েছে তাদের পরিকল্পনায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শিবিরকে সহযোদ্ধা বললেও, ছাত্রদলের সঙ্গে ক্যাম্পাসগুলোতে বিরোধে জড়াচ্ছে। ছাত্রনেতৃত্ব বিএনপির সাড়ে ১৫ বছরের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে অভ্যুত্থানকে নিজেদের দাবি করছে।

রাষ্ট্রপতি অপসারণ প্রশ্নে বিভেদ প্রকাশ্যে

ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে বিএনপির বিরোধ প্রকাশ্য হয় রাষ্ট্রপতির অপসারণ প্রশ্নে। অক্টোবরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি শেখ হাসিনার মনোনীত মোঃ সাহাবুদ্দিনকে অপসারণে আলটিমেটাম দেয়। অন্যান্য দল শর্তসাপেক্ষে সমর্থন দিলেও, সাংবিধানিক সংকটের কারণ দেখিয়ে বিরোধিতা করে বিএনপি। সরকারও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। এর পর বিএনপি ও ছাত্রনেতৃত্বকে আর এক টেবিলে দেখা যায়নি।

ছাত্র নেতৃত্ব সংবিধান বাতিল এবং দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র তথা জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র দেওয়ার দাবি তুলেছিল। ৩১ ডিসেম্বর শহীদ মিনার থেকে ঘোষণাপত্র পাঠের কথা জানানো হয়। কিন্তু সংবিধান বদলের বিরোধী বিএনপির বাধায় তা হয়নি। ৩০ ডিসেম্বর সরকার জানায়, তারাই দেবে ঘোষণাপত্র।

অনৈক্যের কথা স্বীকার করে নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন বলেন, 'অভ্যুত্থানের অর্জন কুক্ষিগত করার প্রবণতা রয়েছে। ছাত্ররা প্রথমে তা ধরতে পারেনি। দূরদর্শিতারও অভাব রয়েছে। যা হয়েছে, তাতে আমরা দুঃখিত, মর্মাহত। শহীদের সংখ্যা বলে কেউ কৃতিত্ব নিলেও শহীদের দায় কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। তাই শহীদদের স্বপ্ন পূরণের বাধ্যবাধকতা ছাত্র নেতৃত্বের রয়েছে।'

স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে সবার বিপরীতে বিএনপি

রাষ্ট্রপতি অপসারণ, সংবিধান এবং ঘোষণাপত্র ইস্যুতে বিএনপির আপত্তি মানলেও সংসদের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে চায় সরকার। সায় আছে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া কয়েকটি দলের। একই অবস্থান নাগরিক কমিটির। কিন্তু বিএনপি বর্তমান সরকারের অধীনে তৃণমূলের ভোট চায় না।

উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে স্থানীয় সরকার (ইউপি) নির্বাচনের কথা বলেছেন। দলীয় প্রতীকবিহীন এসব নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের আপত্তির সুযোগ কোথায়? স্বাধীন ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ছাড়া একদলীয় শাসন থেকে মুক্তির উপায় আছে কি?

নাগরিক কমিটির একাধিক নেতা এ প্রতিবেদককে বলেছেন, রাষ্ট্রপতি, সংবিধান ও ঘোষণাপত্র প্রশ্নে বিএনপি বড় ধাক্কা দিয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রশ্নে বিএনপির অবস্থান মানতে হলে ছাত্র নেতৃত্ব দল হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। সংগঠনটির সংশ্লিষ্টরা জনপ্রতিনিধিশূন্য স্থানীয় সরকারে রাজনৈতিক প্রশাসক নিয়োগে চিঠিও দিয়েছে। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার নেতৃত্বে এ বিষয়ে কাজও চলছে।

শক্তিগুলোর মধ্যে তিক্ততা

জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান তাঁর দল ও সেনাবাহিনীকে পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক আখ্যা দেন। এ বক্তব্যের সমালোচনা করে জামায়াতকে রগকাটা, ব্যাংক দখলকারী ও মোনাফেক বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। পরে বিবৃতি দিয়ে জামায়াত ২০১৮ সালে ভিন্ন মতের সঙ্গে জোট গড়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিএনপির ঐক্যকে জাতির সঙ্গে মোনাফেকি আখ্যা দেয়। এর পর ভেরিফায়েড ফেসবুকে বিএনপি প্রশ্ন রাখে, 'সেই নির্বাচনে শফিকুর রহমান নিজেও ধানের শীষের প্রার্থী হয়েছিলেন। তাহলে কার সঙ্গে জোট? কার সঙ্গে মোনাফেকির কথা বললেন?'

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সমকালকে বলেন, 'যে লক্ষ্যে অভ্যুত্থান, তা পূরণে ঐক্য জরুরি। কিছু কথা ও কাজ হচ্ছে, যা ঐক্যের পরিপন্থি।'

অভ্যুত্থানের ঐক্য কেন টিকল না প্রশ্নে তিনি বলেন, 'ঐক্যের জন্য দল, গোষ্ঠী ও ধর্মীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে হয়। স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় ঐক্য নষ্ট হচ্ছে। সংস্কার নয়, ক্ষমতা দরকার মনোভাব থাকলে ঐক্য ব্যাহত হবেই।'

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'জামায়াতের কর্মকাণ্ড ও কিছু বক্তব্যে বিএনপি মনোক্ষুণ্ন। তবে তাদের সঙ্গে এমন কোনো দূরত্ব নেই। তারা গণতন্ত্র ও নির্বাচন চায়, মানুষের অধিকারের কথা বলে। আমরাও বলি। কিন্তু কেউ যদি বলে তারাই শুধু দেশপ্রেমিক, তাহলে আমাদের কষ্ট লাগবেই।'

সংস্কার প্রশ্নে জামায়াতের হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, 'ঐক্য হোক বা না হোক সংস্কার জরুরি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা না ফিরিয়ে নির্বাচন হলে দেশ আগের অবস্থায় ফিরবে। সংবিধানের সংস্কার লাগবেই।' সামান্তা শারমিন বলেন, 'ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর হয় না সংবিধানের কারণেই। সংবিধানে বদল না হলে আবার সেই ব্যবস্থা ফিরবে।' যদিও বিএনপি মহাসচিব আগেই বলেছেন, নির্বাচিত সংসদ ছাড়া সংবিধানের সংস্কার বৈধতা পাবে না।

ছাত্র নেতৃত্বের দল নিয়ে সন্দেহে বিএনপি

সরকারি পৃষ্ঠপোষকে রাজনৈতিক দল গঠনের অভিযোগ নাকচ করে সামান্তা শারমিন বলেন, 'আগে দেখতে হবে ক্ষমতায় আছে কিনা।' বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আসলে ক্ষমতায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় কারা আছে, তা দেখতে হবে।'

নাগরিক কমিটির সূত্র জানিয়েছে, সরকার নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণার পর বিএনপি ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে ধরে নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসন তাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ছাত্র নেতৃত্ব সরকারি সহযোগিতা দূরে থাক, অসহযোগিতায় পাচ্ছে।

এদিকে নাগরিক কমিটি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জামায়াতের প্রভাবের কারণে উপদল তৈরি হচ্ছে বলে একাধিক নেতা জানিয়েছেন। এক নেতা এ প্রতিবেদককে বলেন, ছাত্রশিবিরের প্রতি সহানুভূতিশীলরা নিজেদের মতো কাজ করতে চাইছেন। এতে দল গঠন বিঘ্নিত হচ্ছে।

নিউইয়র্কাররা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হবে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের।

ফক্স নিউজের খবরে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রলারের অফিসে ১৯৪০ এর দশক থেকে এ পর্যন্ত ৫১ মিলিয়ন দাবিদারহীন ফান্ড থেকে ১৯ বিলিয়ন ডলার জমা পড়ে আছে। কম্পট্রলার ডি নেপোলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে যাদের অর্থ বিভিন্ন খাতে পড়ে আছে দাবিহীনভাবে তাদের অর্থ দাবি করার অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। তিনি এ বিষয়ে ক্যাম্পেইনও করেছেন। তিনি চাচ্ছেন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ২৫০ ডলারের চেক পাঠাতে। এর জন্য কোনো আবেদন করতে হবে না।

নিউইয়র্ক স্টেটের এবানডেন্ট প্রোপাটি ল' আপডেট করার পর কম্পট্রলারের অফিস অটোমেটিকেলি ২৫০ ডলারের চেক পাঠানো শুরু করেছেন। এই অর্থ জমে আছে অনেকেই যে ইউটিলিটি খাতে ডিপোজিট রেখেছিলেন, ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ, পুরনো ব্যাংক একাউন্ট যা ক্লোজ হয়ে গেছে, বিনিয়োগের অর্থ, ইন্স্যুরেন্সের পলিসি, গিফট কার্ড, এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে যে অর্থ দাবিহীন পড়ে আছে তাই এ অর্থ নিউইয়র্কবাসীকে বিলিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

স্টেট কম্পট্রলারের অফিস থেকে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কবাসীরা যেন কম্পট্রলারের অফিসের ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের নিজ নিজ নাম টাইপ করে সার্চ করে দেখেন, তাদের নামে কোনো অর্থ পাওনা আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে ওয়েবসাইটে নাম ঠিকানা ও এসএসএন নাম্বারসহ ক্লেইম করতে হবে। পরবর্তীতে অফিস থেকে কনফার্মেশন হলে চেক পৌঁছে যাবে মেইল এড্রেসে। এ বিষয়ে কম্পট্রলারের অফিসে ফোন করেও জানা যাবে ও ক্লেইম করা যাবে। ফোন নম্বর ১-৮০০-২২১-৯৩১১ বা ওয়েবসাইট ঃ্ঃি.ড়ংপ.হু.মড়া.

পুড়ছে লস অ্যাঞ্জেলেস,

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পালিসেইডসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা হচ্ছে। তবে দ্রুত গতির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ফায়ার হাইড্রেন্টগুলোতে পানি না থাকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। এনিয়ে কর্মকর্তারা চাপের মুখে পড়েছেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার রাতে বাতাস বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাহলে আগুনও বেড়ে যেতে পারে। এরইমধ্যে ১১ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি আরও একটি ভয়ার্ত ও হৃদয়বিদারক রাত পার করেছে, বলেছেন ওই কাউন্টির সুপারভাইজার লিন্ডসে হোরভাথ। তবে ভয়াবহ এই দাবানলের বিরুদ্ধে দমকলকর্মীরা ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বিবিসি বলছে, পালিসেইডসের অন্তত ২৩ হাজার একর এলাকা পুড়ে গেছে। মান্ডেভিলে ক্যানিয়ন পর্যন্ত ছড়িয়েছে এই আগুন। ফলে ব্রেন্টউডের বিভিন্ন এলাকায় লোকজনকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় প্রখ্যাত অভিনেতা , ক্যালিফোর্নিয়ার সাবেক গভর্ণও আর্নল্ড শোয়ের্জেনিগার, ডিজনি'র প্রধান নির্বাহী বব ইগার ও এনবিএ তারকা লেবরন জেমসের বাড়ি রয়েছে।

এ ছাড়া যেসব এলাকা থেকে লোকজনকে সরতে বলা হয়েছে সেখানে গেটি সেন্টারও আছে। এটি একটি হিলটপ মিউজিয়াম। সেখানে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার শিল্পকর্ম আছে। এর মধ্যে ভ্যান গঁগ, রুবেনস, মনেট ও ডেগাসের শিল্পকর্মও আছে। তবে এখন পর্যন্ত সেই ভবনের কোনও ক্ষতি হয়নি।

পালিসেইডসের পর সবচেয়ে বেশি আগুন লেগেছে ইটন এলাকায়। সেখানে ১৪ হাজার একর এলাকা পুড়ে গেছে। অন্যদিকে কেনেথ ও হার্স্ট এর ছোট দুটি আগুন দমকল কর্মীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। ওদিকে আবহাওয়া বিভাগ শনিবার ও রোববার বাতাস বাড়তে পারে বলে আগেই সতর্ক করেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার কাছাকাছি সাতটি রাজ্য, ফেডারেল সরকার, কানাডা ও মেক্সিকো প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

তবে আগুনের কোনও কারণ এখনো জানা যায়নি। যে দুটি এলাকায় বড় ধরনের আগুন লেগেছে তা এক করলে ম্যানহাটনের দ্বিগুণ হবে। প্রায় ১ লাখ ৫৩ হাজার অধিবাসীকে ঘরবাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও ১ লাখ ৬৬ হাজারকেও সতর্ক করে বলা হয়েছে যে তারা নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে। এ ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। শুক্রবার (১০ জানুয়ারী) ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গেভিন নিউসন গুরুত্বপূর্ণ পানি সংরক্ষণাগার কাজ না করা এবং ফায়ার হাইড্রেন্টে পানি না থাকার বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গেভিন নিউসন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

লস অ্যাঞ্জেলস ফায়ার সার্ভিসের প্রধান ক্রিস্টিন ক্রাউলি এ পানি সংকটের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, দমকল কর্মীরা ফায়ার হাইড্রেন্টের কাছে চলে আসার পর আমরা আশা করি সেখানে পানি থাকবে। তিনি তার বিভাগের অর্থ বরাদ্দ কমানোরও সমালোচনা করেছেন। এর ফলে শতাধিক অগ্নিনির্বাপক অকেজো হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গত ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার লস অ্যাঞ্জেলসে যখন আগুন ছড়াচ্ছিল তখন ঘানায় অবস্থানের জন্য সমালোচনার মুখে পড়েছেন মেয়র কারেন ব্যাস। তিনি অবশ্য এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ফায়ার বিভাগের প্রধান ও আমি আগুন প্রতিরোধ ও জীবন বাঁচানোর ওপর জোর দিয়েছি। আমাদের মধ্যকার মতবিরোধ আমরা ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করতে পারি। ইতোমধ্যেই মেয়রের পদত্যাগ দাবি করে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন।

ওদিকে লুটপাট হতে পারে এই ভয়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে আক্রান্ত এলাকায়। কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখার জন্য গভর্নর আগেই ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। অপরদিকে লুটপাট ও কারফিউ ভঙ্গের জন্য এর মধ্যে অন্তত দুই ডজন মানুষকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি ঘরে তল্লাশি হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রিয়াল এস্টেট এজেন্ট রিক ম্যাকগিয়াগ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, প্যাসিফিক পালিসেইডসে তাদের ৬০টি বাড়ির মধ্যে মাত্র ছয়টি টিকে আছে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানলে বন্ধু হারালেন অভিনেত্রী গার্নার

ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানলে একজন বন্ধুকে হারিয়েছেন অভিনেত্রী জেনিফার গার্নার। প্যাসিফিক প্যালিসেইডসে এমএসএনবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানান। জেনিফার বলেন, 'তিনি তার একজন বন্ধুকে হারিয়েছেন যে সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারেনি। ইতিহাসের অন্যতম ভয়ানক এই দাবানলে ধ্বংস হয়ে গেছে ১০ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর। এখনও বাসিন্দাদের সরানো হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই দাবানলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ রেকর্ড ছাড়াবে। বিপদের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বাড়িঘরে লুটপাটও চালাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এরইমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দেশে হার্টের চিকিৎসা পণ্যের অবৈধ বাণিজ্য রমরমা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হাত বাড়ালেই মিলছে হার্টের নিম্নমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম। ভারত থেকে চোরাই পথে এসব পণ্য আনছে একটি চক্র। দাম কমের কারণে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালও দেদার ব্যবহার করছে। এতে বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি, সরকারও হারাচ্ছে বড় অঙ্কের রাজস্ব। খোদ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তদন্তে হার্টের চিকিৎসা সরঞ্জামের চোরাই কারবারে ব্যবসায়ীদের সংশ্লিষ্টতা উঠে এসেছে। এর পরই নড়েচড়ে বসে সংস্থাটি।

অনুসন্ধানেও নিম্নমানের সরঞ্জাম চোরাচালান চক্রের দু'জনের সম্পৃক্ততা মিলেছে। তারা হলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চিফ টেকনিশিয়ান মোরশেদ উদ্দিন ও স্পন্দন লিমিটেড কোম্পানির কর্মচারী মাসুদুর রহমান। মোরশেদ আত্মীয়স্বজনের নামে কথিত কোম্পানি খুলে অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। আর মাসুদ অবৈধ পথে সরঞ্জাম এনে বিক্রি করেন। চট্টগ্রামকেন্দ্রিক তাঁর প্রভাব বেশি।

জানতে চাইলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. আকতার হোসেন বলেন, হার্টের চিকিৎসার সরঞ্জামের অবৈধ কারবার নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছি। আজ ১৩ জানুয়ারি বৈঠকের জন্য ব্যবসায়ীদের ডাকা হয়েছে। সেখানে এই বিষয়টি ছাড়াও এ খাতের সরঞ্জামের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে বিশদ আলোচনা করা হবে। আশা করছি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবৈধ কারবারিদের আমরা রুখতে পারব।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশের বেসরকারি ২৭ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশ থেকে ৪৪ ধরনের স্টেন্ট, হৃদরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত বেলুন, গাইডওয়্যার, ক্যাথেটার, ভাল্ ভ, অক্সিজেনেটরসহ নানা সরঞ্জাম আমদানি করে। ঔষধ প্রশাসনের নিবন্ধন ছাড়া এসব চিকিৎসা উপকরণ আমদানির কোনো সুযোগ নেই। এমনকি অন্যের নিবন্ধিত কোম্পানির মাধ্যমে সরবরাহের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসনের অনাপত্তিপত্র নিতে হয়। কিন্তু অসাধু চক্র নিবন্ধন ছাড়াই দেদার ব্যবসা করছে।

সাধারণত ডিলারশিপ ছাড়া কোনো দেশ থেকে হৃদরোগ চিকিৎসার স্টেন্ট ও সরঞ্জাম আমদানি করা যায় না। ভারতের কিছু হাসপাতাল স্বল্প মেয়াদের সরঞ্জাম কম দামে বিক্রি করে। অসাধু চক্রটি প্রতিনিধির মাধ্যমে এসব কিনে নৌপথ ও কুরিয়ারের মাধ্যমে দেশে আনছে। ভ্যাট-ট্যাক্স এড়ানোয় লাভ বেশি হচ্ছে। ক্রমেই বাড়ছে নিম্নমানের হার্টের চিকিৎসা সরঞ্জামের বাজার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, তদন্তে তারা চোরাই পথে নিম্নমানের হৃদরোগ চিকিৎসার সরঞ্জাম আনার কারবারে কয়েকজন ব্যবসায়ীর সম্পৃক্ততা পেয়েছেন। তাদের প্রথমে নোটিশ দিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। জবাব সন্তোষজনক না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, চক্রের বাইরেও দ্রুত চিকিৎসার জন্য অনেক রোগীর স্বজন অবৈধভাবে সরঞ্জাম আনছেন। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। কারণ এসব সরঞ্জাম একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে আনতে হয়। অবৈধভাবে আসার কারণে তা রক্ষা হচ্ছে না। ফলে রোগীরা ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

মেডিকেল ডিভাইস ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বলেন, দেশে প্রয়োজনীয় মেডিকেল ডিভাইসের ৯৫ শতাংশ আমদানিনির্ভর। নীতিমালা অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসনের নিবন্ধন ও নির্ধারিত মূল্যের বাইরে গিয়ে কোনো ডিভাইস বাজারজাতের সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, গত বছর হৃদরোগ চিকিৎসা উপকরণ নিয়ে অবৈধ কারবারের কিছু তথ্য-প্রমাণ ঔষধ প্রশাসনকে দিলে ব্যবস্থা নেয়। তবে এখন আবার কয়েকটি চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

হার্ট ফাউন্ডেশনে মোরশেদই সর্বেসর্বা

একাধিক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চিফ টেকনিশিয়ান মোরশেদ উদ্দিনকে আর্থিক সুবিধা না দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানে হৃদরোগ চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করার সুযোগ নেই। কোম্পানিকে তিনি ব্যবসায়িক শেয়ার দেওয়ার প্রস্তাব দেন। রাজি না হলে তাকে সরঞ্জাম সরবরাহের অনুমোদন আটকে দেন মোরশেদ।

জানা যায়, হার্ট ফাউন্ডেশনে চাকরির কারণে মোরশেদ নিজের নামে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করেননি। আত্মীয় ফয়সাল হোসাইনের নামে জিএইচসি ট্রেডিং করপোরেশন খুলে হার্ট ফাউন্ডেশনে অধিকাংশ হৃদরোগ চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করছেন। ঔষধ প্রশাসনের নিবন্ধন ছাড়াই তারা চড়া মূল্যে কারবার চালাচ্ছেন। অবশ্য প্রাণ কোম্পানির নামে জিএইচসি ট্রেডিং করপোরেশনের ডিলারশিপ রয়েছে।

ইউনিক লাইফ সায়েন্স কোম্পানিতে শেয়ার রয়েছে মোরশেদের। নাজমুল হুদার মালিকানাধীন কোম্পানিটি পরিচালনা করছেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও জুনায়েদ আলী। হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রভাব খাটিয়ে মোরশেদ এসব প্রতিষ্ঠানে শেয়ার নিয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও অবৈধভাবে চিকিৎসা উপকরণ আনার অভিযোগ রয়েছে।



হৃদরোগ চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গ্রিন হার্ট। প্রতিষ্ঠানটির মালিক আসলাম উদ্দিন বলেন, 'মোরশেদ উদ্দিনকে আর্থিক সুবিধা না দিয়ে হার্ট ফাউন্ডেশনে সরঞ্জাম সরবরাহের সুযোগ কারও নেই। এ জন্য অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় এখানে হার্টের চিকিৎসার সরঞ্জামের দাম বেশি।'

তিনি আরও বলেন, 'একবার হার্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সব ব্যবসায়ীর সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে আমি বলেছিলাম, হার্ট ফাউন্ডেশনে পণ্য সরবরাহ করতে হলে মোরশেদ উদ্দিনকে উচ্চ কমিশন দিতে হয়। ফলে সরঞ্জামের দাম বাড়ে। মোরশেদকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার সব নথিও দিয়েছিলাম। কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা তো নেয়ইনি, উল্টো সেখানে আমার ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

অভিযোগের বিষয়ে মোরশেদ উদ্দিন বলেন, 'হার্টের চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবসায় ৫০টির বেশি কোম্পানি জড়িত। আমার একার পক্ষে সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়।' আর্থিক সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি প্রথমে অস্বীকার করলেও গ্রিন হার্টের নথির বিষয় জানালে তিনি বলেন, 'সেখানে আমার ব্যবসায়িক শেয়ার ছিল। ব্যাংকের

মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে। এটিকে কমিশন বাণিজ্য বলা ঠিক হবে না।' আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি মোরশেদ।

চট্টগ্রামে মাসুদের রামরাজত্ব

দীর্ঘদিন অবৈধভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে হার্টের চিকিৎসার সরঞ্জাম ব্যবসায় রামরাজত্ব করছেন স্পন্দনের কর্মচারী মাসুদুর রহমান। প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকান হার্টের রিং সরবরাহ করে। তবে ডিলারশিপ ও ঔষধ প্রশাসনের নিবন্ধন ছাড়াই মাসুদ একাধিক কোম্পানির সরঞ্জাম সরবরাহ করে আসছেন। মূলত অবৈধভাবে আসা হার্টের নিম্নমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম রাজধানীতে কম চলে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এগুলো মাসুদ চট্টগ্রামে বাজারজাত করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের এক চিকিৎসক বলেন, মাসুদের সঙ্গে বিভাগের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশ রয়েছে। মাসে মাসে কমিশন দেওয়া হয়। বেশি কমিশন পাওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাসুদের সরবরাহ করা সরঞ্জাম বেশি ব্যবহার করে।

অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি মাসুদুর রহমান। উল্টো প্রতিবেদককে হুমকি দিয়ে বলেন, 'নিউজ করলে আপনার খবর আছে। সাহস থাকলে নিউজ করেন।' পরে স্পন্দন লিমিডেটের মালিক আনিসুর রহমানকে একাধিকবার কল দিলেও রিসিভ হয়নি।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

শেখ হাসিনার আসন্ন 'ভার্চুয়াল বৈঠক' ঘিরে আ. লীগে কী চলছে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ৫ আগস্টের পর প্রবাসে থাকা নেতা-কর্মীদের সাথে ফোনালাপ ফাঁস সহ প্রবাসী নেতামকর্মীদের আয়োজিত বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফোনালাপ হয়। তবে প্রায় ৫ মাস পর শেখ হাসিনার সাথে আত্মগোপনে থাকা দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আসন্ন 'ভার্চুয়াল বৈঠক' এর খবরে জনমনে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তৈরী হয়েছে নানা কৌতুহল। দলের নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে ফেসবুকসহ নানা মাধ্যমে এ ভার্চুয়াল বৈঠকের প্রচার পোস্ট করেছেন। শেখ হাসিনার আসন্ন 'ভার্চুয়াল বৈঠক' ঘিরে আ. লীগে কী চলছে? সম্পর্কিত প্রতিবেদন করেছে বিবিসি বাংলা।

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে আন্দোলনের মুখে গত অগাস্টে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার একটি ভার্চুয়াল বৈঠকের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেখানে মূলত তিনি 'দিকনির্দেশনামূলক' ভাষণ দিবেন এবং উদ্যোগটি সফল হলে এটিই হবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার নেতাকর্মীদের প্রথম বৈঠক। এ উদ্যোগটি এমন সময় নেয়া হলো যখন দলটির সিনিয়র নেতাদের প্রায়ই সবাই জেলে কিংবা আত্মগোপনে। অন্যদিকে আত্মগোপনে থাকা সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে দলের কর্মীদের অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

অবশ্য সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন "আওয়ামী লীগ আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবির্ভূত হবে"। তবে সেটি কীভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা তিনি দেননি।

এর আগে শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন, ফ্রান্স ও ব্রাসেলসে প্রবাসী নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে ফোনে বক্তব্য দিলেও দলটির নেতাদের সাথে তার যোগাযোগের কোনো তথ্য এতদিন পাওয়া যায়নি।

ঢাকা, কলকাতা ও লন্ডনে থাকা আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা বলেছেন শেখ হাসিনা দলের নেতাদের উদ্দেশে ভাষণ দিবেন- এমন খবরে তারা উচ্ছ্বসিত এবং তারা মনে করেন 'বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে' জেলের বাইরে থাকা নেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এ চেষ্টার মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের 'ঘুরে দাঁড়ানোর' প্রচেষ্টা শুরু হতে যাচ্ছে।

দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন "যে শেখ হাসিনাসহ দলের নেতারা এর মধ্যেই তৃণমূলের ইউনিট নেতাদের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। দেশের চল্লিশ ভাগ ভোটার আওয়ামী লীগের। সব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেই আমরা ঘুরে দাঁড়াবো। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হলে নির্বাচনেও যাবো। এটাই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। আমরা দলকে সংগঠিত করার কার্যক্রম শুরু করেছি,।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন বলছেন, শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সে কারণে তিনি তার দলের নেতাকর্মীদের সাথে বৈঠক করতেই পারেন।

তিনি বলেন "এমন বৈঠক হলে সেটি হয়তো হবে দলটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টার অংশ হিসেবে একটি রাজনৈতিক কৌশল। তবে দেখার বিষয় হবে সে বৈঠকে শেখ হাসিনা কী বার্তা দেন"।

প্রসঙ্গত, গত পাঁচই অগাস্ট পদত্যাগে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার তার পাসপোর্ট বাতিল করেছে। অন্যদিকে ভারত তাকে দীর্ঘসময় ধরে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছে।

কী করছে আওয়ামী লীগ

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে আত্মগোপনে থাকার পাশাপাশি কলকাতা ও লন্ডনে অবস্থানরত কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার সাথে কথা বলে যে ধারণা পাওয়া গেছে তা হলো জেলের বাইরে থাকা নেতাদের সাথে শেখ হাসিনার সংযোগ তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দলটির নেতারা ধারণা দিয়েছেন কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত দলটির সাবেক এমপি ও শীর্ষ নেতারা আটক হওয়ার কারণে সম্ভাব্য বিকল্প নেতাদের সাথে যোগাযোগের কাজ শুরু হয়েছে।

শেখ হাসিনা এর মধ্যেই ব্রিটেনসহ কয়েকটি দেশের আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের বেশ কিছু নেতার সাথে ফোনে কথা বলেছেন।

অন্যদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ বিতর্কিত কয়েকজনকে কোনো কার্যক্রমে জড়িত না হওয়া এবং গণমাধ্যমে আওয়ামী লীগের হয়ে কোনো মন্তব্য না করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে- এমন তথ্য পাওয়া গেলেও তার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এর মধ্যেই খবর এসেছে যে আগামী উনিশে জানুয়ারি শেখ হাসিনা তার দলের নেতাদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন কিংবা নেতাদের উদ্দেশে ভাষণ দিবেন।

"আমরা জানতে পেরেছি নেত্রী ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন। তার ভাষণে দিকনির্দেশনা দিবেন। বৈঠকটির জন্য আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আওয়ামী লীগ এভাবেই সব প্রতিকূলতা জয় করে জনগণকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন লন্ডনে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দীন খান।

দলের মধ্যম সারির কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে সক্রিয় হতে চাইছে আওয়ামী লীগ। যদিও দলটির সাবেক এমপি ও মন্ত্রীদের অনেকেই জেলে আর বাকিরা আত্মগোপনে রয়েছেন।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক, শাজাহান খান, কামরুল ইসলাম, মুহাম্মদ ফারুক খান, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও কাজী জাফরউল্লাহ বিভিন্ন মামলায় আটক হয়ে এখন কারাগারে।

অন্যদিকে বেগম মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন। আর আত্মগোপনে আছেন শেখ ফজলুল করিম সেলিম, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আব্দুল মান্নান, আব্দুর রহমান, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য এবং এদের মধ্যে অনেকেই দেশের বাইরে অবস্থান করছেন।

সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে। আর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপু মনি কারাগারে থাকলেও মাহবুব উল আলম হানিফ, ড. হাছান মাহমুদ ও আফম বাহাউদ্দিন নাছিম আত্মগোপনে রয়েছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদকদের মধ্যে আহমদ হোসেন আটক হয়ে কারাগারে আছেন। বাকিরা দেশে কিংবা বিদেশে আত্মগোপনে আছেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে যারা ছিলেন তাদের অবস্থান সম্পর্কেও পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যায়নি। খবর নেই দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়ারও।

গত ১৮ই অগাস্ট সেনাবাহিনীর তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ৫ই অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর 'জীবন সংশয়ের আশঙ্কা থাকায়' দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে ৬২৬ জনকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এসব ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। ফলে বোঝা যাচ্ছে না সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে যারা ছিলেন, তারা কি দেশ ত্যাগ করেছেন নাকি দেশের ভেতরেই আছেন।

পরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কলকাতার একটি পার্কে বসে আছেন। শামীম ওসমানকে দিল্লিতে দেখা গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে দলীয় সভানেত্রীর ভার্চুয়াল বৈঠক কিংবা নেতাদের উদ্দেশে ভাষণ- দেয়ার উদ্যোগকে 'একটি রাজনৈতিক কৌশল'ই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন।

তার মতে "যেহেতু আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ নয় সে কারণে দলীয় প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা তার নেতাদের সাথে কথা বলতেই পারেন। তিনি তার দলের নেতাকর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করা কিংবা দলকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক রাখার উদ্যোগ নিবেন সেটিই স্বাভাবিক। আমার ধারণা দল হিসেবে মানুষের কাছে ফিরে আসার চেষ্টার অংশ হিসেবেই তার এই উদ্যোগ। দেখা যাক কী বার্তা তিনি দেন এবং তার বার্তা মানুষ কীভাবে গ্রহণ করে সেটিও দেখার বিষয় হবে,।"

দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম অবশ্য বলছেন সংকটময় সময়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন "কিন্তু মনে রাখতে হবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ কোনো দল নয়। তারপরও আওয়ামী লীগকে কাজ করতে দেয়া হয় না। গণমাধ্যমের টুটি চেপে ধরেছে। আমাদের বক্তব্য বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় ছাপাতে দেয়া হয় না। সারাদেশে নেতাকর্মীদের ওপর মামলা হামলা চলছে। আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধেই আমরা রুখে দাঁড়াবো,।"

এ নেতা আরো বলেন "আমরা দলকে সংগঠিত করার কার্যক্রম শুরু করেছি। শেখ হাসিনার নির্দেশনা নিয়ে তৃণমূল নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করছি। শেখ হাসিনা নিজেও যোগাযোগ করছেন প্রতিটি ইউনিটে তৃণমূল পর্যায়ে। এটুকু বলতে পারি যে আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়াবে এবং অচিরেই,।"

ওদিকে শুক্রবার দশই জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঢাকায় ও টুঙ্গিপাড়ায় শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি শীতবস্ত্র বিতরণের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাহাউদ্দিন নাছিম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের দশই জানুয়ারি ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

৭১ প্রশ্নে জামায়াতে নতুন আলোচনা, আসতে পারে সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে জামায়াতে। দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা অনানুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে কথা বলেছেন। সহসাই জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের সভায় এ ইস্যুতে আলোচনা হতে পারে। জামায়াতের একাধিক সূত্র বলছে, দলটি একাত্তর প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলে আসছে। দলটি কখনো এ নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। যদিও এ বিচার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। একাত্তর প্রশ্নে জামায়াতেও নানা সময় ভিন্নমত ছিল। দলটির নেতাদের কারও কারও মত ছিল, তখনকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতারা কখনও এ ব্যাপারে সাড়া দেননি। তবে জামায়াতের সব নেতাই দাবি করে আসছেন, জামায়াত নেতারা যুদ্ধাপরাধে জড়িত ছিলেন না।

৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জামায়াত অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। দেড় দশক পর দলটি প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে জামায়াতের লোকজন নিয়োগ পাচ্ছেন এমন আলোচনাও রয়েছে। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন দলটির ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা থামছে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জামায়াত এ ব্যাপারে কী করতে পারে- তা নিয়ে দলটির শীর্ষ কয়েকজন নেতা আলোচনা করেছেন।

জামায়াতের শীর্ষ পর্যায়ের এক নেতা জানান, একাত্তরে নিজেদের ভূমিকা নিয়ে দেশের জনগণের কাছে জামায়াত যেতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে দলের দুই-তিনজন শীর্ষ নেতাও একমত। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি তারা উপস্থাপন করবেন। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকা কী ছিল তা জাতির সামনে পরিষ্কার করা হবে বলে জানান তিনি। তবে জামায়াত ক্ষমা চাইবে কি না কিংবা ক্ষমা চাইলেও কী প্রক্রিয়ায় চাইবে তা ওই নেতা খোলাসা করে বলেননি। তিনি বলেছেন, নির্বাহী পরিষদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তার কিছু জানা নেই।

শিবিরের শীর্ষ পর্যায়ের দুই সাবেক নেতা এ প্রসঙ্গে দু'টি দিক তুলে ধরেন। তারা বলেন, একাত্তর প্রশ্নে জামায়াত যথাযথভাবে ডিল করতে পারেনি। তবে এটাও সত্য দেশে অতীতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। জামায়াতের জন্য খোলামেলাভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না।

তবে অতীতে জামায়াত নেতাদের কেউ কেউ দলের অভ্যন্তরেও এ নিয়ে খোলামেলা আলাপ করেছিলেন। জামায়াতের সাবেক প্রভাবশালী নেতা ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক তার পদত্যাগের সময় বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। তবে জামায়াতের বেশির ভাগ নেতা বরাবরই এ ইস্যুতে নীরব বা ক্ষমা চাওয়ার বিরোধিতা করেছেন। তাদের মত হলো, জামায়াত কোনো যুদ্ধাপরাধ করেনি। তাছাড়া ক্ষমা চেয়েও আখেরে কোনো লাভ হবে না বলে মনে করেন তারা।

সম্প্রতি বিএনপি'র কয়েকজন নেতাও মুক্তিযুদ্ধকালীন জামায়াতের ভূমিকা বিষয়ে নতুন করে কথা বলেছেন। সর্বশেষ এ নিয়ে নতুন করে কথা বলেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'এখন একটা সুযোগ এসেছে, এই সুযোগে তারা (জামায়াতে ইসলামী) একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সেটি না করে তারা একাত্তরে তাদের ভূমিকাকে জাস্টিফাই (জায়েজ) করার চেষ্টা করছে।'

জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান একাধিকবার এ ইস্যুতে কথা বলেছেন। এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন- মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের কোনো ভুল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হলে দলটি জাতির কাছে ক্ষমা চাইবে। একাত্তরের পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, যারা ভারতে চলে গিয়েছিল তাদের জন্য পরিস্থিতি এক রকম ছিল আর যারা দেশে ছিল তাদের জন্য অন্যরকম অবস্থা ছিল। দেশে থাকাদের হয়তো পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হতো, না হয় তাদের পক্ষে থাকতে হতো। এমন অবস্থায় যারা সরাসরি যুদ্ধ করেনি তাদের অনেকের অবস্থান পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল। যা আর পরবর্তীতে আলোচনা হয় না। আলোচনা শুধু জামায়াত নিয়ে।

গত অর্থবছরের হিসাব

সরকারের ঋণ ছাড়িয়েছে ১৮ লাখ কোটি টাকা

বিপুল ঋণের কারণে আসল ও সুদ পরিশোধের চাপ বেড়েছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাজেটের আকার বাড়ছে। সে তুলনায় বাড়ছে না রাজস্ব আহরণ। ঘাটতি পূরণে ঋণনির্ভরতা বাড়ছে সরকারের। গত কয়েক বছর এ ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তাই গত ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ১৮ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গত জুন পর্যন্ত দেশি-বিদেশি ঋণের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের জুন শেষে দেশি-বিদেশি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৩২ হাজার ২৮২ কোটি টাকা। এর মধ্যে দেশীয় উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে ১০ লাখ ২০ হাজার ২০৫ কোটি টাকা। বিদেশি উৎস থেকে নেওয়া হয় ৮ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা। শুধু ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে ৫ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি যখন সরকারের দায়িত্ব নেয়, তখন দেশি-বিদেশি ঋণের স্থিতি ছিল ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা।

বিপুল ঋণ নেওয়ার কারণে আসল ও সুদ পরিশোধের চাপ বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সুদের হারও অনেক বেড়েছে। দুই বছর আগে সরকারি ট্রেজারি বিল-বন্ডের সুদহার ছিল ১ থেকে ৬ শতাংশ। বর্তমানে গড় সুদহার ১২ শতাংশ। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সুদ পরিশোধ বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে দেশি ঋণের সুদই ৯৩ হাজার কোটি টাকা।

অর্থ বিভাগের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে ৪২ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা। যা পরিচালন ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি। আর সরকারের মোট ব্যয়ের ৪৪ দশমিক ০৪ শতাংশ। এ সময়ে পরিচালন বা অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় ছিল ৮২ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকা। উন্নয়নসহ মোট ব্যয় ছিল ৯৬ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা।

সুদ পরিশোধের এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছর শেষে শুধু সুদ পরিশোধেই প্রয়োজন হবে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা। বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আগের অর্থবছর চেয়ে সরকারের ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় বাড়ে ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ। ফলে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ঋণের সুদ পরিশোধ ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে ১ লাখ ১৪ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়, যা সরকারের মোট ব্যয়ের ২৮ শতাংশ। অর্থাৎ পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় হয়েছে সরকারের নেওয়া দেশি-বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধে। সংশ্লিষ্টরা জানান, আগের সরকারের যথাযথ ঋণ ব্যবস্থাপনা না থাকায় দেশি উৎস থেকে বেশি পরিমাণে ঋণ নেওয়া হয়েছে। যদিও স্বল্প সুদের বিদেশি ঋণ নেওয়া যৌক্তিক মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

৭৭ শতাংশই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

ঢাকা ডেস্ক: ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ৭৭ শতাংশই হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শনিবার (১১ জানুয়ারী) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। মূলত যারা বিগত হাসিনা সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের ব্যানারে বিরোধী মতের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, সেসব হিন্দু জনগোষ্ঠীই প্রতিহিংসার স্বীকার হয়েছে বলে জানায় প্রেস উইং।

জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর যেসব আক্রমণ হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল বলে উঠে এসেছে পুলিশের এক প্রতিবেদনে। সম্প্রতি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ একটি পরিসংখ্যানে দাবি করেছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মোট এক হাজার ৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন, সম্পদ ও উপাসনালয়ের ওপর দুই হাজার ১০টি ঘটনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে পুলিশের প্রতিবেদন বলছে, এসব ঘটনা ঘটেছে তাদের উপর, যারা মূলত আওয়ামী লীগের কর্মী হয়ে যেসব হিন্দু এর আগে অন্যের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এক হাজার ৭৬৯টি অভিযোগের মধ্যে, পুলিশ এখন পর্যন্ত ৬২টি মামলার প্রাথমিক তথ্য নির্ধারণ করে মামলা দায়ের করেছে। তদন্তের ভিত্তিতে অন্তত ৩৫ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হামলাগুলো সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না, বরং সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশে করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে এক হাজার ২৩৪টি ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ২০টি ঘটনা সাম্প্রদায়িক ছিল। কমপক্ষে ১৬১টি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐক্য পরিষদের হিসাবের দাখিল করা পরিসংখ্যানের বাইরেও পুলিশ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ১৩৪টি অভিযোগ পেয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলেছে, অন্তর্বর্তী সরকার দেশের যেকোনো সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতি শূন্য সহিষ্ণু নীতি গ্রহণ করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে মানবাধিকার সমুন্নত রাখাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানায় প্রেস উইং।

‘প্রিয় মালতী’ দেখতে যাচ্ছেন ২৫০ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক লড়াকু নারী মালতী রানী দাশ। যিনি পলাশ কুমার দাশ নামের এক তরুণের সঙ্গে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছিলেন। যে জীবনে বিবাহবার্ষিকীতে নৌকায় ভাসতে ভাসতে কেক কাটা, সন্ধ্যায় ঘোরাঘুরি, একে অন্যকে উপহার দেওয়া নেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর খুনসুটি, মান-অভিমান সবকিছুই চলছিল। এরপর একটি বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনায় তাদের জীবনের ছন্দ পতন হয়। ঘটতে থাকে নানারকম অব ঘটনা। এমনই এক গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা ‘প্রিয় মালতী’।

বিদায়ী বছরের শেষ দিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল এ সিনেমাটি ‘প্রিয় মালতী’। মুক্তির পর দর্শক এবং সমালোচকদের বেশ প্রশংসা কুড়ায় এটি। বছরের শেষ সপ্তাহে দর্শকদের পছন্দের শীর্ষে থাকা সিনেমাটি চেইন স্টার সিনেপ্লেক্সের সেরার তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আসে। এর মধ্যে ধীরে ধীরে দর্শকও বাড়তে থাকে সিনেমাটির। এরপর গেল সপ্তাহে বাড়ে দ্বিগুণ শো। স্টার সিনেপ্লেক্সের ৫ শাখায় ৮টি থেকে বেড়ে এখন ১৬টি শো চলছে বলে জানা গেছে।

এরমধ্যে চমকপ্রদ খবর হলো, সিনেমাটি দেখার জন্য একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা ২৬৪ সিটের পুরো একটি হল বুক করেছেন।

জানা গেছে, আজ বুধবার রাজধানীর স্টার সিনেপ্লেক্সের এসকেএস টাওয়ারে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের শো দেখবে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ। এরজন্য এদিনের সন্ধ্যার শোয়ের পুরো হল বুক করেছেন বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

তিনি বলেন, “প্রিয় মালতী’ সিনেমাটি নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বেশ ইতিবাচক মন্তব্য দেখেছি। তারপর মনে হয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের সিনেমাটি দেখা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম ক্লাবের সদস্যদের উদ্যোগেই সিনেমাটি দেখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকরাও থাকবেন, আমরাও থাকব। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সিনেমাটি দেখব।’

এমন বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছেন ‘প্রিয় মালতী’ সিনেমাটির টিমও। সিনেমাটির প্রযোজক হাবিবুর রহমান তারেক বললেন, ‘বিষয়টি আমাদের জন্য অবশ্যই অনেক আনন্দের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছি আমরা। তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই সিনেমাটি দেখার জন্য।’

এদিন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সিনেমাটি দেখবেন ‘প্রিয় মালতী’র পুরো টিম। উপস্থিত থাকবেন মেহজাবীন চৌধুরী, শাহজাহান সম্রাট, শঙ্খ দাশ গুপ্ত, আদনান আল রাজীব এবং হাবিবুর রহমান তারেক প্রমুখ।

‘প্রিয় মালতী’ সিনেমাটি এরই মধ্যে কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ও ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ায় প্রদর্শিত হয়েছে। শঙ্খ দাশ গুপ্ত পরিচালিত ‘প্রিয় মালতী’তে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। এছাড়া আরও অভিনয় করেছেন শাহজাহান সম্রাট, নাদের চৌধুরী, রিজভী রিজু, শহীদুল আলম সাচ্চু, আজাদ আবুল কালাম, মোমেনা চৌধুরী, সমু চৌধুরী, আনিসুল হক বরুন প্রমুখ। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন ফ্রেম পার সেকেন্ড’র হাবিবুর রহমান তারেক এবং আদনান আল রাজীব।

আমি তো কোনো অপরাধ করিনি আটক হবো কেন’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাসরিন আক্তার নিপুণকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। তবে পুলিশ হেফাজতে কাটানোর বিষয়টি গণমাধ্যমের কাছে অস্বীকার করেছেন নিপুণ।

তিনি দেশের একটি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমি বনানীর বাসায় আছি। এই খবর ভুয়া। এর বাইরে এ বিষয়ে আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না। ফালতু সব বিষয়।’

গত ক্রবার (১০ জানুয়ারি) সকালে লন্ডন যাওয়ার সময় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে আটক করে পুলিশ। সেই সঙ্গে তার লন্ডনযাত্রাও বাতিল করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের পর নিপুণকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জানিয়ে বিমানবন্দর থানার ওসি বলেন, চিত্রনায়িকা নিপুণকে লন্ডন যাওয়ার সময় আটক করেছিল ইমিগ্রেশন পুলিশ। পরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার নামে সুনির্দিষ্ট কোনো মামলা না থাকায় শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছাড়া হয় অভিনেত্রীকে।

গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই লাপাত্তা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এর পর থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় নিপুণকেও আর মিডিয়ার সামনে আসতে দেখা যায়নি। অনেকেই বলছিলেন, গ্রেপ্তার আতঙ্কে নিপুণ দেশ ছেড়েছেন। তবে সিলেট বিমানবন্দর থেকে তাকে হেফাজতে নেওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া গেল নিপুণ দেশেই ছিলেন।



ওমরাহর ছবি দিতেই যত বাজে মন্তব্য: নিলয়



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
বিনোদন জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা নিলয় আলমগীর ছোটপর্দার পাশাপাশি বড়পর্দাতেও দর্শক মাতিয়ে চলছেন। এর মধ্যে কয়েক দিন আগেই পরিবার নিয়ে ওমরাহ পালন করতে সৌদি আরবে গেছেন এ অভিনেতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত ৮ জানুয়ারি খবরটি নিজেই জানিয়েছিলেন নিলয় আলমগীর। কিন্তু ওমরাহ পালনে যাওয়ার পর থেকেই নেটিজেনদের নেতিবাচক মন্তব্যের শিকার হচ্ছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে ভীষণ বিরক্ত এ অভিনেতা।

শনিবার (১১ জানুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে বিষয়টি নিয়ে আবারও পোস্ট দেন নিলয়। তা পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো–

নিলয় আলমগীর লিখেছেন– এর আগেও আমি অনেক দেশে গেছি। ছবি পোস্ট করেছি। এমনকি পাতায়া বা মায়ামি বিচ থেকেও ছবি পোস্ট করেছি। কিন্তু এত বাজে কমেন্টস আসেনি। মক্কাতে এসে ছবি দিলেই যত বাজে কমেন্টস আসা শুরু করে।

তিনি আরও বলেন, কারণটা কি কিছুই বুঝতে পারলাম না। পবিত্র নগরীতে এসেছি। ছবি দেখে ভালো লাগলে ভালো কমেন্টস করবেন, ভালো না লাগলে এড়িয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাকে এই পবিত্র জায়গায় দ্বিতীয়বারের মতো আসার তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

নিলয় আলমগীর বলেন, আল্লাহ যদি তৌফিক দেন আবার আসব, বারবার আসব। আপনিও আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, যাতে আপনিও আসতে পারেন এখানে। আল্লাহ কোনটা কবুল করবেন আর কোনটা করবেন না, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। এ অভিনেতা বলেন, বাজে কমেন্টসগুলো আপনার জীবনের হতাশার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হিংসা থেকে দূরে থাকবেন জীবন সুন্দর হবে।

উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি আরেকটি ফেসবুক স্ট্যাটাসে নিলয় লিখেছিলেন– আমার নাটক দেখেই আমাকে চেনেন এবং আমার নাটক দেখেই আমার ভক্ত হয়েছেন। এখন আবার আমাকে বলছেন– নাটক ছেড়ে দিতে। কিছুই তো বুঝতেছি না। আমি নাটক ছেড়ে দিলেই কি আপনি নাটক দেখা বন্ধ করবেন? সেটি তো করবেন না। অন্য আরেকজনের নাটক ঠিকই দেখবেন। নাটক যদি এতই খারাপ জিনিস হয়, তাহলে সবাই মিলে নাটক দেখা বন্ধ করে দেন, তাহলে নতুন নাটকও হবে না।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রাণকেন্দ্র সিটি লাইসেন্স পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কৃতজ্ঞতার সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

(Operate by JH office)



(Operate by JH office)
বাসা থেকে শিক্ষার্থীদের এক ড্রপ ২টি লেসন ফ্রিতে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

নিউইয়র্কে অর্ধেকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ৩৫.৮ নেমে এসেছে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এসাইলাম কেইস এপ্রুভালের হার ছিলো ৭০ পার্সেন্ট। এর মধ্যে নিউইয়র্কে ছিলো ৫০ পার্সেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রে শুধু সেপ্টেম্বর মাসে ৩০৫২ টি কেইসের মধ্যে ২১৩৯ টি এপ্রুভ হয়েছে।

২০২৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত স্ট্যাটিকটিস তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৩ সালে এসাইলাম এপ্রুভাল ও রিজেকশনের তালিকায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ১৪২৭ জনের মধ্যে ৮২৩ জনের এসাইলাম এপ্রুভ হয়েছে। বাতিল (রিজেকশন) হয়েছে ২৪৭ জনের। বাকি ৩৪৮ জনের বিভিন্ন কারণে পেন্ডিং রয়েছে। ২০২৪ সালের তালিকা এখনো প্রকাশ হয়নি।

গত ২০২৩ সালে ২৬ ফেডারেল প্লাজা কোর্টে সর্বোচ্চ ৮৪ পার্সেন্ট এসাইলাম এপ্রুভ হয়েছে। এটি ছিলো ওই বছরের সর্বোচ্চ।

এছাড়া কোর্ট এবং ইউএসসিআইএস'তে নিউইয়র্কে ২০২২ সালে কেইস পেন্ডিংয়ের সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ১১ হাজার ৪১টি । ২০২৩ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫০২টি। ২০২৪ সালে পেন্ডিংয়ের সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার ৭২২ টি।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ ভোজ। বিজনেস শো-তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল ছাড়াও থাকবে বিশেষ আলোচনা। সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ও জাতীয় পুরষ্কারপ্রাপ্ত শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী এবং সঙ্গীত শিল্পী সুলতানা ইয়াসমীন লায়লা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ সহ অন্যান্য শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীর মূল অনুষ্ঠানে কী নোট স্পীকার থাকবেন প্যারামাউন্ট গ্লোবাল-এর সিনিয়র ডিরেক্টর (ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং) কারিশমা রহমান আজমত। তরুণ-তরুনীদের মধ্যে স্পীকার থাকবেন বেঙ্গলী এসোসিয়েশন অব স্টুডেন্ট এট হার্ডভার্ড কলেজের প্রেসিডেন্ট নামিরা মেহেদী, নাবিল এইচ মুহিব। আরো বক্তব্য রাখবেন কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিয়া কর্টেজ-এর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নূরীন আকতার, ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটর (৩৭ ডিষ্ট্রিক্ট) সাদমান আজলান সেলি, ডেমোক্র্যাটিক লীডার ও মিশিগানের হ্যামট্রাক সিটির সাবেক কাউন্সিল সদস্য কাজী মিয়া প্রমুখ। এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন।

অপরাধে অভিযুক্ত হলেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অপরাধে অভিযুক্ত আছেন তাদের গ্রেপ্তার এবং নির্বাসনে কোন আইনী বাধা থাকবেনা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টদের।

এদিকে এ বিলটি পাসের পর কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বাংলাদেশী কমিউনিটির অভিবাসন প্রত্যাশীরা। নিউইয়র্কে বসবাসরত অভিবাসন প্রত্যাশী নাজমুল হোসেন নামে ২৫ বছর বয়সী তরুণ। তিনি বলেন, '২০২২ সালে মেক্সিকো সীমান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আসেন। এরপর তিনি এসাইলাম প্রার্থনা করেন। ২০২৪ সালে একটি ডেলি গ্রোসারীতে কাজের সময় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হই। কারণ ওই দোকানে সিগারেট ও ভেপ বিক্রির অনুমতি ছিলোনা। এ বিষয়ে কিছুই জানতামন না ও কর্ণধার কিছুই অবগত করেননি। দায়িত্ব পালনের সময় ভেপ বিক্রির অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরে তিনি এটর্নীর মাধ্যমে মুক্ত হোন। এ কেসটি এখনো চলমান। বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারি এসাইলাম পেন্ডিং থাকাবস্থায় অন্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে আইসিই পুলিশ আটক করে এদেশ থেকে বের করে দিতে পারবে দ্রুত। এটর্নীর সাথে আলাপ করেছি , তিনি আমাকে এ সতর্ক থাকতে বলেছেন। ফেসবুকের কমিউনিটি গ্রুপে অভিবাসীদের ধরপাকড়ের কিছু পোস্ট দেখে এখন আরো ভয়ে আছি।

এস্টোরিয়াতে বসবাসকারী ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ প্রতিবেদককে বলেছেন, তিনি ২২ বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। এখানে তাঁর পরিবারের স্ত্রী-সন্তানরা সিটিজেন হলেও তিনি এখনো আনকুমেন্টেড। তাঁর কেইস আদালত বাতিল করে দিয়েছে। এরপর আপিল করলে সেটিও বাতিল হয়ে যায় এবং ডিপোর্টেশন কার্যাদেশ বহাল আছে। এখন ডিপোর্টেশন আদেশপ্রাপ্তরা গণ নির্বাসনের প্রথম টার্গেট শুনে পরিবার থেকে বিচ্ছেদের দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

সম্প্রতি বাঙালি কমিউনিটির একটি ফেসবুক গ্রুপে বাংলাদেশি বেশ কয়েকজনের এসাইলাম বাতিল হয়েছে ও তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমন দাবি করে মোবারক দেওয়ান নামে একজন পোস্ট করেন। এরকম ধরপাকড়ের খবরে এবং ৭ জানুয়ারি কংগ্রেসে'র অধিবেশনে অভিবাসীদের বিতাড়নে আইন পাশে কমিউনিটির অনেকের মধ্যে কিছুটা দুশ্চিন্তার প্রভাব পড়েছে।

৭ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে'র অধিবেশনে ২৬৪-১৫৯ ভোটে 'ল্যাকেন রাইলি অ্যাক্ট' নামে এই বিল পাস হয়। রিপাবলিকানদের সাথে ৪৮ জন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস বিলটির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই বিলে অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকা সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে। বিলটির মাধ্যমে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন চুরি, লুটপাট ও অন্যান্য অ-হিংসাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত অবৈধ অভিবাসীদের হেফাজতে নেয়।

বিলের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনায় ছিলো চুরি ও অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্ত অ-নাগরিকদের আটক ও বহিষ্কার করতে পরবে। যেসব অঙ্গরাজ্য অভিবাসন নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করবে, তাদের অ্যাটর্নি জেনারেলদের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

বিলের নামকরণ: এই বিলের নামকরণ করা হয়েছে ল্যাকেন রাইলির নামে। ল্যাকেন ২২ বছর বয়সী নার্সিং শিক্ষার্থী ছিলেন এবং ল্যাকেন রাইলিগত বছর একজন ভেনেজুয়েলার অবৈধ অভিবাসীর হাতে নির্মমভাবে খুন হন। খুনের মামলায় অভিযুক্ত হোসে ইবারাকে নভেম্বরে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হাউস স্পিকার মাইক জনসন বলেন, আমাদের সীমান্ত সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি আজ থেকেই শুরু হলো। তিনি আরও বলেন, লেকেন রাইলি অ্যাক্ট এ কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সরব, অন্তরালে আ. লীগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও শরাফত হোসেন বাবু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মাঝে মধ্যে সভা-সমাবেশ, আর তাদের সমর্থক নিয়ে শোডাউন করলেও দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনে কেন্দ্র কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এতে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে দিন দিন হতাশা বাড়লেও বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তারা নতুন করে আশার আলো দেখছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্র কমিটি গঠন ছাড়াও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার আশা ব্যক্ত করছেন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একাধিক নেতা দেশে অবস্থান করছেন এবং লবিং করছেন বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু, মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আখতার হোসেন বাদল ছাড়াও নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র (দক্ষিণ) সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস খান ও ঝালকাঠি জেলা বিএনপি'র সহ সভাপতি আলহাজ শহীদুল ইসলাম শিকদার মনোনয়ন প্রত্যাশী বলে জানা গেছে।

অপরদিকে শেখ হাসিনার সরকার পতন এবং তাঁর দেশত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই দৃশ্যত কোনঠাসা হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীরা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজদের নেতৃত্বে ২/১টি সভা-সমবেশ করলেও মূলত: অন্তরালে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মী। বিশেষ করে সংগঠনের সুবিধাবাদী নেতাদের সভা-সমাবেশ তো দূরের কথা জনসম্মুখেও দেখা যাচ্ছে না। আর সরকার পতনের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠন এবং সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান হঠাও আন্দোলন থেমে গিয়ে বরং ড. সিদ্দিকুর রহমান অবস্থা শক্ত হয়ে উঠছে।

এদিকে দেশ থেকে পলায়নের পর ভারতে অবস্থান করে সেখান থেকে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ছাড়াও দেশে ও প্রবাসের নেতা-কর্মীদের সাথে ফোনলাপে যোগাযোগ রেখে চলেছেন এবং কোন কোন সভায় ভার্চুয়ালী বক্তব্য রেখেও চলেছেন। যা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্নের পাশাপাশি মিশ্র প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আবার দুই ভাগে বিভক্ত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কর্মকান্ড চলছে দিবস ভিত্তিক সভা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান ও সাধারণ সম্পদক চান্দু এবং কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুর নূর বড় ভূইয়ার নেতৃত্বে পৃথক পৃথক কর্মকান্ডের মাধ্যমে চলছে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির রাজনীতি।



QIRAT COMPETITION 2025

Light Of The Quran



আসন্ন মাহে রমজান উপলক্ষে
প্রতি বছরের ন্যায় এবারো
টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা যৌথভাবে আয়োজন
করতে যাচ্ছে মাসব্যাপী ক্বিরাত কমপিটিশন

"লাইট অব দ্য কোরআন"

এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত আগ্রহী গ্রেড ওয়ান থেকে গ্রেড টুয়েলভ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবেন। আগ্রহীরা শিক্ষার্থীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার ও স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

TiME

আবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

যোগাযোগের ঠিকানা: টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা

36-50, 38th STREET, LONG ISLAND CITY

Phone: 718-753-0086 & 718-482-9923

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I KJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1000709

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-9790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেরা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 186 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 535 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Baisbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1981 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্তকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



IRS e-file PROVIDER
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে



আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

ইতিহাসের সত্য পথ

মামুনুর রশীদ

কদিন ধরেই একটা বিষয় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। মানুষের জন্য কোনটা কঠিনভাবে রাখা, নাকি ভুলে যাওয়া? সহজ কোনটা কত সহজে ভুলে যাওয়া যায়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটাই যেন সত্য সহজে অবলীলায় ভুলে যাওয়া। আমরা যাঁরা দেশভাগের সময় জন্মেছি, তাঁদের জীবনেই কত কিছু ঘটে গেল! যদিও সে সময়ের দাঙ্গা দেখিনি কিন্তু বিধ্বস্ত দেশটা দেখেছি। ছিন্নভিন্ন পরিবারকে দেখেছি। কেউ ভারতে চলে গেছে, কেউ এ দেশে আছে। আবার স্কুলে যখন লেখাপড়া করেছি, তখন প্রিয় সহপাঠী বন্ধুটিও একদিন দেশ ছেড়ে চলে গেছে। বাল্যকালে সেই বন্ধু বিচ্ছেদের বেদনা অনেক দিনই পুষে রেখেছি।

ভাষা আন্দোলন চলছিল, '৫৪ সালের নির্বাচন হচ্ছে, যেখানে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দল নিজেও ক্ষমতার ষড়যন্ত্রে পড়ে গেল। আইয়ুব খানের সেনাশাসন চলল অনেক দিন। এর মধ্যে আন্দোলন থেমে থাকেনি। '৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে রক্ত ঝরল ওয়াজিউল্লাহদের। হলো অনেক রাজনৈতিক নির্যাতন। উনসত্তরে যেদিন আসাদ সরকারি গুলিতে নিহত হলেন, সেদিনের কথা শামসুর রাহমানের কবিতায় লেখা আছে। তিনি লিখেছেন 'আসাদের শার্ট'। পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে মজলুমের দৃঢ় কণ্ঠ শুনে কবি লিখলেন, মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় 'আসামিদের' ওপর লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনি শুনে পুরো জাতি প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। জনগণের সেই অভ্যুত্থানের মুখে জেলের তালা ভাঙা হলো, শেখ মুজিবসহ সব রাজবন্দী মুক্তি পেলেন। সেইসব আপসহীন কমিউনিস্ট আর জাতীয়তাবাদী নেতাদের আমরা পরম কৌতূহলে, ভালোবাসায় দেখলাম। তারপর চির পরাধীন বাংলায় শুরু হলো মুক্তির সশস্ত্র যাত্রা। যার পরিণতিতে পেলাম স্বাধীন দেশ।



স্বাধীন দেশে সব সুশৃঙ্খল ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। যাঁরা হত্যা করলেন তাঁরা অকপটে স্বীকার করলেন যে তাঁরা হত্যা করেছেন। ঘোষণাকারীদের মধ্যে একজন মেজর ডালিম। বারবার একই ঘোষণা প্রচারিত হলো বাংলাদেশ বেতার থেকে। দ্রুতই বেতারের নাম পরিবর্তন হয়ে গেল। নতুন নামড়রেডিও বাংলাদেশ। ৫০ বছর পর মেজর ডালিম মুখ খুলেছেন। অদ্ভুত সব তথ্য দিলেন। ৫০ বছরে বেশ কটি প্রজন্ম এসেছে ইতিহাস চর্চার পরও আগ্রহ নিয়ে ডালিমের সাক্ষাৎকার শুনেছে। আবার কেউ কেউ দাবি করছে, তিনি সত্যিকারের ডালিম নন। ওই ডালিম যদি সত্যিকারের হন, তাহলে তাঁর সাক্ষাৎকারে যেসব মিথ্যাচার আছে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার লোকের তো অভাব হবে না।

জিয়াউর রহমান কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে ডালিমের মনগড়া কথাও কি শুনতে হবে আমাদের? মেজর ডালিমের ঔদ্ধত্যপূর্ণ এসব বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য প্রবাসী ইউটিউব মালিককেও জবাব দিতে হবে। প্রবাসে বেশ কিছু ইউটিউবার জনগণকে বিভ্রান্ত এবং উত্তেজিত করার জন্য নানা সময় নানা কৌশল নিয়ে থাকে। যেহেতু জ্ঞানের উৎস এখন ফেসবুক আর ইউটিউব, তাই বিভ্রান্তি ছড়াতে তাদের বড়ই সুবিধা হয়েছে। দেশের ভেতরে থেকে আমরা যাঁরা সরকারের দুঃশাসন নিয়ে প্রতিবাদ করি, আন্দোলন করি, অনেকেই নানা ধরনের নিগ্রহের, নির্যাতনের শিকার হই, বঞ্চনার তো শেষই নেই। সে ক্ষেত্রে প্রবাসী বুদ্ধিজীবীদের নানা সুবিধা।

প্রথমে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, স্মৃতি-বিস্মৃতি নিয়ে, সেখানে ফিরে আসি। সমবয়সী বা কম বয়সী অনেক বন্ধু, পরিচিতজনের কাছে যখন অতীতের কোনো কথা বলি, অনেকেই স্মরণ করতে পারেন না। হয়তো স্মরণ করতেও চান না। যাঁরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁরা তো চানই না। কয়েক দিন ধরে মেজর ডালিমের সাক্ষাৎকার একটা বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই অবাক, ঘরে ঘরে প্রতিবাদের ঝড়। চায়ের কাপেও ঝড়, কিন্তু কোথায় যেন মব জাস্টিসের ভয়! তার মধ্যেও আমরা যে সত্য, যা দিনের আলোর মতো সত্য, তা প্রকাশ হবে না?

একটা ঘটনা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। নব্বইয়ের দশকে একবার টোকিও গিয়েছিলাম নাট্য কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসেবে। এর কিছুদিন আগেই নির্বাচন হয়েছে। এরশাদ পাঁচটি আসনে জয়ী হয়েছেন। ওই কর্মশালায় আরও দুজন সহপ্রশিক্ষক ছিলেন। একজন মালয়েশিয়ার, আরেকজন সিঙ্গাপুরের। মালয়েশিয়ার প্রশিক্ষক ইতিহাসের অধ্যাপক। সান্ধ্য আড্ডায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা এত বছর এরশাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে অথচ তিনি পাঁচটি আসনে জয়ী হলেন কী করে?' আমি বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভদ্রলোক শুরুতেই একটা টান দিয়ে বললেন, 'শর্ট মেমোরি অব দ্য পিপল!' মানে, জনগণের অতিসংক্ষিপ্ত স্মরণশক্তি। আমার আর বলার কিছু থাকল না। সরকার পরিবর্তনেও জনগণের ভাগ্যের কিছু পরিবর্তন হয় না বলে জনগণের স্মৃতিতেও নতুন কিছু বোনা হয় না। বরং দুঃসহ স্মৃতিগুলোই থেকে যায়।

এ দেশের শাসকগোষ্ঠীর আয়তন খুব বেশি বড় নয়। বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী সবটা মিলে খুব বড়, তা নয়। যেকোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনে অনেক মানুষ পথে নামে, বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে থাকে, প্রয়োজনে প্রাণটাই দিয়ে দেয়। কিন্তু যখন ক্ষমতার ভাগাভাগি হয় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে, তখন ওই গণমানুষের বিষয়টি সাধারণত আর থাকে না। শাসকগোষ্ঠী আবার নির্বাচনটাও নিজেদের করে নিয়েছে। দিনের ভোট পরিণত হয়েছে রাতের ভোটে। তাই জনগণ সেই সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকের সংলাপের অনুসারী হয়ে পড়েছেড়ঁযে ভোলে সে বাঁচে।' যদিও এটি একটি নেতিবাচক উপায়, তবু ভুলে ভুলেই মানুষ বেঁচে যায়।

জীবনে যদি এত বঞ্চনা থাকে তাহলে যে মনঃপীড়ার নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে ভুলে যাওয়াই ভালো। সেভাবেই বাঁচা উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এসবই একটা পশ্চাৎপদ সংস্কৃতির বিষয়। মানুষ ভুলবে না এবং ইতিহাস বিস্মৃতও হবে না। মানুষ ইতিহাসের অতল থেকে সত্যের আগুনকে বের করে আনবে। কোনো ধরনের বিভ্রান্তি তাকে ভোলাতে পারবে না। সেখানেই মানুষের জয়।

লেখক: নাট্যব্যক্তিত্ব

২১ বছর পর দেশে ফিরলেন জিল্লুর রহমান



বিশেষ প্রতিনিধি: সুদীর্ঘ ২১ বৎসর পর বহু প্রতীক্ষিত জন্মভূমি বাংলাদেশে গেলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু। শনিবার (১১ জানুয়ারী) সকালে কাতার এয়ারওয়েজের একটি বিমানে ঢাকার উদ্দেশ্যে স্বপরিবারে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। এসময় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতারা জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান। কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জানান, তিনি স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে কাতার এয়ারওয়েজে ঢাকা পৌঁছান ১২ই জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যায়। ঢাকায় দু'দিন অবস্থানের পর ১৫ জানুয়ারী বুধবার দুপুরে গ্রামের বাড়ী সিলেট যাবেন এবং সেখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করবেন।

শনিবার সকালে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, রিপন আহমেদ এবং বন্ধু মামুন ও তার পুত্র কৌশিক বিদায় জানান। এজন্য তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোস অফিস ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY

ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com

37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সোনালী অতীত

কুষ্টিয়া(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্মচাঞ্চল্য। শেয়ালদহ থেকে গোয়ালন্দ ট্রেন চলতো। জমজমাট থাকতো রেল স্টেশন।

মাঝে দুই-একবার কুষ্টিয়া আসা হয়েছে। অনেকটা যাওয়া আসার পথের মত। বহুদিন ইচ্ছা ছিল সময় নিয়ে এসে পুরো শহরটা হেঁটে বেড়বো। না হাঁটলে দেখা হয় না। প্রথম দিন কাল তার বেশ কিছুটা হলো।

আমার স্কুলের হেড টীচার এখন সিরাজউদ্দিন মালিথা সাহেব। ফোনে তাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। স্কুলেই ছিলেন। ছিলেন কয়েকজন শিক্ষক। স্মৃতিচারণ হলো। ঘুরেঘুরে দেখলাম স্কুলটা। একধারের টিনশেডের ক্লাশরুমগুলো একই রকম আছে। এখানেই বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে আমি ক্লাশ করেছি। পাশের অংশটা ভেঙ্গে বড় ভবন হয়েছে। তবে গেটটা সেই আগেরটাই।

কুষ্টিয়া শহর আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। মজমপুরের ও দিকটায় প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু মিলপাড়া সেই ছেষট্টি বছর আগে যা দেখেছি প্রায় তেমনই। সেই ঘরবাড়ী, সেই রাস্তা। বিশাল মিল কমপ্লেক্স এখন ধ্বংশস্তুপ। চোর-ডাকাত লুটেরারা চেটেপুটে খেয়ে সাবাড় করেছে। মিলের মালিক কানু বাবুর বাসাটা পুলিশ ফাঁড়ি। আমরা যে বাসায় থাকতাম, একইরকম পেলাম। এখন অন্য একটা পরিবার থাকে। তারা আমাকে বাসার ভেতরে গিয়ে দেখতে দিলো। আটান্ন থেকে তেষটি, পাঁচ বছর থেকেছি এই বাসায়। আব্বা আম্মার রুম, আমরা ভাইবোনরা থাকতাম যে রুমে, বৈঠকখানা, রান্নাঘর- একইরকম। উঠানে গরু পালতাম আমরা, সেখানে ওরা লাকড়ি রেখেছে। তিন শরীকের ইদারাটা পাশের শরীকের ভাগে গেছে। সহপাঠী দিলীপ চক্রবর্তী, বিমল ব্যানার্জী, কৃষ্ণকুমার ক্ষেত্রি কেউই নেই। বাসার উল্টো দিকে বন্ধু গনেশদের বাড়ী। অন্য একজন কিনে নিয়েছে। সিভিল সাপ্লাই অফিসটা এখন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক ডেকে নিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সেই ভবনের পাশের পুকুরটা নেই, যেখানে আমি বড়শি দিয়ে পুটি, খলশে, টাকি মাছ ধরতাম। কে একজন কিনে নিয়ে মাটি ভরাট করেছে। ক্লাশমেট মধুদের সেই বিশাল পুকুরটাও নেই। পাড়ার লোক এখানে গোসল করতো। মধুর বড় ভাই ফটিক ভাই তা ভরাট করে প্লট বানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। আব্বার অফিস বিল্ডিংটা একইরকম আছে। চার রাস্তার মোড়ে বন্ধু বশিরদের বাড়ী বিশাল অট্টালিকা হয়েছে। বশির বেশ আগে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। ওর বোন সোনালীর খবর জানা গেল না। ডিএম সাহেবের (এখনকার ডিসি) বাসাটা দেখলাম একই রকম আছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্টিয়া শহরে যে একটা কুঠিবাড়ী ছিল জানলাম অল্প কিছুদিন আগে। তবে ছোটবেলা স্টেশন রোডে 'টেগর লজ' নামে একটা লাল রংয়ের বাসা দেখতাম, কিন্তু কখনও জানতে চাই নাই এটা কার বাড়ী। রবি ঠাকুর কুষ্টিয়ায় কিছু ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে মোহিনী মিলের একজন ডিরেক্টরও ছিলেন। শহরে এলে এই বাসাটায় থাকতেন। এখনও আগের মতই দেখতে।

রেল স্টেশনটা জৌলুষ হারিয়েছে। প্লাটফর্ম সেই আগের মতই নীচু বলে অনেক আন্তনগর ট্রেন এখানে দাঁড়ায় না। এখন মেইন স্টেশন হয়েছে কোর্ট। জীবনে প্রথম সিনেমা দেখেছিলাম বড় বাজারের পাশের রক্সিরসিনেমা হলে। তখন ফোর কি ফাইভে পড়ি। এক দিন ঘুরতে ঘুরতে রক্সির সামনে এসে দিলীপ কুমার-নাদিরা নিম্মির 'আন সিনেমা'র ব্যানার দেখে অনেকক্ষণ হা হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। জিজ্ঞেস করে জানি এটা একটা সিনেমার ব্যানার আর সিনেমাটা দেখা যাবে হলের ভেতর ঢুকলে। সর্বনিম্ন প্রবেশমূল্য চার আনা। থার্ড ক্লাশ। যে ক্লাশই হোক চোখ চেপে যায় এ জিনিষ দেখতে হবে। কিন্তু পয়সা কোথায় পাই! শেষ পর্যন্ত আব্বার পকেট কাটা হয়। থার্ড ক্লাশে বসে মুখ উঁচু করে সে অমৃত গোগ্রাসে গিলে ছিলাম। সেই যে নেশা ধরে গেল এরপর চার আনা করে পয়সা জোটাতে পারলেই ঢুকে যেতাম। রক্সির পাশে আরও একটা হল ছিল, নামটা মনে করতে পারছি না। আশেপাশের কেউই বলতে পারলো না। তাতে দেখেছি শ্যামলী, অপুর সংসারের অর্দ্ধেকটা। মেইন রোডের ওপর ছিল পাক পিকচার প্যালেস। ওখানেও যেতাম হিন্দি সিনেমা দেখতে। এখন এ ছবিঘরগুলোর একটাও নেই।

কুষ্টিয়া এলে ছেউরিয়ায় লালনের মাজারে যেতে হয়। আমার আগ্রহ অন্য কারনে। ছোটবেলায় দেখেছি জায়গাটা ছিল ঘন জঙ্গল। আমরা গুলতি দিয়ে ঘুঘু শিকার করতে যেতাম। তখন দেখতাম জঙ্গলের মাঝে কিছু সাধু গোছের লোক একটা কবরকে ঘিরে গানবাজনা করছে। জেনে ছিলাম ওই কবরটা লালন ফকির নামের এক সাধু বা দরবেশের। এরপর প্রয়াত আবু জাফর প্রায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া লালন কেটে নে তোলেন। আজ সেখানে বিশাল কমপ্লেক্স। বাষট্টি বছর পর প্রথম গেলাম লালনের মাজারে।

প্রথম দিনটা বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটলো। আরও কিছু জায়গায় যাওয়া বাকি রয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিনে চেষ্টা করবো।

দ্বিতীয় দিনটা কাটলো মোটামুটি শিলাইদহ কুঠিবাড়ী আর ছেউড়িয়া লালনের আখড়ায়। কুঠিবাড়ীতে আমি আগেও একবার গেছি, ১৯৮১/৮২ সালের দিকে হবে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সম্মেলন হয়েছিল, তাতে আমরা নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে সভাপতি আর প্রয়াত এ এস এম সোলায়মানকে সম্পাদক নির্বাচিত করেছিলাম। এত বছর পর গিয়ে দেখলাম পুরো এলাকার আমূল পরিবর্তন। বিশাল কমপ্লেক্স হয়েছে। অনেক দালানকোঠা। ডাকবাংলো রেস্ট হাউজ। দীঘি অনুষ্ঠান মঞ্চ। এখন টিকেট কেটে ঢুকতে হয়। কুঠিবাড়ীটা জাদুঘর হয়েছে। আগেরবার দেখেছিলাম কিনা মনে নেই, এবার ঘুরেঘুরে অনেকটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখা হলো। রবি ঠাকুরের শোবার খাট, ব্যবহৃত পালকি, সোফা, টেবিল, খাজনা তোলার টেবিল, বোট- পল্টুন। মনে হলো প্রথমই দেখলাম। কুষ্টিয়া থেকে আসার চমৎকার রাস্তা, প্রধান ফটকের সামনে সারিসারি দোকানপাট বুঝিয়ে দেয় এখন সেখানে প্রচুর দর্শনার্থী আসা যাওয়া করে। জাদুঘরে কিছু ছবি তোলা হয়।

কোর্টপাড়ায় ছিল আমার মেঝ খালার বাসা। সে সময় লোকে জানতো পাঞ্জাবী সাহেবের বাড়ী বলে। বিশাল দালান ছিল। সামনে ইউনাইটেড ব্যাংকের অফিস। কম্পাউন্ডের ভেতর বিশাল এক পুকুর। পাঞ্জাবী সাহেব ছিলেন আমার খালার শশুর। কলকাতার বিখ্যাত রাদুর জুতোর প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক। নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে এসে কুষ্টিয়ায় বিশাল সম্পত্তি কিনে থিতু হয়ে ছিলেন। সব ছেলেকে নিয়ে একসাথে থাকতেন। একান্নবর্তী পরিবার। বড় ছেলে রয়ে গেছিল কলকাতায়। তার বংশধররা এখন সেখানে রাদুর জুতোর ব্যবসা চালায়। খালা খালু প্রয়াত হয়েছেন অনেক আগে। ছোটবেলা মিলপাড়া থেকে মাঝেমাঝে খালার বাসায় আসতাম। এসএসসি পরীক্ষার পর জামালপুর থেকে এসে একমাস ছিলাম। খালা আমাকে অনেক শখের একটা ক্যারোলিনের শার্ট কিনে দিয়েছিলেন। অনেকদিন পড়েছিলাম। বিকেলে গেছিলাম সেই বাড়ীটা দেখতে। খালাদের কেউ সেখানে এখন থাকে না। খালুর এক ভাইয়ের নাতি তওফিক ওয়ারার সাথে ফোনে কথা বলিয়ে দিয়ে ছিল সাংবাদিক তুহিন। কথা বলে বিকেলে গেছিলাম সে বাড়ীটায়।

কোথায় সে বাড়ী কোথায় বাড়ীর সামনের সেই খোলা প্রাঙ্গন! জায়গাটা এখন ট্রমা সেন্টারের গলি। মুল বাড়ী আগের মতই আছে, তবে সামনে আশেপাশে অনেক বিল্ডিং। তওফিক ঘুরেঘুরে দেখালো। বাসাটা শরীকদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ছিল, এখন উধাও। পুকুরটা একইরকম পাওয়া গেল। কত স্মৃতি এই বাড়ীতে। দুপুরে রাতে খাওয়ার সময় সবাই লাইন ধরে মেঝেতে পাটি পেতে বসে যেতাম। রান্না চলতো ভোর থেকে বেশ রাত অবধি। পুরো বাড়ী গমগম করতো। কাজের লোকই ছিল কমপক্ষে জনাবিশেক। মনটা খারাপ হয়ে গেল। যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম মনের পর্দায় ভেসে উঠছিলো সেই সব দিনগুলো।

শহরে একসময় তিনটা সিনেমা হল ছিল। এখন পরিমল টাওয়ারে একটা সিনেপ্লেক্স পাওয়া গেল। দিনে চারটা শো'র বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। ছয়টার শো'র আগে একটু ঢু মারলাম। খুব নামকরা এক পরিচালক আর নায়কের ছবি। সঙ্গে এক সফরসাথী ছিল, দেখা গেল দর্শক মাত্র আমরা দুইজন। যিনি টিকেট বেচেন তিনিই সীটে নিয়ে বসান আবার তিনিই মেশিন চালান! ভেতরে ঢুকে ড্যাম্পের প্রচন্ড দূর্গন্ধে ছিটকে আসি। দুই মিনিট টেকা দায়, বসে থাকতে হবে দুই ঘন্টা। দেখলাম বমি করে অসুস্থ হয়ে যাবো। বের হয়ে টাকা ফেরত নিয়ে চলে আসি। এই হচ্ছে মফস্বল শহরের সিনেপ্লেক্সের অবস্থা।

সন্ধ্যায় দুই ঘন্টা কাটাই ছেউড়িয়া লালন কমপ্লেক্সে। লালন জাদুঘরটা দেখা হয়নি। তিরিশ টাকা দিয়ে টিকেট কেটে ঢুকি। লালনের কিছু হাতে আঁকা ছবি আছে তাতে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালনের একটা ছবির রেপ্লিকা। লালনের ব্যবহার্য কিছু জিনিষ রাখা আছে জাদুঘরে।

বেশ ব্যস্ততায় কাটলো এবার দুইদিনের কুষ্টিয়া সফর। স্থানীয় সাংবাদিক শামিম দুই দিনই সময় দিলো। এটিএন বাংলা'র জেলা প্রতিনিথি তুহিন যথেষ্ঠ সহযোগীতা করলো। ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় এলাকা থেকে এসে ছিলেন ড. নাজমা সুলতানা। ফেসবুকে পরিচয়, লেখালেখির মাধ্যমে। প্রথম দিন তিনি অনেকক্ষণ ছিলেন সাথে। ঢাকা থেকে আমার সফরসঙ্গী- সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আবার কবে আসা হবে জানি না, তবে স্মৃতি হাতড়াতে এসে কিছু নতুন স্মৃতি জমা হয়ে গেল।



'বিরল সাজা' নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের মসনদে বসতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন। এই প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হওয়ার ইতিহাস গড়লেন তিনি। শুক্রবার (১০ জানুয়ারী) নিউইয়র্কের বিচারক হুয়ান মার্চান তাকে 'নিঃশর্ত অব্যাহতি' দিয়ে সাজা ঘোষণা করেন। ফলে তাকে কারাদণ্ড বা জরিমানা মুখে পড়তে হয়নি।

জানা যায়, পর্ন তারকাকে ঘুষ দেয়ার মামলায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিরল সাজা দিলেন নিউইয়র্কে সুপ্রিম কোর্ট। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কারাদণ্ড বা জরিমানা নয় বরং 'নিঃশর্ত মুক্তির' দণ্ডাদেশ দিয়েছেন বিচারক। ২০ জানুয়ারী ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিহাসে তিনিই হবেন প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি একজন দণ্ডিত অপরাধী। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে মুখ না খুলতে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিষয়টি অস্বীকার করলেও নিজের পক্ষে তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হন ট্রাম্প। এর জেরে গেল বছরের মে মাসে নিউইয়র্কের অপরাধ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। এবার সেই মামলায় ট্রাম্পকে ব্যতিক্রমী সাজা দিয়েছেন আদালত।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার ১০ দিন আগে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের বিচারিক ইতিহাসের বিরল রায় ঘোষণা করেন বিচারক হুয়ান মারচান। মামলায় দোষী সাব্যস্ত ট্রাম্পকে দণ্ড দেয়া হলেও তাকে কোনো জেল-জরিমানা করা হয়নি। বরং মামলা থেকে শর্তহীন মুক্তি দেয়া হয়েছে। চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সময় ফ্লোরিডায় নিজ বাসস্থান মার-এ-লাগো থেকে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের আদালতে ভার্চুয়ালি উপস্থিত যুক্ত ট্রাম্প। শর্তহীন মুক্তি পাওয়ার আগে তিনি এই অভিজ্ঞতাকে ভয়াবহ উল্লেখ করে বলেন, এটি নিউইয়র্কের বিচার ব্যবস্থার জন্য বড় একটি ধাক্কা। ট্রাম্প অভিযোগ করেন, সুনামক্ষুন্ন করে নির্বাচনে পরাজিত করতেই তার বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়েছিল। দণ্ড ঘোষণার সময় বিচারক মারচান বলেন, 'এটি একটি অনন্য ও ব্যতিক্রমী ঘটনা। আদালতকে এর আগে কখনই এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি।' আইনজ্ঞরা বলছেন, পর্ন তারকাকে ঘুষের মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের আইনে সর্বোচ্চ চার বছর কারাদণ্ডের সাজা হতে পারত ডোনাল্ড ট্রাম্পের। আগামী ২০ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে মসনদে বসতে যাচ্ছেন ট্রাম্প। এতে দেশের ইতিহাসে তিনিই হবেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট, যিনি একজন দণ্ডিত অপরাধী। যদিও এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

জ্যাকসন হাইটসে সিপিএ শ্রাবনী'র কার্যালয় উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটিকে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের সেবা দেয়ার জন্য জ্যাকসন হাইটসের ৭২-৩২ তে নতুন অফিস উদ্বোধন করেছেন সিপিএ শ্রাবনী।

এ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসে একটি রেস্টুরেন্টে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেন সিপিএ শ্রাবনী।

সিপিএ শ্রাবনী বলেন ,বাংলাদেশী হিসেবে কমিউনিটির পাশে থাকার জন্য স্বল্পমূল্যে ট্যাক্স সুবিধা সহ নানাবিধ সেবায় বাংলাদেশিদের পাশে থাকাই তার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন ফ্লোরিডা ,কালেকটিকাট, এবং নিউইয়র্ক সহ তার মোট তিনটি লাইসেন্স থাকায় তিন স্থানের যে কেউ জ্যাকশন হাইটস অফিস থেকে ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং এবং বিজনেস সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের সুবিধা নিতে পারবেন।

এ সময় চট্টগ্রাম সমিতি এই নবনির্বাচিত কমিটি ফুল দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান এবং নিউইয়র্কস্থ চট্টগ্রামবাসী সহ বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষকে শ্রাবণীর কাছ থেকে সেবা নেওয়ার পরামর্শ দেন সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক। এ সময় চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি সহ বিশিষ্ট সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।




Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

ঢাকায় খলিল কালিনারি আর্টস সেন্টারের যাত্রা শুরু









বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করলো খলিল কালিনারি আর্টস সেন্টার। গত শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল, বাইডেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং অস্কার খ্যাত ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক মাষ্টার শেফ মো: খলিলুর রহমান।। তিনি খাদ্য শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হলে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা বাড়বে।

তিনি বলেন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট সেক্টরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অসংখ্য বেকার যুবককে দক্ষ করে গড়ে তোলা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শেফ মো: খলিলয় রহমান আরোও জানান, প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের আন্তজাতিক মানের কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। সেই সাথে বিশ্বের স্বনামধন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধাও পাবেন তারা।

দেশের বিভিন্ন অঙ্গনের বরেণ্য ব্যক্তিগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তারা প্রতিষ্ঠানটির উত্তোরত্তর সাফল্য কামনা করেন। উল্লেখ্য, খলিল কালিনারি আর্টস সেন্টার থেকে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের আন্তজাতিক মানের সার্টিফিকেট গ্রহণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শেফ হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ প্রদান এবং উইঝ ভিসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি হতে সহযোগিতা করা।

মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন নতুন কমিটি



সভাপতি রাশেদুজ্জামান, সম্পাদক মমিন মজুমদার

নিউইয়র্ক: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার (মুনা) নিউইয়র্ক নর্থ জোনের ২০২৫-২০২৬ সেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কর্মপরিষদ গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মুজমদার দায়িত্ব দেয়া হয়। সংগঠনের মজলিশে শুরার অধিবেশনে নতুন কমিটির সভাপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। এর পর নব-মনোনীত সভাপতি জোন কর্মপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে গত ২৪ ডিসেম্বর জোনের সাধারণ সম্পাদকসহ কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, ন্যাশনাল এসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ, সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোহায়া আমিন খান।

নতুন কমিটির সদস্যরা হলেন: সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সহ সাধারণ ও অফিস সম্পাদক দিদারুল আলম, জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান ডিগনিটি বিভাগ পরিচালক প্রফেসর দেলোয়ার মজুমদার, ম্যানপাওয়ার অ্যান্ড এডুকেশন বিভাগ ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান, স্যোসাল সার্ভিস বিভাগ মঞ্জুর আহমেদ, অর্থ অ্যান্ড দাওয়াহ বিভাগ নূরুস সামাদ চৌধুরী, হিউম্যান নিটারিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ বিভাগ অ্যাডভোকেট আবুল হাসেম, ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট বিভাগ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ওমেন কো-অডিনেটর আফরোজা হক মিতা, সহকারী ওমেন কো-অডিনেটর হাসিনা আক্তার, সুলতানা পারভীন, মুনা ইয়ূর্থ বিভাগ তামজিদুল ইসলাম, চিলড্রেন বিভাগ নিলুফা বানু, মুনা ইয়ং সিস্টার বিভাগ সালমা চৌধুরী, সহকারী ইয়ং সিস্টার কামরুন নাহার।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া হয় এক মহান পরীক্ষা। যে কোনো বিষয়ের দায়িত্ব তাই যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করা উচিত। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি বলেন, ময়দানের চাহিদা ব্যাপক। আল্লাহর দ্বীনে একজন দায়িত্বশীল তার কাজের পাশাপাশি আল্লাহর সঙ্গে বেশি বেশি সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে খুলুসিয়াতে সঙ্গে। তিনি বলেন, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এবং থাকবে। আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে ময়দানের আলোকে আমাদের সকলকে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।--- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন'স ক্লাবের শীতবস্ত্র বিতরণ



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন'স ক্লাবের পক্ষ থেকে শুক্রবার (১০ জানুয়ারী) শীতার্তদের মাঝে বিনা মূল্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোর অন্যতম বরো স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের রিচমন্ড রোডে বিনামূল্যে কম্বল সংগ্রহের জন্য প্রচুর লোক উপস্থিত ছিলেন। এসময় স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন'স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কাজী আহমেদ বলেন, এটি আমাদের ক্লাবের একটি নিয়মিত আয়োজন। প্রতিবছর আমরা শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করে থাকি। স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের বাসিন্দা নিম্ন আয়ের লোকজন যাদের অনেকেরই কম্বল কেনার সামর্থ্য নেই তাদের সহায়তা করার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন'স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী এম আলী। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নর্থ স্টারের প্রেসিডেন্ট অলিভিয়া কিনতো, পরিচালক মারিলো ব্রুসাস, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ইউনাইটেড এশীয়ান লায়ন'স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইডিথ রেনানতে, নিউইয়র্ক জাপানীজ-আমেরিকান লায়ন'স ক্লাবের ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর মারি মরিমোতো ও লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর লুইস ক্যাম্পবেল।

প্যাটারসন শাহজালাল-লতিফিয়া মাদরাসায় মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউজার্সী: উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলীয়ে কামিল শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ) এর ১৭তম ঈসালে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ জানুয়ারি রবিবার নিউজার্সির প্যাটারসনের ঐতিয্যবাহী প্রতিষ্ঠান শাহজালাল-লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টারে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিল পরিচালনা করেন মাদরাসার শিক্ষক হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আমিদ।

প্রধান আলোচক হিসেবে বয়ান পেশ করেন মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুন নুর, বক্তব্য রাখেন শিক্ষক মাওলানা ফয়সাল আহমেদ, শিক্ষক হাফেজ আলাউদ্দিন, সাবেক শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আব্দুল ওয়াকিল, মাদরাসা পরিচালনা কমিটির ক্যাশিয়ার মোহাম্মদ মহসিন। এছাড়াও মাদরাসার ছাত্ররাও আল্লামা ফুলতলীর জীবন কর্মের উপর আলোচনা করেন, মাহফিলে ছাত্র শিক্ষক সহ ছাত্র-ছাত্রীর অবিভাভক ও কমিউনিটির অনেকেই অংশগ্রহণ করেন, মিলাদ মাহফিল, দোয়া ও শিরণী বিতরণের মধ্যদিয়ে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।







নিউইয়র্কে ফেলানী দিবস পালিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কাটাতারের বেড়ায় চার ঘন্টা যাবত ঝুলে থাকলেও বিএসএফ তাকে উদ্ধার করেনি। দিনটি বাংলাদেশে ফেলানী দিবস হিসেবে পরিচিত এবং পালিত হয়ে আসছে।

'ফেলানী দিবস' উপলক্ষ্যে নিয়ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সংগঠন 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ' গত ৮ জানুয়ারী বুধবার বিকেলে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সামনে এক প্রতিবাদ সভা ও মানব বন্ধনের আয়োজন করে। উক্ত সভায় বিএসএফ'র নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করার তীব্র নিন্দা এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সামনের রাস্তার নামটির নাম 'ফেলানী সড়ক' করার দাবী জানানো হয়।

সভাশেষে এ সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি বাংলাদেশ কনস্যুলেটকে প্রদান করা হয়। কন্যুলেটের পক্ষ থেকে মিনিস্টার মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান স্মারকলিপিটি গ্রহন করেন এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছে দেওয়া হবে বলে জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সবুর, 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'-এর প্রধান সমন্নয়কারী আবদুল কাদের, সদস্য জুয়েল জাকির, সাংবাদিক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল, মুশফিকুর রহমান, মোহাম্মদ তারিফ ও রাসেল খান বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'-এর প্রধান সমন্নয়কারী আবদুল কাদের বলেন, ভারত যদিও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। কিন্তু ভারতীয়রা যেভাবে সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যা করছে এটা সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ হতে পারে না। এটা মানবাধিকারের স্পস্ট লঙ্ঘন। আমরা আশা করবো ভারত সরকার বিএসএফ-কে সংযত হতে নির্দেশ দেবে।

কাদের বলেন 'এতদিন ভারতের তাবেদার 'আওয়ামী লীগ সরকার' ফেলানী হত্যার বিচার দাবী করেনি। এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের সরকার জোড়ালো ভাষায় ফেলানী হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করবে বলে আমরা আশা করছি'।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সবুর বলেন, ফেলানীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী অপরাধ। ফেলানী হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করে তিনি বলেন, 'ফেলানীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাকে চার ঘন্টা কাটাতারের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন তার শরীর থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছিল। বিএসএফ তাকে উদ্ধার করেনি। মৃত্যুর ১৪ বছর পরও ফেলানী হত্যার বিচার হয়নি। তিনি বলেন, আমরা হত্যাকারীর বিচার দাবী করেন।

'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ-এর অন্যতম সদস্য জুয়েল জাকির বলেন, বিএসএফ-কে আরও সংযত ও মানবিক হতে হবে। এটা কোন সভ্য বাহিনীর আচরণ হতে পারেনা। একটি ১৫ বছরের কিশোরী নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। কিন্তু বিচার পায়নি। আমরা ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সামনের রাস্তাটির নাম ফেলানীর নামে নামকরনের দাবী জানাচ্ছি। এই রাস্তাটির নাম হোক 'ফেলানী সড়ক' বা 'ফেলানী স্ট্রিট'। তাহলে হয়ত তার পরিবার কিছুটা শান্তনা পাবে। বাংলাদেশী হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকে আমরা দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ এই দাবী জানাচ্ছি।

সমাবেশ শেষে চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল সংগঠনের পক্ষ থেকে দূতাবাস কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। এসময় 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কাউন্সিলর ইশরাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

BISWANATH PROBASHI KALLAYAN SAMITY USA,INC
বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউ.এস.এ ইনক

সদস্য হওয়ার আহবান

আসসালামু আলাইকুম।
সম্মানিত বিশ্বনাথবাসী,
আগামী ২০২৫-২০২৬ এর কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। সকল প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীকে সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহবান জানানো যাচ্ছে। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে সদস্য ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে।

লাইফ মেম্বার: (আজীবন সদস্য) ফি-১০০ ডলার
জেনারেল মেম্বার: (সাধারণ সদস্য- ২ বছরের জন্য) ফি- ১০ ডলার

সদস্য হওয়ার শেষ তারিখ: জানুয়ারী ২৬, ২০২৫ ইং রাত ৮টা পর্যন্ত

স্থানঃ নিরব রেস্টুরেন্ট (বেইসমেন্ট)
2096 starling Ave, Bronx, NY 10462

অনুরোধক্রমে

সেবুল খান মাহবুব
সভাপতি
646-374-9378

শিহাব উদ্দীন আহমদ
সাধারণ সম্পাদক
718-600-6058

আজাদুর রহমান, আব্দুল মনাফ, মো. আবুল আলম, আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আদনান, মো. আযম আলী, আব্দুল আহাদ আলকাছ মিয়া, মো. লিয়াকত আলী, মো. আবুল কালাম, মাসুম আহমদ, খছরু আহমদ, কবির আহমদ ফারুক, আব্দুল্লাহ আল মামুনুর রশীদ, মো. মোসলেহ উদ্দিন, হাসান আল বান্না ও খালেদ মোর্শেদ রিজভী।

উপদেষ্টামন্ডলী

ইফতেখার সিরাজ, আলমাস আলী, মখন মিয়া, হাজী মনির আহমদ, এহিয়া মেন্দী, সালিক সিকদার, মুফতি লুৎফুর রহমান কাসেমী, ওলিউর রহমান।

প্রচার সম্পাদক মোঃ আব্দুল কালাম কর্তৃক প্রচারিত

সাহিত্য
সাময়িকী

শাহীন রেজা
কেউ কেউ

কেউ কেউ একটু আলাদা
ঠিক মেজেন্টা থোকার মাঝে হালকা ইয়োলো

তাকে চিনতে তাই সকাল লাগে না
বিকাল লাগে না

মিছিলের মাঝে একা; একজন-
যেমন হাত তুলে জাগিয়ে রাখে সবাইকে

কাঠবেড়ালী রোদ খাঁচা ছেড়ে বেরুলেই
চেনাজলে ওঠে ঘুর্ণন ফোটে তাপবাহ

বিদ্রোহ মানেই কখনো দেয়াল ভাঙ্গার কোরাস
কখনো আঠালো ঠোঁটের মাঝে
মুখ গুঁজে দেওয়া

কেউ কেউ সত্যি আলাদা
গ্রাম ছাড়া রাঙা পথের উজানে
চেনা ভৈরবীতে অচিন অজানা।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ
কুয়াশায় ঢেকে থাকা নদী

কুয়াশায় নিমজ্জিত নদীটিরে দেখছি না,
শুধু শুনছি তার ম্রিয়মাণ বুকের বিষণ্ন স্বগতোক্তি,
শীর্ণতায় জীর্ণ আস্ফালন পলিতেও মিশে আছে
কুহেলিকায় অদৃশ ্যমান চেনা পথের সহযাত্রী
দিকনির্দেশনায় দ্বিধান্বিত থেকেও এগুচ্ছে সম্মুখে
যদিও অভিষ্ট লক্ষ্য সহজলভ্য নয়।

ঘুর্ণিঝড় কবলিত শীতের পাখিরা
শীতার্ত শুষ্ক ডালে পুঞ্জিভূত রোষানলে
শাখায় শাখায় সবুজ সমারোহে
সোনাঝরা আলোর ঝলকানি চায়।
আকাশ নুয়ে আছে নিবেদনের অঞ্জলি নিয়ে,
যোগ্যতা বাধাগ্রস্ত নতুনত্বের সংকটে,
মঞ্চের সম্মুখে উৎসুক জনতার ভিড় ঠেলে
কে বা কারা আসছে জানি না,
তবে বিশেষ প্রয়োজনে
যে নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে
ঘোলাটে সময়ের জন্য অবাঞ্ছিত নয়।

মামুন সুলতান
পালাবদল

খড়ের ঘরের স্মৃতি নিয়ে বাড়িরা বড় হয়ে গেলো
চৌচালি ছনের ঘর খসে পড়তে পড়তে টিন চলে এলো
আমাদের পুরোনা ভিটায়
বাদামি বাড়ির বেড়া ইট-রঙ মেখে দাঁড়িয়ে গেছে
বাঁশ- বেতের তর্জায় স্টিল হয়ে দরজায় খিল-আঁটা
পড়শি খালারা পান খেতে আসে না মায়ের কাছে

খড়-ওড়ানো ভাবিরা এখন ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে
টাউনের গাউন পরে হাওয়া খায়
ধান-ওড়ানো মেয়েরা নিজেরাই ওড়ে যায়
বৈদ্যুতিক বিপুল হাওয়ায়

মাটির সড়ক বড় হতে হতে এখন রোড-স্ট্রিট হয়ে গেছে
পায়ের বদলে চাকা ফোরস্ট্রোক ইঞ্জিনে চলছে গেরাম
আমরা লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট-পাজামা পরে
চলছি শহরের পথে
আমার বাবা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন স্মৃতিভ্রম চোখে
মা চোখ মুছতে মুছতে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে যান
আমরা এগিয়ে যাচ্ছি রাজমিস্ত্রির বিদ্যালয়ে
নকশা-আঁকা বিদ্যায় আমরা একদিন আকাশ ছুঁবো

মা সিঁড়ি ভেঙে যেতে পারবেন না উপরতলায়
বাবা লাঠিভর দিয়ে তাকিয়ে থাকবেন আকাশে
বাবার জন্য কী ঘর বানাবো?
মা নামাজ পড়বেন কোথায়?
আমরা দাঁড়িয়ে যাবো বিচ্ছিন্ন বারান্দায়
বাবা দেখবেন মা দেখবেন কিন্তু ছুঁতে পারবেন না।

আলম মাহবুব
শবরী বালিকা

উঁচা উঁচা পর্বতে হেঁটে গেছে কাহ্নপার শবরী বালিকা
কেউ কি রেখেছে তার খোঁজ
গুঞ্জার মালায় কি এমন জাদু ছিল
নাকি বুক ভরা কষ্টের খোঁপায় ছিল অভিমানের আগুন

আকাশ হতে রঙধনু নেমে এলে
বৃষ্টির দ্যুতি ছড়ায়
কার্পাস ফোটার মৌসুমে
বুকের সদর দরজায় কড়া নাড়ে ন্যাড়া ব্রাহ্মণ
কাহ্নপার চোখে জল ছিল কি
ছায়ার ঘ্রাণে দূরপথ কেন একা হাঁটে সে

বসন্ত এলে শবরী বাড়ির আঙিনায় কার্পাস ফোটে।

গোলাম রব্বানী
আসল সংস্কার দায়বদ্ধতায়

এ কেমন তুমি, হাততালি দাও জোড়াতালি দিয়ে;
ছোটখাটো ফুটোগুলো যেই সেই বড় হবার আনন্দতে-
কেউ বলে স্বাধীনতা, কেউ অভ্যুত্থান, কেউবা বলে বিপ্লব;
হে স্বদেশ তুমি বুঝি উভচর প্রকৃতির সবুজ প্রকৃতি?

এ কেমন তুমি! তোমার নাম কী? একাত্তর নাকি চব্বিশ!
বায়ান্নর দীর্ঘশ্বাস কাটতে বসেছে বুঝি জেন জি'র!
পুঁজিবাদী সংস্কারের কান্ডারি হুশিয়ার কী বিপ্লবীদল?
এই গাঠনিক অথবা কাঠামোগত দূর্বলতা-
এতো বিশাল চ্যালেঞ্জ!

এ কেমন তুমি? অধ্যাদেশ বুঝি না! সুপারিশ বুঝি না!
জনতার মতৈক্য বুঝি না রাজনৈতিক মতৈক্য মরুক গিয়ে-
পরিবর্তন! তর্ক-বিতর্ক ও বাগবিতন্ডা- অনিবার্য পরিণতি!
মৌলিক বিধিবিধান বিনষ্ট সময়ের সফল নৈরাজ্য!

এ কেমন তুমি? মৃতশিক্ষা গড়ে তোলে মৃত্যুউপত্যকা!
মব অথবা মব জাস্টিস: হে ন্যায্যতা বিলম্বিত অন্যায্যতা!
সময়ের এ এক গভীর বিষণ্নতা;
জনমানস পতিত রঙ্গভূমে।
ভরে পেট ষোলআনায় দুষ্টুচক্রের; মানুষের ভাগ্য নাচে দায়বদ্ধতায়!

শ্যামল বণিক অঞ্জন
শুদ্ধ নগর গড়বো

একটা শুদ্ধ নগর গড়বো কোন একদিন-
সেখানে পরিবেশের সভ্যতায় বাঁধবো বসতি,
কাটাবো নিরেট পরিচ্ছন্ন জীবন আমৃত্যু
আমার নগরে আমি প্রজা, তুমি রাজাধিরাজ।
থাকবে না কোন অনাচার, মিথ্যে বেসাতির গল্প,
প্রবঞ্চনা আর প্রতারণার কুটকৌশল,
থাকবে না হানাহানি আর রক্তপিপাসুর বসবাস,
আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়বে না কারো কানন
থাকবে না শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্রতার নিপীড়ন।

একটা শুদ্ধ নগর গড়বো আমি কোন একদিন-
যেখানে প্রতিটি ঘর হবে স্বর্গ, থাকবে সুস্থ সমাজ
আমার নগর হবে ন্যায় নীতি আদর্শের প্রতীক,

যেখানে প্রজন্ম দাঁড়িয়ে থাকবে পাহারায়!

ফারুক-ফাহিমের ঘটনায় লজ্জিত খালেদ মাহমুদ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এবারের বিপিএলের শুরু থেকেই চার-ছক্কার ধুম লাগলেও আলোচনায় অবশ্য মাঠের বাইরের ঘটনা। বিসিবির কর্মকাণ্ড নিয়েই বরং বেশি সরগরম। সর্বশেষ যে ঘটনা নিয়ে মাঠের বাইরের মাঠ গরম তা হচ্ছে, বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ ও পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিমের দ্বন্দ্ব।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিসিবিকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন ফারুক-ফাহিম।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের একসঙ্গে পথচলার পথটা বেঁকে যেতে বসেছে। টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে বিসিবি সভাপতি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেন ফাহিম। অবশ্য সেই ভুল-বোঝাবুঝির মিটমাট হয়েছে বলে জানান সভাপতি ফারুক।

তবু সেই ঘটনার রেশ এখনো শেষ হয়নি।

ফারুক-ফাহিমের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন খালেদ মাহমুদ সুজন। বিসিবির পরিচালক ফাহিমের মধ্যে লোভ-লালসার ইঙ্গিত পাচ্ছেন বলে জানান তিনি। সঙ্গে এমন ঘটনায় লজ্জিত হয়েছে বলেও জানান তিনি। সিলেটে সংবাদমাধ্যমকে ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ বলেছেন, 'আবার কালকের একটা ঘটনা দেখলাম ফারুক ভাই-ফাহিম ভাইয়ের দ্বন্দ্ব যে দুজনই সাবেক ক্রিকেটার তাদের কেন ইগোর প্রবলেম হবে।

তারা তো ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্যই আসছেন। তারা যখন আসছেন তখন তো অনেক কমিটমেন্ট আমি দেখছিলাম। বিশেষ করে ফাহিম ভাই তো বলছিলেন, উনি অনেক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করছেন, দেখছেন। চিন্তা করছেন। তো সেগুলো আমি এখন দেখতেছি না।

এখন দেখতেছি লোভ-লালসার মতো হয়ে যাচ্ছে যে আমি অপারেশনস না পাইলে আমি কাজ করব না, পদত্যাগ করব। এটা তো লোভ-লালসা।'

কাজ করতে হলে কেন ক্রিকেট অপারেশন্স লাগবে সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খালেদ মাহমুদ। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খানের তুলনা টেনে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় কেন এই লোভ-লালসা তাদের মধ্যে আসে। আমার ক্রিকেট অপারেশনস নিতে হবে কেন? আমি যদি অন্য কমিটির চেয়ারম্যান হই, সেখানে সার্ভ করতে পারব না কেন?...আমার কেন থাকতেই হবে যে না আমিপাব। উনি কি ক্রিকেট অপারেশনসের মাস্টার? উনার আগে তো আকরাম ভাই ক্রিকেট অপারেশনসের মাস্টার। উনি চাইতে পারেন। কারণ আকরাম ভাই বাংলাদেশের ফরমার ক্যাপ্টেন এবং অপয়ারেশনসের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাহলে উনি কেন বলতেছেন অপারেশনস ছাড়া হবেই না।'

ফারুক-ফাহিমের দ্বন্দ্বের কারণ ইগো বলে মনে করেন খালেদ মাহমুদ। সঙ্গে দুজনের এমন ঘটনায় লজ্জিত জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'এটা তো ইগোর ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। ফারুক ভাই-ফাহিম ভাই, আমার মনে হয় ইগোর প্রবলেম। সত্যি কথা বলতেছি, এটা কী হচ্ছে আই ডোন্ট নো। এতগুলো অল্প ডিরেক্টর দিয়ে ফারুক ভাইয়ের জন্য বোর্ড চালানো কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা কেন ফারুক ভাই নতুন ডিরেক্টরদের নিচ্ছেন না, যাদেরকে উনারা নিতে চান, তাদের নিয়ে নিলেই পারেন।'

খালেদ মাহমুদ আরো বলেছেন, 'যখন তাদের এই মনোভাব দেখি তখন খারাপ লাগে। দুজন সিনিয়র মানুষ আমরা যাদের অনেক রেসপেক্ট করি, ফারুক ভাই ও ফাহিম ভাই- বোথ আমাদের রেসপেক্টেড মানুষ এবং ক্রিকেটার। তাদেরকে যখন এমন দেখি ক্রিকেটার হিসেবে লজ্জিত হই আসলে আমরা কি ক্রিকেটাররা এত বেশি লোভী নাকি? ওয়ার্কিং কমিটি হয় নাই- এটা তাদের ব্যর্থতা।'

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সাকিব-তামিম!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সাকিব আল হাসানকে খেলানোর চেষ্টার কথা জানিয়েছেন খোদ বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ। সে জন্য অনেক কাঠখড় পোড়ানোর ব্যাপার থাকলেও তা একদমই নেই তামিম ইকবালের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি আদৌ খেলতে চান কি না, সেই প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনো উত্তর এখন পর্যন্ত নেই। না থাকলেও বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পরিকল্পনায় আছেন এ দুই তারকা ক্রিকেটারই।

আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে আইসিসিতে অংশগ্রহণকারী আট দেশের দল জমা দিতে হবে। সে জন্য আপাতত ১৯ ক্রিকেটারের যে তালিকা করেছেন নির্বাচকরা, তাতে সাকিবের পাশাপাশি তামিমও আছেন বলে জানিয়েছে বিসিবির একটি সূত্র।

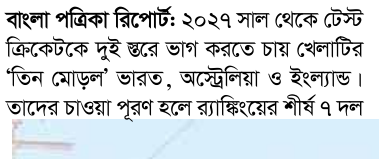
১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। বিসিবি ১২ জানুয়ারি নিজেদের দল জমা দেবে বলে জানা গেছে।

যদিও প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন এখনই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে সূত্র নিশ্চিত করেছে, সাকিব-তামিম ছাড়াও অভিজ্ঞ দুই ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদ উল্লাহও আছেন ১৯ সদস্যের খসড়া দলে। নতুন কোনো চমক নেই।

মূলত ওয়ানডে দলের নিয়মিত পারফরমাররাই সুযোগ পেয়েছেন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য প্রস্তাবিত দলে।

তবে এক নির্বাচক জানিয়েছেন, দল গঠনে বিপিএলের কয়েক রাউন্ডের পারফরম্যান্সকেও মূল্যায়ন করবেন তাঁরা। নিয়মিত ওয়ানডে যাঁরা খেলেন, তাঁদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ফিফা ফুটবল চালায়, আইসিসিকে ক্রিকেট চালাতে হবে'



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ২০২৭ সাল থেকে টেস্ট ক্রিকেটকে দুই স্তরে ভাগ করতে চায় খেলাটির 'তিন মোড়ল' ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। তাদের চাওয়া পূরণ হলে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৭ দল নিজেদের মধ্যে খেলবে, বাকি ৫ দল থাকবে দ্বিতীয় স্তরে।

দুই স্তরের কাঠামো নিয়ে এ মাসেই আইসিসির সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই), ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোডের্র (ইসিবি)।

শেষ পর্যন্ত কী হবে, তা জানতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে এ খবর শোনার পর সাবেক ক্রিকেটাররা ক্ষুব্ধ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডের পর এবার এ নিয়ে মুখ খুলেছেন আরেক ক্যারিবীয় কিংবদন্তি মাইকেল হোল্ডিং। 'তিন মোড়লের' দ্বিস্তর চালুর পেছনে তিনি আইসিসির দুর্বলতাকেই বড় কারণ মনে করছেন।

টেস্টে দ্বিস্তর কাঠামো নিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ হোল্ডিংয়ের একটি কলাম প্রকাশ করেছে। যার শিরোনাম: টেস্ট খেলুড়ে ছোট দলগুলো শিগগিরই অদৃশ্য হয়ে যাবে-তবে আমার কাছে একটি সমাধান আছে। সেই কলামেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক পেসার দাবি করেছেন, ফিফা বিশ্ব ফুটবলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও বিশ্ব ক্রিকেট আইসিসির নিয়ন্ত্রণে নেই।

৭০ বছর বয়সী হোল্ডিং তাঁর কলামে লিখেছেন, 'যখন ইংল্যান্ড, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া নিজেদের মধ্যে সফর করবে, তারা (বিপুল) অর্থ উপার্জন করবে। অথচ কোন দল কখন কোন দেশ সফর করবে, তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের ঠিক করার কথা। কিন্তু তাদেরকে (আইসিসি) এতটাই দুর্বল মনে হচ্ছে যে তা করতে পারছে না। তাদের কিছুটা শক্ত হতে হবে। তাদেরই একটি সঠিক সময়সূচি নির্ধারণ করতে হবে এবং বলতে হবে, "আমরা যেভাবে সূচি তৈরি করেছি, সেভাবেই সবকিছু হতে হবে।" কিন্তু মানুষ যেমনটা ভাবে, তারা তেমনটা করে না।'

হোল্ডিং আরও লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত বা যে কেউ বলবে, "ওহ, আমি তো ওই দেশে যাচ্ছি না। এটা সময়ের অপচয়। আমি কেন যাব?" এটা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। অনেক ভুলত্রুটির পরও ফিফা অন্তত ফুটবল চালায়। আইসিসিকেও অবশ্যই ক্রিকেট চালাতে হবে।'

১৯৭৯ বিশ্বকাপজয়ী এই কিংবদন্তি টেস্টের দ্বিস্তর কাঠামোর সরাসরি বিরোধিতা করেননি। তবে তাঁর চাওয়া, এমন কিছু চালু করা হলে যেন উত্তরণ-অবনমনের ব্যবস্থা থাকে, 'যদি উত্তরণ-অবনমন না থাকে, তাহলে শীর্ষ স্তরের দলগুলোই শুধু অর্থ উপার্জন করতে থাকবে। নিচের স্তরের দলগুলো আরও গরিব হয়ে পড়বে এবং একসময় অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওরা (তিন মোড়ল) হয়তো এটাই চায়। আমি একটি ধারণা পেয়েছি–যে দেশগুলোর প্রচুর অর্থ রয়েছে, তারাই খেলাটি চালিয়ে যেতে চায় এবং সম্ভবত এটিকে আরও খারাপ করতে চায়।'

সমাধান হিসেবে হোল্ডিং লিখেছেন, 'যদি প্রথম স্তরের দেশগুলো দ্বিতীয় স্তরের দেশে খেলতে যায়, তাহলে তারা ভালো অথের্র বিনিময়ে টেলিভিশন-স্বত্ব বিক্রি করতে পারে। এতে তারা তাদের খেলোয়াড়দের একটু ভালো বেতন দেওয়ার সুযোগ পাবে। যদি তারা (তিন মোড়ল) পুরো ক্রিকেটাঙ্গনের ভালো চায়, তাহলে তাদের সেই পথেই হাঁটতে হবে।'





অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR
Multiservices Inc
মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা বা কোন বড় ব্যবসা কুশল বিনিয়োগ মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

মাত্রাত্র ১ মিলিয়ন বা তদুর্ধ্ব ২ জন ভাল বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিদেশের এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে চলাচলের সাহে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন জোপনীয় মামলা/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ জনার বুঝিয়া নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যারাইঞ্জেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্লিপ ফল দুর্ঘটনা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য জন্য
- অ্যাকোর্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিয়াল প্রয়োগ বা প্রেসক্রাইব না পাওয়া
- কর্মস্থলে ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইনজুরেন্স কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, গ্রাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর গ্রাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পণ্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিশ্বস্ত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এম এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

banglapatrikausa@gmail.com
সফলতার ২৮ বছর বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com
(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave.
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ঃঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।
ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।
যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০
ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪,
৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।
ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.
Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or
email:
kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:

GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes ‹ mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

ভয় করুন সেই দিনকে যেদিন আপনার সুপ্রিয় অঙ্গ-প্রতংগগুলো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। আজ আপনি আপনার যেই অঙ্গগুলোর পরম যত্নে মেতে উঠেছেন, অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে দৌড়াচ্ছেন, সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করছেন, কসমেটিকস দিয়ে নানাভাবে সাজাচ্ছেন এই সমস্ত অঙ্গ-প্রতংগগুলো কাল হাশরের ময়দানে আপনার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে। মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা এগুলোর জবান খুলে দিবেন। সেদিন এরা আপনার মর্জির বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কথা বলবে। সেই স্বাক্ষ্য আপনার বিরুদ্ধেও হতে পারে আবার পক্ষেও হতে পারে। ভাল করলে ভালো স্বাক্ষ্য দিবে, মন্দ করলে হুবহু তা ধরে তুলবে।

আপনার প্রিয় মুখ! যার দ্বারা গলাবাজি করেছেন, সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পৃথিবীর মানুষদের ঠকিয়েছেন, গিবত, পরনিন্দা,পরচর্চা করেছেন, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, কত নিরপরাধ মানুষের গায়ে মিথ্যার ট্যাগ লাগিয়েছেন, সম্মানিত মানুষদের অপমাণিত করেছেন। আপনার মুখের কারণে প্রতিবেশীরা সারক্ষণ তটস্ত্র থেকেছে। আপনার মুখ থেকে বাঁচার জন্য তারা আপনাকে এড়িয়ে চলেছে। আপনার একটি কথার কারণে কত মানুষ দূর্ভোগের শিকার হয়েছে। মিথ্যার অপবাদ নিয়ে সারাজীবন কষ্টে কাটিয়েছে।

আপনার প্রিয় পা! যার দ্বারা নেচে নেচে অন্যের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছেন কতসব বৈধ সীমা। অন্যের সীমানা প্রাচীর লঙ্ঘন করেছেন। হেঁটে গেছেন কত সব কু-কাজে। আরো কতভাবেই না এই সুন্দর দুটো পা'কে অবৈধ কাজে ব্যবহার করেছেন।

আপনার হাত, হায়রে প্রিয় ও সুন্দর দু'টো হাত! বৈধ-অবৈধ সব লুটে নিয়েছেন দু'হাতের নাগালে যা পেয়েছেন। মজলুমের উপড় আপনার দু'খানা হাত কত বারই না উঠে এসেছে। অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করেছেন। সব জায়গায় কথার আগে আপনার হাত দুটো বেশী চলতো। গায়ের জোরে দু'খানা হাতকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করেছেন খুব বেশী।

আপনার এই প্রিয় জিনিসগুলো না কি কাল হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর বিচারালয়ে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? হ্যাঁ,সত্যি আপনার এই প্রিয় অঙ্গগুলো আপনারই বিরুদ্ধে কাল আল্লাহর আদালতে স্বাক্ষী দিবে। আল কুরআন এই সত্যতা প্রকাশ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন," আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।"(সুরা ইয়াসীন: ৬৫)

মানুষের মুখ খুব দ্রুততম একটি যন্ত্র। সারাদিন বক্‌বক্‌ করতেই থাকে। সত্য-মিথ্যার কোন পার্তক্য ছাড়াই নিজের স্বার্থের জন্য যা মনে চায় তা সে বলতেই থাকে। এমনকি বলতে বলতে তার মুখ এতটাই দু:সাহসিক হয়ে উঠবে যে, হাশরের মাঠে মহার আল্লাহর বিচারালয়ে গিয়েও

আমার আমলই আমার প্রধান ভরসা

জাফর আহমাদ

নিজেকে রক্ষার জন্য সত্য-মিথ্যা বলতে থাকবে। সেদিন এসব উদ্ধত অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং আমলনামার নির্ভুলতাও মেনে নেবে না, তাদের ব্যাপারে এ ফয়সালা দেয়া হবে। তখন আল্লাহ হুকুম দিবেন, ঠিক আছে তোমাদের বাজে কথা বা বকবকানি বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রতংগ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়।

উল্লেখিত আয়াতে কেবলমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষ্যদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে তাদের চোখ, কান, জিহ্বা এবং শরীরের চর্মও তাদেরকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলো পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে দেবে।

যেমন সুরা নুরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।"(সুরা নুর:২৪)

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিবো এবং উল্লেখিত সুরা নুরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, এদের কণ্ঠ সাক্ষ্য দিবে। এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে তাফসীরকারকগণ সামঞ্জস্য বিধান করছেন এভাবে যে, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষ্যদান অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ট লোকেরা তাদেরকে কোন কোন কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন ধরণের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিতনা সৃষ্টি করেছিল, কি কি কথা বলে মানুষের মধ্যে বিভেদের পাহাড় তৈরী করেছিল এবং কোন কোন সময় তাদের মাধ্যমে কোন কোন কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে।

অর্থাৎ মুখ তখন আর তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এটিকে পূর্ণভাবে স্বাধীন করে দেয়া হবে এবং সে যা সত্য তা স্বতস্ফূতভাবে বলার শক্তি দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"(সুরা হা-মীম আস সাজদা:২০)

আমার শ্রুতিমধুর কান। যার দ্বারা ভাল কথা কোনদিন শুনেনি। আর শুনলেও পরক্ষণই অন্য কান দিয়ে তা বের করে দিয়েছি। নয়নাভিরাম দু'টো চোখ। পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখার জন্য আল্লাহর দেয়া এই নিয়ামতটির ওপর কতই না অত্যাচার করা হয়েছে। লোল্যুপ দৃষ্টি থেকে কেহই রেহাই পায়নি। শুকুনের দৃষ্টি দিয়ে সে শুধু মৃত প্রাণীই খুঁজে ফিরেছে। চামড়া, হায়রে আমার স্নেহশীল পরম যত্নের চামড়া তোর জন্য কি না করেছি। কোনদিন অযত্ন অবহেলা করিনি। সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে তোকে ময়লামুক্ত করেছি, মেকআপ দিয়ে নানাভাবে সাজিয়েছি। সুন্দর চামড়া বা অবয়ব দিয়ে অবৈধ জগতটাকে মোহিত করেছি, অবাধে সব ভোগ করেছি। আর এই চামড়া ও চোখ আমার অবাধ্য হয়ে আমার বিরুদ্ধে সত্য স্বাক্ষ্য দান করবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন," তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দিবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না। "(হা-মীম আস সাজদা: ২১-২২)

এ থেকে আরো জানা গেলো, সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও যেসব জিনিসের সামনে মানুষ কোন কাজ করেছিলো তার প্রতিটি জিনিসই কথা বলে উঠবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"পৃথিবী তার ভেতরকার সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে। আর মানুষ বলবে, এর কি হয়েছে। সেদিন সে তার নিজের সব অবস্থার বর্ণনা করবে।"(সুরা যিলযাল:২-৪)

হযরত আবু হুরাইরা রা: বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়ে জিজ্ঞেস করেন: "জানো তার সেই অবস্থা কি?" লোকেরা জবাব দিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ সা: বলেন, "সেই অবস্থা হচ্ছে, যমীনের পিঠে প্রত্যেক মানব মানবী যে কাজ করবে সে তার সাক্ষ্য দিবে। সে বলবে, এই ব্যক্তি উমুক দিন এই কাজ করেছিলো। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যা যমীন বর্ণনা করবে।"(মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি, নাসাঈ) এ ছাড়াও এই সাক্ষ্যের কথা আনাস রা:, আবু মুসা আশ'আরী রা:, আবু সাঈদ খুদরী রা: এবং ইবনে আব্বাস রা: বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম, নাসাঈতে উল্লেখ রয়েছে।

আসলে প্রত্যেক মানুষের কর্মকাণ্ড আল্লাহ সরাসরি জানলেও আখিরাতে যখন তিনি আদালত কায়েম করবেন তখন সেখানে যাকেই শাস্তি দিবেন ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবী পুরোপুরি পালন করেই শাস্তি দিবেন। তাঁর আদালতে প্রত্যেকটি অপরাধী মানুষের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে তার সপক্ষে এমনসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হবে যার ফলে তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কারো কোন বলার অবকাশ থাকবে না। সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তার আমলনামা। সবসময় তার সাথে লেগে থাকা কিরামান কাতেবীন ফেরশতারা তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ রেকর্ড করেছেন। এরপর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আমলানামার প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী দিবে।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND
EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

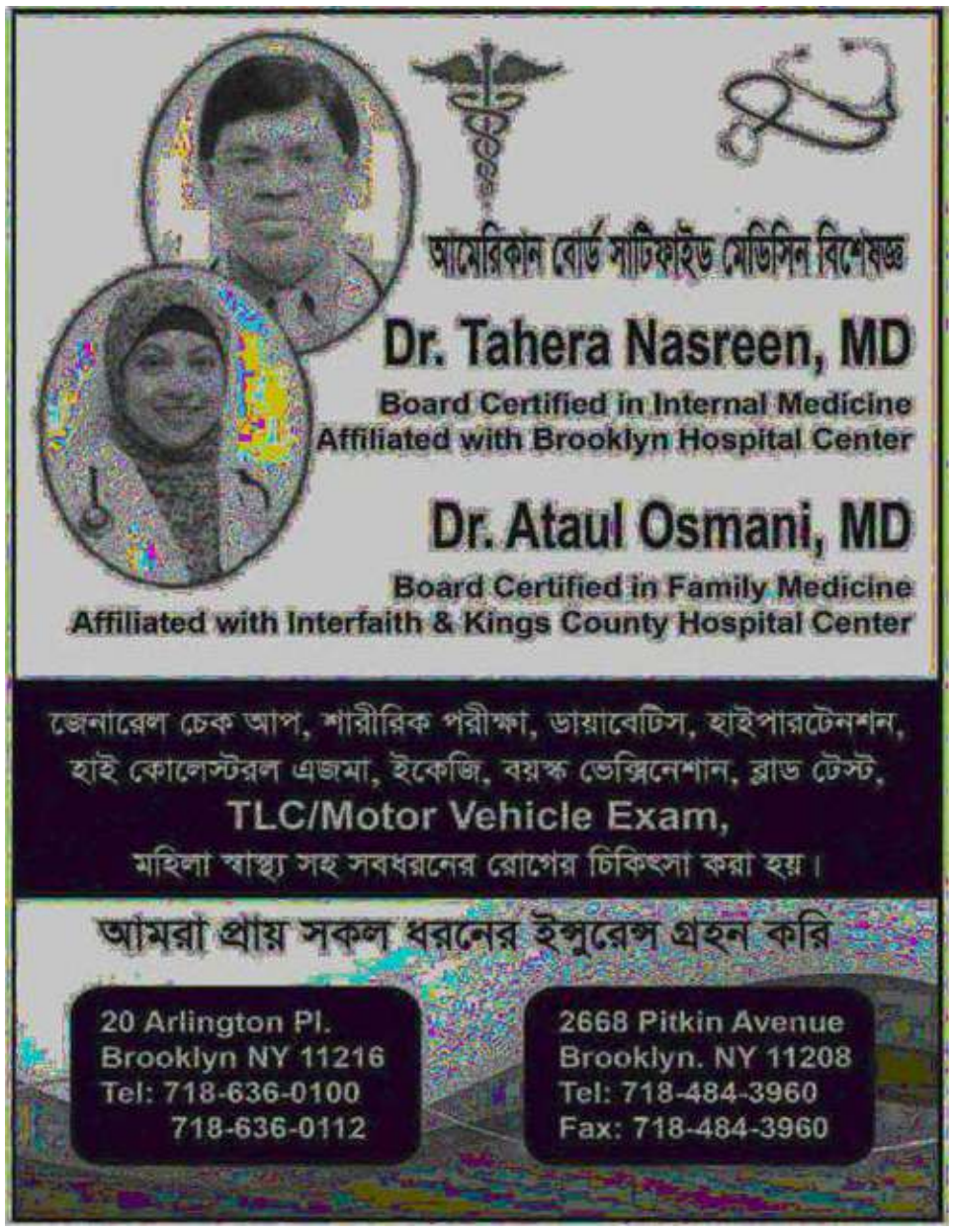
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



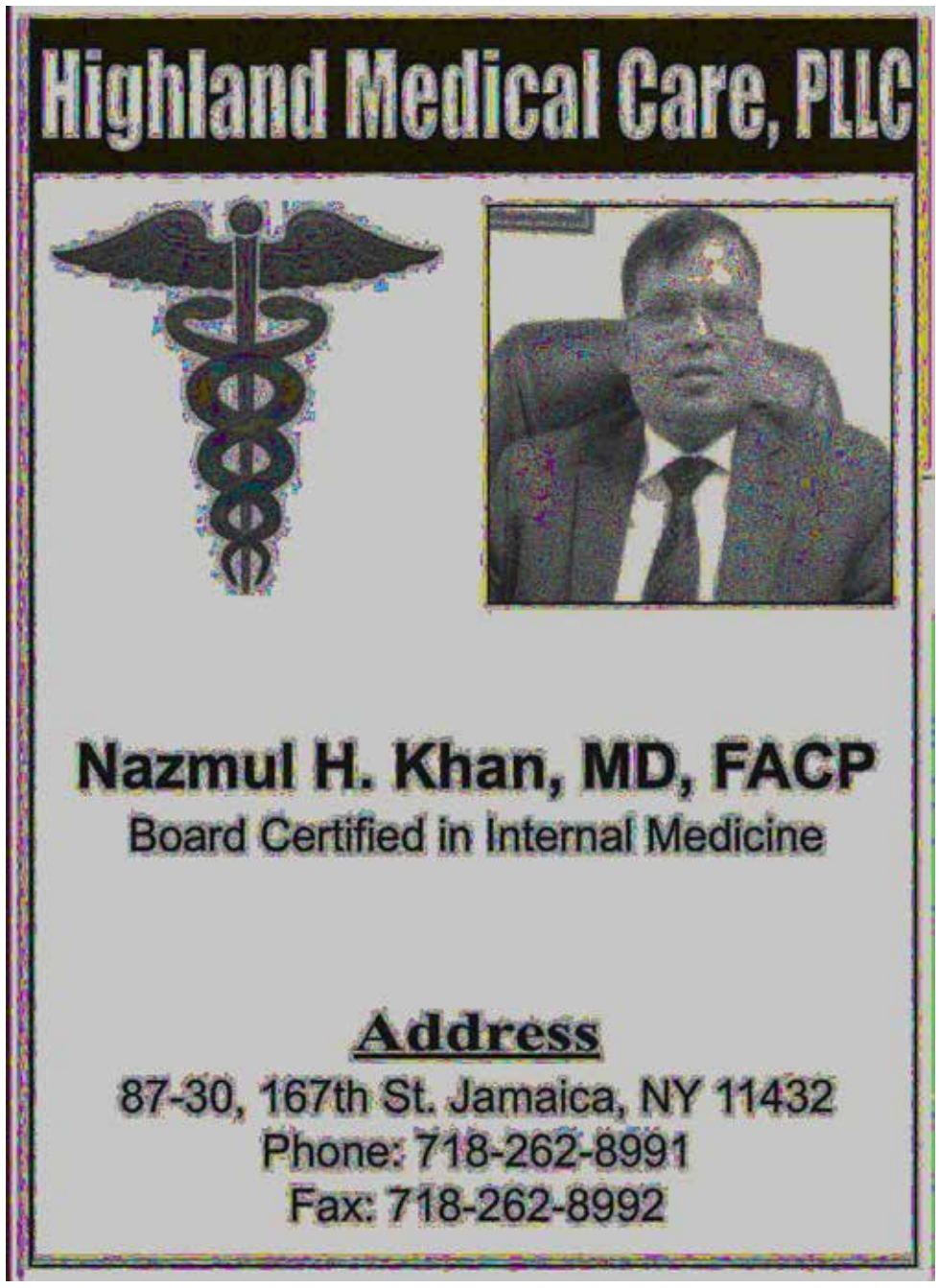
ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com


আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center
Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center
জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112
2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960


MAMUN'S TUTORIAL
: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial
Our Programs:
Summer Program will start from July 5th
SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm
SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm
COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00
Get 25% Discount
sign up by 4th July
Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes
Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090
Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090
Congratulations
to all our Students
who made into
Specialized
High School


Highland Medical Care, PLLC
Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD
Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645





সাধারণ নাগরিকের সংবিধান ভাবনা

কয়েক ছত্র

শেখ মোহাম্মদ নুরনবী

বাংলাদেশে সংবিধানের কী দরকার? কার জন্য দরকার? নাগরিকের জন্য, নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য? যে সংবিধানে দেশের একজন মানুষের জনগণ থেকে নাগরিক হওয়ার সুযোগ নেই, সেই সংবিধান দিয়ে আমরা কী করব? আমরা যখন জনগণ থেকে নাগরিক হতে যাই, তখন নাগরিক অধিকার সামনে আসে। সংবিধানে আমাদের নাগরিক অধিকার আদৌ আছে? উত্তর জানতে চাইলে সবাই আমরা বলব অবশ্যই আছে। কিন্তু আসলেই কি আছে? চলুন একটু খতিয়ে দেখি।

সংবিধানে 'চিকিৎসা' আমাদের মৌলিক অধিকারগুলোর একটা অন্যতম অধিকার। এখন একজন নাগরিক চিকিৎসা পেল না অথবা অপচিকিৎসা পেল অথবা চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। সেই নাগরিক কি রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে? রাষ্ট্র বা সরকার কি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে তার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে পারবে? উত্তর হলো, না। তাহলে এই সংবিধান জনগণ বা নাগরিকদের কী কাজে লাগবে? যত দিন পর্যন্ত নাগরিক অধিকারে কোনো গ্যারান্টি ক্লজ থাকবে না, যত দিন পর্যন্ত সংবিধানে রাষ্ট্র বা সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে না, তত দিন এই সংবিধান সাধারণ মানুষের কোনো কাজে আসবে না। এটা থাকা আর না-থাকা সমান কথা।

বিএনপি ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই সংবিধান সংস্কার করবে না। কারণ, এই সংবিধান মূলত তাদের রাজনীতির নামে অপরাজনীতি করার একমাত্র সনদ। তারা সবকিছুই করতে পারবে সংবিধানের দোহাই দিয়ে। একজন প্রধানমন্ত্রীর হাতে সব ক্ষমতা এই সংবিধান দিয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে রাখা হয়েছে মূলত ওপর নির্ভরশীল করে। এভাবেই সংবিধান ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। বলা যায়, বর্তমান সংবিধান ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। এই সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী যত আকাম-বদকামই করুক, কোনোভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী না চাইলে কোনো মন্ত্রী-এমপির বিচার করা যাবে না। আর তাই ক্ষমতাপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান সংস্কার বা সংশোধন চায় না। সংবিধান তাদের রাজনীতির একমাত্র রক্ষাকবচ। সংবিধান তাদের কমফোর্ট জোন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সংবিধানের কোনো সম্পর্ক নেই।

রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যে আওয়াজ তুলেছে টুকটাক সংস্কার করে যেন দ্রুত নির্বাচন দেওয়া হয়। ভোটে জিতে যে দল সরকার গঠন করবে, তারা নাকি সংবিধান সংস্কার করবে। এটা একটা তামাশার আলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত, সরকার গঠনের পর সরকারের জন্য যা যা ভালো সেভাবেই সংবিধান পরিমার্জন বা সংশোধন হবে। এটাই বাস্তবতা। দ্বিতীয়ত, যারা সংবিধানের আলোকে দেশ পরিচালনা করবে, তারাই যদি সংবিধান সংস্কার করে, সেটা যেমন নির্মোহ নির্ভেজাল সংবিধান হবে না, তেমনি বৈধতাও পাবে না। সংবিধান সংস্কার হতে হবে সর্বস্তরের জনতার রায়ে।

বিএনপি তার ৩১ দফায় কিছু সংস্কারের আলাপ তুলছে। পরপর দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা হবে। মোটা দাগে এই দুইটা সাংবিধানিক সংস্কার উল্লেখযোগ্য। এটা বিএনপির একটা রাজনৈতিক চাতুর্য। বিএনপি সত্যিই যদি যুগোপযোগী সংস্কার চায় এবং দেশকে সংবিধানের আলোকে এগিয়ে নিতে চায়, তাহলে বিএনপিকে বলতে হবে এ দেশে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী বা এমপি হতে পারবেন না।

বলা যায়, বর্তমান সংবিধান ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। এই সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী যত আকাম-বদকামই করুক, কোনোভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী না চাইলে কোনো মন্ত্রী-এমপির বিচার করা যাবে না। আর তাই ক্ষমতাপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান সংস্কার বা সংশোধন চায় না।

দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী বা এমপি হওয়ার সুযোগ যদি না থাকে তাহলে দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যিনি প্রধানমন্ত্রী বা এমপি হবেন তিনি এমনভাবে দেশ চালাবেন যেন এটাই তাঁর জীবনের শেষ সুযোগ। এতে একদিকে যেমন দেশে অপরাজনীতি এবং দুর্নীতি দুটোই অনেকাংশে কমে যাবে, অন্যদিকে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তরুণেরা দেশ চালানোর সুযোগ পাবে। তরুণদের হাতে যখন দেশ চালানোর স্টিয়ারিং থাকবে, তখন দেশ থেকে ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট, পাচার, কাজে স্থবিরতা, অবিচার, অপরাজনীতি অনেকাংশেই কমে যাবে। তরুণদের রক্ত এখনো পুরোপুরি দূষিত হয়ে যায়নি। তরুণদের প্রতিই আমাদের আস্থা, তরুণেরাই আমাদের শেষ ভরসা।

দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের চাওয়া, দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে ভোটাভুটির মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার হোক। এমন একটা সংবিধান রচিত হোক, যাতে দল-মতনির্বিশেষে দেশের প্রত্যেক মানুষ যেন সুরক্ষা পায়। রাজনৈতিক সরকারগুলো জবাবদিহির আওতায় আসুক। নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো সেই সংবিধান সমুন্নত রাখুক। রাজনৈতিক সরকারগুলোর প্রয়োজনমতো সংবিধান কাটাছেঁড়া চিরতরে বন্ধ হোক।

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy



আপনি একজন ইউ এস সিটিজেন । ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনি আপনার বোনের জন্য আবেদন করতে পারেন । উল্লেখ্য যে ইউএস সিটিজিনের স্পাউস মা-বাবা এবং ২১ নিম্ন বয়সী অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাৎ আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হন ।এই সাক্ষাৎ আত্মীয়দের জন্য কোন অপেক্ষার সময় নাই ।কিন্তু ইউ এস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন। আর এই ক্যাটাগরির অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক ১০ বছরের বেশি

এ ব্যাপারে বিশেষভাবে জানতে এবং প্রয়োজনবোধে অথবা আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

কুইন্স থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্ন:-



আজকে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে কে ওয়ান ভিসা সম্পর্কে ।কে ওয়ান ভিসা কি ধরনের ভিসা? এবং এই ভিসার শর্ত সমূহ সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে জানতে আগ্রহী আমি। বিশেষভাবে উপকৃত হব যদি এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার বিশেষ পরামর্শ লাভ করি।

এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর:- কে ওয়ান ভিসা হচ্ছে এমন ধরনের ভিসা যদি কেউ বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কোন বিদেশি ফিয়াসিকে নিয়ে আসতে চান। তার জন্য কে -১ ভিসার আবেদন করতে হবে। বৈধ কে ওয়ান ভিসায় আপনার বিদেশি ফিয়াসে ইউএসএ আসতে পারবেন । এবং আপনার সঙ্গে বসবাস করতে পারবেন । এই ভিসার মেয়াদ থাকে নব্বই দিন। আর এই ৯০ দিনের মধ্যেই বিয়েও করতে হবে। সরকারিভাবে কে ওয়ান ভিসা হচ্ছে সাময়িক এবং শর্ট টাইম ভিসা ।কে ওয়ান ভিসাধারীরা ইউএসএ তে ৯০ দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না। যদি বিদেশি ফিয়াসে ৯০ দিনের মধ্যে ইউ এস সিটিজেনকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হন। তবে তাকে বৈধভাবে এ দেশ ত্যাগ করতে হবে ।

কে ওয়ান ভিসার শর্ত সমূহ :-

কে ওয়ান ভিসার স্পন্সর কারিকে অবশ্যই ইউ এস সিটিজেন হতে হবে। গ্রীন কার্ডধারীরা কে ওয়ান ভিসায় কোন ফিয়াসেকে স্পন্সর করতে পারবেনা। তাদের উভয়কে বিবাহযোগ্য হতে হবে। আর বর্তমানে তাদের উভয়কে অবিবাহিত হতে হবে ।আগে তাদের বিয়ে হয়ে থাকলেও এই বিয়ের আগেই তাদের বৈধ ডিভোর্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এবং সেটা উপস্থাপন করতে হবে । কিংবা মারা গেলেও সেই মৃত্যুর সার্টিফিকেট উপস্থাপন করতে হবে। সম লিঙ্গের ভিসাধারীরাও কে ওয়ান ভিসা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এমনকি তাদের নিজ দেশে সম লিঙ্গের বিয়ে নিষিদ্ধ থাকলেও। ছবি ফ্লাইট এসবের তথ্য হোটেল রিজার্ভেশন এর প্রমাণপত্র সহ তাদের সম্পর্কের প্রমাণ প্রদর্শন করতে হবে । বন্ধু ও সহকর্মীদের চিঠি ইমেইল দিয়েও সম্পর্ক প্রমাণ করা যাবে । ভিসা ফরম দাখিল করার আগে তারা দুই বছর সময়ের মধ্যে কমপক্ষে একবার মিলিত হয়েছেন এমন প্রমাণ দেখাতে হবে (চরম দুঃসময় কিংবা সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় বিধি নিষেধ ব্যতিক্রমে)। কে ওয়ান ভিসার আবেদন করতে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে যোগ্য ইউএস সিটিজিনের আই ১২৯ এফ ফরম ফাইল করতে হবে । আবেদনের সঙ্গে সহায়ক প্রমাণাদি দিতে হবে।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারি ২০২৫ ভিসা বুলেটিন : -

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডি ও এস) জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০২৫ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

ফাইনাল একশন ডেট বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএস সিআইএস /ডিওস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর প্রেফারেন্স :-

প্রথম:- (এফ ১) ইউ এস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা নভেম্বর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয় :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ, (এফ ২ এ) :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান:- জানুয়ারি ১, ২০২২।

বি,(এফ ২ বি) :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান ২১ বছর বা তদূর্ধ বয়সী। মে ২২, ২০১৬।

তৃতীয় :- (এফ ৩) :- ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা:- জুলাই ১, ২০১০।

চতুর্থ :- (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়সী ইউএস সিটিজেনদেন ভাই বোন। আগস্ট ১, ২০০৭।

এ সম্পর্কে পারিবারিক এবং চাকুরী ভিসার বিষয়ে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com
Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

অপরাধ হ্রাস হলেও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

২০২৪ সালে সাবওয়েতে অপরাধ অনেকটা কমেছে।

সাম্প্রতিক কিছু হত্যাকাণ্ড ও হামলা জনমনে ভয় সৃষ্টি করেছে। ২২ ডিসেম্বর কনি আইল্যান্ডে এক নারীকে অগ্নিসংযোগে তার মৃত্যু এবং সাবওয়ে স্টেশনে এক যাত্রীকে ট্রেনের নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলার ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাবওয়েতে অপরাধের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৫.৪ শতাংশ কমেছে এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪ সালে সাবওয়ে সিস্টেমে ১০টি হত্যাকাণ্ড রেকর্ড করা হয়েছে। এটি ১৯৯৭ সালের পর সবচেয়ে বেশি। যদিও মোট অপরাধের সংখ্যা অনেক কমেছে, তবুও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বেশ উদ্বেগজনক। বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। ২২ ডিসেম্বর ব্রুকলিনের কনি আইল্যান্ডে এফ ট্রেনে একজন গৃহহীন মহিলা ডেব্রিনা কাওয়াম যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। সন্দেহভাজন খুনির বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির হত্যাকাণ্ড এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সাবওয়ে স্টেশনে ৪৫ বছর বয়সী জোসেফ লিনস্কিকে এক ব্যক্তি একটি ট্রেনের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার এবং আক্রমণের অভিযোগ আনা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ১৪তম স্ট্রিটে দুটি ট্রেনে এক যাত্রীর ওপর ছুরিকাঘাত করা হয় এবং পরের দিন ব্রঙ্কসে পেলহাম পার্কওয়ে স্টেশনে এমটিএ পরিষ্কার কর্মী কেও ছুরিকাঘাত করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে যে একজন পুরুষ, যার ৮০টিরও বেশি পূর্ববর্তী গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, এ দুটি হামলার জন্য সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।

গত ৬ জানুয়ারি নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিসচ এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, ২০০ পুলিশ কর্মকর্তাকে 'বিশেষ ট্রেন প্যাট্রোল' পরিচালনার জন্য সাবওয়ে সিস্টেমে পুনঃনিয়োগ করা হবে এবং শহরের ৫০টি সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ স্টেশনেও পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হবে।

তিনি আরো বলেন, সাবওয়ে সিস্টেম সব সময় নিউইয়র্ক সিটির জননিরাপত্তা অনুভূতির একটি বারোমিটার হবে। অপরাধের পতন গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখনো অনেক কিছু করতে হবে, কারণ মানুষ আমাদের সাবওয়ে সিস্টেমে নিরাপদবোধ করছে না। এই সুরক্ষা কৌশলগুলোর মধ্যে থাকবে প্ল্যাটফর্মের সীমানা সংরক্ষণের জন্য ১০০টি স্টেশনে 'ফেন্স' স্থাপন এবং সাবওয়ে ট্রেনের কাছে পুলিশ উপস্থিতির বৃদ্ধি।

এছাড়া মেট্রোপলিটান ট্রানজিট অথরিটি (এমটিএ) আগামী পাঁচ বছরে ১০০টি স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ফেন্স ইনস্টল করার পরিকল্পনা করছে, যদিও প্ল্যাটফর্মের ডিজাইন এবং নির্মাণ সমস্যা থাকার কারণে পুরোপুরি প্ল্যাটফর্ম ডোরস ইনস্টল করা সম্ভব হয়নি। যদিও এই ঘটনার পর সাবওয়ে সিস্টেমে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তবুও প্রতিদিন কোটি কোটি যাত্রী সাবওয়ে ব্যবহার করছেন এবং অধিকাংশই সতর্ক থাকার অভ্যস্ত। নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ে সিস্টেমে অপরাধের হার সামগ্রিকভাবে কমলেও সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার কারণে নিরাপত্তা নিয়ে জনগণের উদ্বেগ বেড়েছে। যদিও পরিসংখ্যান অনুযায়ী বড় ধরনের অপরাধে পতন ঘটেছে, তবুও হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য সহিংসতা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ এবং মেট্রোপলিটান ট্রানজিট অথরিটি (এমটিএ) বেশ কিছু নতুন নিরাপত্তা কৌশল প্রবর্তন করার পরিকল্পনা করছে, যেমন বিশেষ ট্রেন প্যাট্রোল, প্ল্যাটফর্ম ফেন্স স্থাপন এবং পুলিশ উপস্থিতি বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ সোসাইটিকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্টরা মনে কর ছেন।

জানা যায়, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন তৎকালীন সভাপতি-সম্পদকের বাসার লিভিং রুম থেকেই সোসাইটির কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। এরপর কুইন্সে ভাড়ায় অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বছরের পর বছর সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিলো। পরবর্তীতে ২০০১-২০০২ সালের দিকে ৮৬-২৪ উইটনী এভিনিউ, এলহার্স্ট, নিউইয়র্ক ঠিকানায় বেসমেন্ট সহ দ্বিতল ভবন ক্রয় করে বেসমেন্ট ও ফার্স্ট ফ্লোর ভাড়া দিয়ে ভবনটির সেকেন্ড ফ্লোর অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে নির্ধারিত সভা-সমাবেশ ছাড়া সোসাইটি অফিস কার্যত বন্ধই থাকে। এক সময় উইকেন্ডে বাংলা স্কুল নিয়মিত পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। সোসাইটি ভবনটি লাভজনক সম্পত্তি হলেও সচেতন প্রবাসীদের মতে সোসাইটি অফিস যেভাবে সরগরম থাকা উচিৎ, কার্যত তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আর অফিসটি এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে যাতায়াত আর পার্কিং সমস্যাও প্রকট। ফলে অনেকেই সোসাইটি অফিসে যাতায়াত করতে চান না। আবার সদস্যদের সোসাইটি অফিস মুখী করার তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। এনিয়ে কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও লক্ষনীয়।

এব্যাপারে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ১৯৯৮সাথে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রথম দায়িত্ব নেয়ার সময় শূন্য ফান্ড ছিলো। তখনকার সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামানের নেতৃত্বে আমরা নিউইয়র্ক সিটির লং আইল্যান্ড সিটিতে (এস্টোরিয়া) প্রথম অফিস ভাড়া নেই। পরবর্তীতে আমরা 'বাংলাদেশ হাউজ প্রজেক্ট' গ্রহণ করি সোসাইটির ভবন ক্রয়ের জন্য ৩৪ হাজার ডলারের ফান্ড সংগ্রহ করে বিদায় নেই। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ভবন ক্রয়ের জন্যই 'বাংলাদেশ হাউজ প্রজেক্ট' গ্রহণ এবং এর জন্য রেজুলেশন করে পৃথক হিসাব খোলা হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুদান আর ফান্ড রেইজ করে ঐ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ফখরুল আলম বলেন, 'বাংলাদেশ হাউজ প্রজেক্ট'-এর পথ ধরেই পরবর্তীতে এলমহার্স্টে সোসাইটি ভবন ক্রয় করা হয়।

ফখরুল আলম বলেন, সোসাইটি ভবন সংগঠনের জন্য অ্যাসেট। তবে ভবনটি সোসাইটির জন্য লাভজনক হলেও সোসাইটি অফিসটির সাথে কমিউনিটির যোগাযোগ বাড়ছে না। যে কারণে অনেকে মতে সোসাইটি গণমুখী হচ্ছে না। তিনি মনে করেন এলমহার্স্টের অফিসটি ভাড়া দিয়ে সেই অর্থে জনবহুল জ্যাকসন হাইটস এলাকায় একটি অফিস ভাড়া নিয়ে পরিচালিত করলে সোসাইটি আরো গণমূখী হবে।

এ ব্যাপারে সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা শেখ সিরাজুল ইসলাম বলেন, সোসাইটির ভবন ক্রয় ালো সিদ্ধান্ত এবং এটি এখন সোসাইটির অ্যাসেট। তবে সোসাইটি অফিস জমজমাট করতে বর্তমান কার্যকরী কমিটির কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। এজন্য বাংলা স্কুল জোরদারের পাশাপাশি নিয়মিত ইমিগ্রেশন আর জব সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে বা তাদের রিপ্রেজেন্টটেভিদের সাথে কথা বলে সোসাইটিকে কমিউনিটির দৌড়গোড়ায় নিতে হেলথ সার্ভিস দেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, প্রয়োজনে সোসাইটির অফিস ভাড়া দিয়ে জ্যাকসন হাইটসের ব্যস্ত এলাকায় একটি অফিস নেয়া যেতে পারে। এতে কমিউনিটির সাথে সোসাইটির যোগাযোগ আরো বাড়বে। কেননা, জ্যাকসন হাইটস এলাকা কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ২৪ ঘন্টাই জ্যাকসন হাইটস এখন সরগরম। নানা প্রয়োজনে হাজারো মানুষ প্রতিদিন জ্যাকসন হাইটসে আসনে, ফলে তারা প্রয়োজনে সোসাইটিসে যোগাযোগ করতে পারেন। এতে কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের কর্ম তৎপরতাও বাড়বে।

আর্নড ইনকাম ও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, বিডি ট্যাক্স এন্ড একাউন্টিং, জাকির চৌধুরী সিপিএ, আহাদ আলী সিপিএ, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এস্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি।

আইআরএস'র বরাত দিয়ে এনরোল্ড এজেন্টগণ জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৪ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

আইআরএস'র বরাত দিয়ে নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৪ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা ডাকযোগে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি আরো জানান, চলতি ট্যাক্স রিটার্ন মওশুমে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দার ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ১০ জানুয়ারী থেকে আইআরএস একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় আইআরএস অনুমোদিত সফটওয়ারের মাধ্যমে উপযুক্ত করদাতাদের (২০২৪ সালে আয় ৯৩,০০০ ডলারের কম) ফ্রী অনলাইন ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হয়েছে।

নিউইয়র্কের স্কুলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। গভর্নর অফিসের হিসেব মতে , এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে প্রতিটি পরিবার তাদের শিশুদের পিছনে অন্তত ১৬৫ ডলার খরচ কমিয়ে দেবে।

প্রকাশ্য দুই বাংলাদেশী হামলার শিকার

শেষ পৃষ্ঠার পর) মাথার উপর আঘাত করে। মাহিন বাঁচার জন্য দৌড় দিয়ে অন্য বগির ভিতর চলে গেলে পরে যাত্রীদের সহায়তায় পরের স্টেশনে নেমে পুলিশ কল করে। ততক্ষণে মাইনের অবস্থা গুরুতর হলে পুলিশের সহায়তায় অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। শনিবার (১১ জানুয়ারী) এই প্রতিবেদকের কাছে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার মুর্ছা যাচ্ছেন মাহিন এবং তার পরিবার।

আবুল কালাম আজাদ থাকেন ওজনপার্ক সংলগ্ন ইউক্লিড ব্রডওয়ের কাছে। যাতায়াত করেন সাইকেলে। কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে নিউলডস সিগনালে অপেক্ষা করেন। সিগন্যালে সবুজ বাতি জ্বলে উঠার আগেই তার পাশ থেকে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেট কার গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে হসপিটালে প্রেরণ করে। তার চোখের নিচে প্রায় সাত থেকে আটটি সেলাই এবং সারা শরীর জখম হয়।

বর্তমানে সাবওয়ে এবং হাইওয়েতে এমন দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্ক। কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এমন ঘটনা ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে সিটিবাসীদের নিরাপত্তায় দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশীদের উপর হামলার ঘটনার সঠিক তদন্ত পূর্বক দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য নিউইয়র্ক প্রশাসনের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।



পিপিএলকে গ্রাহকদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তথ্য হস্তান্তরের জন্য বলে। কিন্তু হোমকেয়ার এজেন্সীগুলো গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষা আইনের নিয়ম ভঙ্গ করে পিপিএলকে সরাসরি তথ্য আদান প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে হিপপা আইনে আদালতে একটি আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে আদালত এ সাময়িক স্থগিতাদেশ দেন।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও শাহ্ নেওয়াজ বলেন, আমাদের কাছে পিপিএল সরাসরি গ্রাহকদের তথ্য প্রদানের জন্য বলে। কিন্তু এটি তথ্য সুরক্ষা আইনের বহির্ভূত। কারণ আমরা এ তথ্য হেলথ ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছি। তারা সেখান থেকে সংগ্রহ না করে আমাদের কাছে সরাসরি তথ্য চেয়েছে। তাই আমরা হিপপা লো'র অধীনে কোর্টে আবেদন করি। কোর্ট এ তথ্য প্রদানের বিষয়টির ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সিডিপ্যাপ হস্তান্তরে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দিতে আগ্রহী। কারণ গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষা আমাদের দায়িত্ব।

আগামী বছর বাংলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নাট্যোৎসবে যুক্ত নিউইয়র্কের নাট্যদলগুলো হলোড়বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকা (বিটিএ), ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক, ঢাকা ড্রামা, থিয়েটার থিয়েটার, ক্রিস্টি, বাংলা থিয়েটার নিউইয়র্ক, শিল্পাঙ্গন, থিয়েটার ৭১, এপিক এ্যাক্টরস ওয়ার্কশপ, নাগরিক নাট্যাঙ্গন অ্যানসাম্বল, ব্ল্যাক ফেল্ম। উৎসব আয়োজন সফল করবার জন্য বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকার মোহাম্মদ কবির কে আহবায়ক এবং ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক এর আবীর আলমগীর কে সচিব করে ১২ সদস্যের উৎসব নির্বাহী টিম এবং ২৬ সদস্যের উৎসব বাস্তবায়ন টিম গঠন করা হয়েছে।

সমবেত কণ্ঠে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে গানের মধ্যদিয়ে শুরু হয় লোগো অবমুক্ত অনুষ্ঠান, সংগীত পরিবেশন করেন তাহমিনা মোস্তাফা, কান্তা আলমগীর, সিফাত পলক, মিতালী দাশ। তবলায় ছিলেন ফিলিপ লিটন। এরপর ২০২৪ সালে প্রয়াত দুই বাংলার নাট্যজনসহ প্রয়াত সকল নাট্যজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ডাঃ ফারুক আজম লিখিত শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রক্রিয়াটি সঞ্চালনা করেন সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি ও এজাজ আলম।

এরপর অভিনেতা, নির্দেশক শামসুল আলম বকুল থিয়েটার সাপোর্ট গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপস্থিত সবাইকে অবগত করেন। তিনি বলেন বর্তমানে এই গ্রুপে ৭টি দেশের মোট ৩২ টি নাট্যদল এবং ১৩১ জন নাট্যকর্মী যুক্ত রয়েছে। এই ভার্চুয়াল গ্রুপ থেকে ২০২২ সালে ২৭ মার্চে একটি নাটকের পোষ্টার প্রদর্শনী করা হয়। এই প্রদর্শনীতে ১০ দেশ থেকে মোট ১৭৫টি পোষ্টার প্রদর্শন করা হয়।তিনি বলেন এবার তারা উদ্যোগ নিয়েছেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব করবার।

অভিবাসের নাটক ২০২৬ এর আহ্বায়ক মোহম্মদ কবীর আনুষ্ঠানিকভাবে এই নাট্যোৎসবের ঘোষনাপত্র পাঠ করেন। ঘোষনার সাথে সাথে ঢাকের বাদ্য বেজে উঠে এবং হল ভর্তি দর্শক করতালি দিতে থাকেন। আহ্বায়ক বলেন, আয়োজকদের পক্ষে এ অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য এ যাবৎ দুটি টীম গঠন করা হয়েছে। একটি হলো উৎসব নির্বাহী টীম অন্যটি উৎসব বাস্তবায়ন টীম। তিনি উৎসব নির্বাহী টিমের ১২ সদস্যকে পরিচয় করিয়ে দেন।

নির্বাহী টিমের সদস্যরা হলেনড়আহবায়ক মোহম্মদ কবীর, সচিব আবীর আলমগীর, অর্থ ব্যবস্থাপনা শামীম মামুন লিটন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ক শামসুল আলম বকুল, সদস্য জহির মাহমুদ, রোকেয়া রফিক বেবী, ডাঃ ফারুক আজম, সারওয়ার হারুন, মিথুন আহমেদ, শীতেশ ধর, সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি ও এজাজ আলম।

উৎসব সচিব আবীর আলমগীর উৎসবের একটি খসড়া পরিকল্পনা তুলে ধরেন সবার সামনে। তিনি বলেন ২০২৬ এর অক্টোবরের ৯ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব উদযাপন করা হবে। উৎসবে ইউএসএ ছাড়াও আরও ৫টি দেশ থেকে মোট ১৬ দল অংশ নেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউএসএ, কানাডা, ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব ও জাপান। উৎসবে বিভিন্ন দলের নাট্য প্রদর্শনীর পাশাপাশি কাউন্সিল অধিবেশন, সেমিনার, র‍্যালী, সাংস্কৃতিক মেলা, নাট্য কর্মশালাসহ নানান কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এরপর তিনি উৎসব বাস্তবায়ন টিমের সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন।

উৎসব বাস্তবায়ন টিমের সদস্যরা হলেনঃ ১. আলমগীর চঞ্চল, ২. আহ্সান উল্লাহ, ৩. আনিকা মাহীন, ৪. আনোয়ার সেলিম, ৫. বাবর খাদেমী, ৬. বসুনিয়া সুমন, ৭. চন্দন চৌধুরী, ৮. জেফ হোসেন, ৯. কান্তা আলমগীর, ১০. লায়লা ফারজানা, ১১. মিল্টন আহমেদ, ১২. নজরুল ইসলাম, ১৩. প্রতিমা সুমি, ১৪. রিপা আহমেদ, ১৫. রিপন শওকত রহমান, ১৬. স্বাধীন মজুমদার, ১৭. শারমীন রেজা ইভা, ১৮. শিরীন বকুল, ১৯. শফিউল আলম, ২০. সপ্না কাউসার, ২১. সুলতানা খান, ২২. শোখ তানভির আহমেদ. ২৩. সুলতান বোখারী, ২৪. তাহমিনা মোস্তাফা, ২৫. জিয়াউল হাসান, ২৬. শুক্লা রায়।

এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসব লোগো অবমুক্ত করা হয়। লোগোর অঙ্কন শিল্পী, নাটক রচয়িতা ও নির্দেশক মিথুন আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই লোগোটি উৎসব আহবায়ক মোহম্মদ কবীর ও সচিব আবীর আলমগীর এর হাতে তুলে দেন এবং পরপরই মঞ্চে বিশাল আকারের দুটো লোগো অতিথিদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করা হয়। সাথে সাথে সুসজ্জিত এতদল ঢাক বাদক মিলনায়তনে ঘুরে ঘুরে ঢাকের বাদ্য বাজান। একই সময়ে সকল দর্শকদের গলায় উৎসব লোগো ও থিয়েটার সাপোর্ট গ্রুপের লোগো সম্বলিত ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মিথুন আহমেদ উৎসব লোগো নির্মানে তার যে ছায়া ভাবনাটি কাজ করেছে তার প্রেক্ষাপট এবং অভিবাসের নাটক নামকরণের ব্যাখ্যাটি সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন। --প্রেস রিলিজ



দেশে বাড়তি শুল্ক-ভ্যাটের উত্তাপে বাজার গরম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা পুরানা পল্টনের বাসিন্দা আলিমুজ্জামান গতকাল রোববার বের হয়েছিলেন বারডেম হাসপাতালে একজন পরিচিত রোগীকে দেখতে। পথে সেগুনবাগিচা বাজারে থামেন রোগীর জন্য ফল কিনতে। আপেলের দাম জিজ্ঞেস করেই থমকে গেলেন। গত বৃহস্পতিবার এই একই বাজার থেকে যে দামে আপেল কিনেছিলেন, আজ (গতকাল) তার চেয়ে ২০ টাকা বেশি চাইছেন বিক্রেতা। তাঁর দাবি, আড়তে ফলের দাম বেড়েছে প্রতি কার্টনে ১০০-১৫০ টাকা। কাঁচাবাজারের ছোট ফল বিক্রেতা ভ্যাটের হিসাব অত না বুঝলেও আলিমুজ্জামান ঠিকই বুঝে গেলেন, ফলসহ বেশ কিছু পণ্য ও সেবায় সরকার যে ভ্যাট বাড়িয়েছে, তার প্রভাব শুরু হয়ে গেছে বাজারে।

বাজারেই কথা হলে এ প্রতিবেদককে আলিমুজ্জামান বলেন, এখন তেমন দেশীয় ফলের মৌসুম নেই। বছরজুড়েই ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকে। বিশেষ করে ঢাকায় ডেঙ্গু ও সাধারণ জ্বরের রোগীর পথ্য হিসেবে আপেল, কমলা ও মাল্টার বাড়তি চাহিদা থাকে। এসব পণ্যকে বিলাসী হিসেবে ধরে আগেই এক দফা কর বাড়ানো হয়েছে। এখন আবার ভ্যাট বাড়ানোয় অনেক সাধারণ মানুষ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

সরকার গত বৃহস্পতিবার শতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়ে যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, তার প্রভাব ইতিমধ্যে বাজারে ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পণ্য ও সেবার খরচ বেড়ে গেছে। রেস্তোরাঁ-মালিকেরা ক্রেতার কাছ থেকে বিলে বাড়তি ভ্যাট আদায় করছেন। পোশাকের নতুন দাম কার্যকর করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। মোবাইল ফোনের কল ও ইন্টারনেটের বাড়তি খরচ কেটে নিচ্ছে অপারেটরগুলো। বিভিন্ন বাজার ঘুরে এবং সাধারণ ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, যেসব পণ্যের দাম এখনো বাড়েনি, সেগুলোর উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীরা বলছেন, পুরোনো চালানের মজুত শেষ হয়ে নতুন পণ্য বাজারে এলে সেগুলোর দামও বাড়বে। নানা কারণে পণ্য উৎপাদন খরচ আগে থেকেই বেড়েছিল। এখন সরকার ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ানোর কারণে খরচের সীমা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

সরকার বছরের মাঝপথে এসে মোবাইল ফোনের সিম বা রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ থেকে বাড়িয়ে ২৩ শতাংশ করেছে। ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, কম্প্রেসর ও মোটরসাইকেলের করপোরেট কর ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। ব্র্যান্ডের পোশাকের দোকান ও সব ধরনের রেস্তোরাঁর বিলের ওপর ভ্যাট একলাফে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এ ছাড়া মিষ্টির দোকান, এলপি গ্যাস, কিচেন টাওয়েল, টয়লেট টিস্যু, ন্যাপকিন, ফেসিয়াল টিস্যু, হ্যান্ড টাওয়েল, সানগ াস, নন-এসি হোটেল, ব্র্যান্ডের তৈরি পোশাকের শোরুম বা বিপণিবিতানের পণ্য ও সেবা বিক্রিতে থাকা বিদ্যমান ভ্যাট বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

শুল্ক-কর বৃদ্ধির তালিকায় আরও রয়েছে আমদানি করা বাদাম, রং ও ডিটারজেন্ট।

এ ছাড়া স্থানীয় উৎস বা দেশের মধ্যে উৎপাদিত তামাকযুক্ত সিগারেট, প্লাস্টিক ও মেটাল চশমার ফ্রেম, রিডিং গ াস, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও তাতে ব্যবহৃত তেল, বৈদ্যুতিক খুঁটি, সিআর কয়েল, জিআই তারসহ বেশ কয়েকটি পণ্যে সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের প্রভাব ইতিমধ্যে বাজারে দেখা গেছে। গতকাল রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, যেসব রেস্তোরাঁ



এনবিআরের দেওয়া ইসিআর মেশিন ব্যবহার করে বা খরিদ্দারকে ভ্যাট চালান দেয়, তারা ইতিমধ্যে সরকারের নতুন ঘোষণা অনুসারে ১৫ শতাংশ ভ্যাট নিতে শুরু করেছে। এতে ক্রেতাকে ১০০০ টাকা বিল হলে সঙ্গে বাড়তি ১৫০ টাকা দিতে হচ্ছে, যা আগে ছিল ৫০ টাকা।

এ ছাড়া একইভাবে ব্র্যান্ডের পোশাকের দোকানগুলোয় ১ হাজার টাকায় বাড়তি দিতে হচ্ছে ১৫০ টাকা, যা আগে ছিল ৫০ টাকা।

ইতিমধ্যে সিগারেটের দাম প্রতি প্যাকেটে বেড়েছে ৬০-৭০ টাকা। ভ্যাটের প্রভাব পড়েছে রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের ওপরও। বিমানে যাতায়াতে তাঁদের খরচও বেড়েছে ৫০০ টাকা। বিমান ভ্রমণে আবগারি শুল্ক ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ইতিমধ্যে আড়াই হাজার টাকা নেওয়া শুরু করেছে এয়ারলাইনসগুলো। প্রভাব পড়েছে নির্মাণশিল্পেও। ভ্যাট বাড়ানোর ফলে ইতিমধ্যে রডের দাম টনপ্রতি ১০ হাজার টাকা বেড়েছে। ৭৭-৭৮ হাজার টাকা টনের রড রাতারাতি এখন ৮৬-৮৭ হাজার টাকায় উঠে গেছে। সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে ১২ কেজি এলপিজিতে ভ্যাট বাড়বে ৩৬ টাকার কিছু বেশি। সরকার এখনো এলপিজির নতুন দাম নির্ধারণ না করলেও খুচরা পর্যায়ে বাড়তি দাম রাখছেন সরবরাহকারীরা। ১২ কেজির সিলিন্ডারের বর্তমান দাম ১ হাজার ৪৫৫ টাকা। অনেক এলাকায়ই তা ১ হাজার ৫৫০ টাকা পর্যন্ত রাখছেন বিক্রেতারা।

ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনের খরচ বেড়েছে শতকরা ২ টাকা। অর্থাৎ আগে ১০০ টাকার কথা বললে ২৮ টাকা বাড়তি খরচ হতো। এখন তা ৩০ টাকা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বাজারে ২৫ টাকার টিস্যু ২৮ টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে অনেক জায়গায়। ৬০ টাকার বিস্কুট এখন ৭০ টাকা।

সেগুনবাগিচা বাজারের দোকানি মোস্তাফিজুর রহমান বললেন, 'আমি এখনো বাড়তি দামের টিস্যু আনি নাই। তবে কোম্পানির সরবরাহকারীরা আমাকে জানিয়ে গেছে, এর দাম শিগগিরই বাড়বে।'

বসুন্ধরা গ্রুপের ফুড ডিভিশন অ্যান্ড এলপিজির হেড অব সেলস রেদোয়ানুর রহমান বলেন, 'যেকোনো পণ্য উৎপাদন থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে ৮-১০ দিন লাগে। এ জন্য এখনো বাজারে ভ্যাট-ট্যাক্সের প্রভাব পুরোপুরি পড়েনি। যখন নতুন পণ্য বাজারে আসবে, তখন দামের প্রভাব আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।'

অফিস-আদালতের আলাপে, চায়ের দোকানের আড্ডায় বা গণপরিবহনের কথোপকথনে হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সীমিত আয়ের মানুষের কষ্টের আভাস ভালোই পাওয়া যাচ্ছে। রাজস্ব আয় বাড়াতে সরকারের মরিয়া এই প্রয়াস ইতিমধ্যেই মূল্যস্ফীতির চাপে থাকা মানুষকে আরও দুর্ভোগে ফেলছে বলে মন্তব্য করেছেন বাজার বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ নিলেও তার তেমন কোনো সুফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না। সরকার ইতিপূর্বে ২৯টি পণ্যের ভ্যাট ও আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করলেও ভোক্তা পর্যায়ে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। ওই শুল্ক প্রত্যাহারের পুরো সুবিধাটুকু হাতিয়ে নিয়েছে বড় বড় করপোরেট গ্রুপ ও আমদানিকারকেরা। মূল্যস্ফীতি ক্রমাগতভাবে ঊর্ধ্বমুখী থাকায় মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। প্রতি মাসে ধারদেনা ও খাবারের তালিকা কাটছাঁট করে কোনোরকমে সংসার চালাতে হচ্ছে।

ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, 'সীমিত ও প্রান্তিক আয়ের মানুষ এমনিতেই নিত্যপণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। এই ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা আরেক দফা মূল্য বাড়িয়ে তাদের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। তাই এই অধ্যাদেশ বাতিল অথবা আগামী রমজান পর্যন্ত কার্যকর না করার দাবি জানিয়েছি আমরা।'

এনবিআর সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, শুল্ক-কর বাড়ানোর কারণে বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় করা যাবে। এতে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি কমবে। মানে হলো, এই ১২ হাজার কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই যাবে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে। কারণ, পণ্যের ভ্যাট নিতান্ত গরিব-মিসকিন থেকে শুরু করে সবাইকে দিতে হয়। আর আয়কর দিতে হয় শুধু ধনীদের। তাই অনেকের পরামর্শ, ভ্যাট বাড়িয়ে সীমিত আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ওপর বোঝা না চাপিয়ে আয়করের আওতা বাড়িয়ে বাজেট ঘাটতি মেটানো হোক।

সূত্র আজকের পত্রিকা







নিউজার্সীতে মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের পিঠা উৎসব









নিউজার্সী: বর্ণাঢ্য আয়োজনে আর উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নিউজার্সির বার্ষিক পিঠা উৎসব ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। এতে বিভিন্ন ধরনের পিঠা নিয়ে আসেন মৌলভীবাজার জেলাবাসীসহ নিউজার্সি কমিউনিটির সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন সেলিম, পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম রাহাত, বক্তব্য রাখেন প্যাটারসন সিটির মেয়র আন্দ্রে সায়া, এসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য সৈয়দ জুবায়ের আলী, সেলিম চৌধুরী, উপদেষ্টা সদস্য অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী নিপন, প্রস্পেক্ট পার্ক সিটির কাউন্সিলম্যান আবুল হোসেন সুরমান, প্যাটারসন সিটির কাউন্সিল এট লারজ ফরিদ উদ্দিন, সিটির কাউন্সিলম্যান শাহিন খালিক, সিটির সাবেক কাউন্সিলম্যান মোঃ আখতারুজ্জামান ফয়সল, কমিউনিটি এক্টিবিষ্ট আহাইয়া খান।

এ সময় আরো মঞ্চে ছিলেন এসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য আবু সুফিয়ান তালুকদার মাহমুদ, শহীদুল ইসলাম, উপদেষ্ঠা সদস্য সৈয়দ শওকত আলী, কামদান তরপদার, লুকমান তরপদার মওলা, মাহবুবুর রহমান বুলবুল, আব্দুল আউয়াল শিপার, শাহাজন আহমেদ, নাজমুল আলম, জালাল উদ্দিন, মইনুল ইসলাম, এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি সৈয়দ খালিদ আলী, আব্দুল হান্নান, মোঃ মাশুদ, মিটু মিয়া, মোঃ আলম, সহ সাধারণ সম্পাদক মাছুম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ আশফাক তরপদার সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমদাদুর রহমান বুলবুল, প্রচার সম্পাদক আবুল খায়ের জুয়েল, সাহিত্য সম্পাদক জাকারিয়া খান, সমাজকল্যান সম্পাদক মোঃ হক সুহেল, ক্রীড়া সম্পাদক ক্রুভেল কুরুরী, মহিলা সম্পাদিকা সেলিনারা বেগম, সদস্য সুমি ভুইয়ান, মহসিন আহমেদ, মহিউদ্দিন আদিল, তুহেলুর রহমান, সাইফুল ইসলাম, আরিফ হোসেন, দেলওয়ার রহমান। এছাড়াও কমিউনিটি এক্টিভিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রস্পেক্ট পার্ক সিটির কাইন্সিলম্যান নিয়াজ নাদিম, সাংবাদিক এনাম চৌধুরী, আজমল আলী, দেওয়ান বজলু, সেলিম আহমেদ, আনোয়ার চৌধুরী পারেক, রেজাউল করিম, লুকমান হোসেন, সাংবাদিক বাবু বিশ্বজিৎ দে, এড মুক্তাদির, আব্দুল মালিক চুন্নু, জুবের আহমেদ মতিন, দর্পণ দেব, সৈয়দ খুবায়েব আলী, মোঃ রব্বানী, প্রমুখ ।

পিঠা উৎসবে বিজিয়ীদের মধ্যে ১ম হয়েছেন আমিরা খান, ২য় পপি বেগম, ৩য় জারিন হক, ৪র্থ তাহমিনা মনি,এবং ৫ম হয়েছেন মিনা বেগম। তাছাড়া যারা পিঠা নিয়ে এসেছিলেন তাদের সকলকে বিশেষ পুরষ্কার দেয়া হয়, জাজমেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। দেওয়ান বজলু, হেপী চৌধুরী, নিপন চৌধুরী, আব্দুস সালাম এবং গোলাম রব্বানী। --- প্রেস বিজ্ঞপ্তি



শুভ নববর্ষ-২০২৫'র শুভেচ্ছা !

Are you tired of looking matches? No more misleading!
No more media cheating! ...And no more so called commercial mediators!.

On the occasion of 34 years of
SINCE: 1991
Successful Services
To the Bangladeshi Community
In North America,

NEW YORK
QAZI OFFICE
নিউইয়র্ক কাজী অফিস
काजी कार्यालय نیویارک قاضی آفس رجسٹرڈ نکاح خواں مکتب الزواج و عقد النکاح

PRESENTS

MONTHLY
DULHA-DULHAN EXPO
বর-কনে সমাবেশ

On the request of serious Parents and Guardians, New York Qazi Office Presents
Monthly Dulha-Dulhan Expo in NY.
Join us to sit down together in a table, date face to face, talk to each other!
Exchange your views, hobbies, contact infos to choose your life partner directly.
With or without yours partners or guardians.
For ages 18 and up! For the 1st time marriage or the next one.
Divorced/short marriage divorced, Students, Immigrants, (with or without a status),
US Citizens...All are welcome at this "Monthly Dulha-Dulhan Expo" Held at the Last Thursday
Of each month. (Venues may vary)
For Info and registration, please email us asking the specific form. Fill it up & send it back
To us at this email address: qaziqayyoom@gmail.com. ____Fees may apply!
We respect Privacy and confidentiality of our clients.

উত্তর আমেরিকায় নিউইয়র্ক কাজী অফিসের সফল সেবার ৩৪ বছর পূর্তী উপলক্ষে সিরিয়াস দিভোর্সী ও অভিভাবকদের বিশেষ অনুরোধে
মাসিক বর-কনে সমাবেশ বা দুলহা-দুলহান এক্সপো'র আয়োজন করা হয়েছে।
যা অনুষ্ঠিত হবে প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যে ৭:০০ টা থেকে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত।
সমাবেশে ১৮ বছর এবং এর উপরের যে কোনো বয়সের বিবাহ ইচ্ছুক সিংগল, ম্যারেড, সিনিয়র, ডিভোর্সেড, সিটিজেন বা গ্রেডএস ছাড়াই যে কোনো নারী পুরুষ আগের ১ম, ২য় কিংবা পরবর্তী বিয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে এক কিংবা একাধিক সমাবেশে অংশ নিতে পারবেন।
এই সমাবেশ বা এক্সপোর বিশেষত্ব হলো এই যে, অনলাইনে প্রতারণার ঝুঁকি না হয়ে, একই টেবিলে বসে সামনা-সামনি ও সরাসরি চোখে চোখ রেখে একজন অন্যজনের সাথে মোলাকাতী কথাবার্তা বলে নিজের জীবন সাথীকে খুঁজে বের করতে পারবেন।
আগ্রহী ব্যক্তির জন্য বিশেষ ফরমটি পেতে নিচের ই-মেইল ঠিকানায় রিকুয়েস্ট পাঠাতে হবে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য নিচের ফোন নং ও যোগাযোগ করা যেতে পারে। আমরা আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখি।

Please Call To Make An Appointment For:
Officiating Nikahs/Interfaith Nikahs/Nikahnamas/Marriage Certificates
Talaq, Khula, Hassle free Islamic Divorces By Husbands & Wives For Dismissal, Separates & Remarry
VIRTUAL SERVICES AVAILABLE OVER PHONE, FACETIME, WHATSUP, ZOOM ETC / WE ARRANGE WITNESSES & WALIS ON REQUESTS
SERVICES AVAILABLE @ OUT OFFICE, YOUR HOMES, PARTY VENUES / WE DRIVE & FLY INTERSTATES
FREE CONFIDENTIAL CONSULTATIONS

Tel: (718) 496-9377, (718) 864-4803
E-mail: qaziqayyoom@gmail.com
OFFICE: 37-23 72nd Street, 2nd Flr./Suite:3, Jackson Heights, NY 11372

You May Now Kiss the Computer Screen
The New York Times



সফলতার ২৯ বছর

The Weekly BANGLA PATRIKA

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

Vol. 29 ॥ Issue 17 / January 13, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৭॥ সোমবার পৌষ ২৮, ১৪৩১ ॥ রজব ১১, ১৪৪৬ ॥

বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরো গণমুখী করতে জ্যাকসন হাইটসে অফিস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

সালাহউদ্দিন আহমেদ: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরো গণমুখী করতে সোসাইটির অফিস এলমহার্স্ট থেকে জনবহুল জ্যাকসন হাইটসে প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা চলছে। এব্যাপারে সোসাইটির শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তারা ঐক্যমত বলে জানা গেছে। সোসাইটির বর্তমান অফিস ভাড়া দিয়ে সেই ভাড়ার অর্থেই জ্যাকসন হাইটসে সুন্দর অফিস পরিচালনা সম্ভব বলে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

সাঈদ তারেকের কলাম



সোনালী অতীত
কুষ্টিয়া

দুই দিনের জন্য কুষ্টিয়া এসেছি। খানিকটা ঘোরাফেরা, কিছু পুরনো স্মৃতির জানালায় উঁকি দেওয়া। মুক্তিযুদ্ধের ওপর আমার লেখা 'অপরাজিতা' উপন্যাস অবলম্বনে একটা ধারাবাহিক নির্মানের পরিকল্পনা আছে। কিছুটা লোকেশন খুঁজে দেখাও উদ্দেশ্য। নাটকে পাকিস্তান আমলের একটা শহর ঘরবাড়ী রাস্তা লাগবে। কুষ্টিয়া শহরের মিলপাড়া এলাকাটাতে সেই ছোঁয়া এখনও খানিকটা আছে।

আব্বার চাকরির সুবাদে পাঁচ বছর এই শহরে কাটিয়েছি। ক্লাশ টু থেকে সিক্স, পাঁচ ক্লাশ পড়েছি মিলপাড়ার মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠে। পাকিস্তান আমলের কথা। কুষ্টিয়া শহর বলতে তখন মিলপাড়া। কাপড়ের কল মোহিনী মোহন কটন মিলকে কেন্দ্র করেই যেন শহরের

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

আর্নড ইনকাম ও এডিশনাল চাইল্ড ক্রেডিটসহ স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বাড়ছে

ট্যাক্স ফাইলিং শুরু ২৭ জানুয়ারি



বিশেষ প্রতিনিধি: চলতি জানুয়ারী মাসের ২৭ জানুয়ারী থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালের ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে। সর্বত্রই চলছে ট্যাক্স ফাইলিং-এর প্রস্তুতি। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে ২০২৪ সালের ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইলিং। তবে কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। যারা ট্যাক্স রিটার্ন-এর ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করতে চাইছেন। এ জন্য তারা সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল এজেন্টদের সাথেও কথা বলে রেখেছেন। নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা শুরু করবেন। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলছেন। এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ গতবছরের চেয়ে আরো বেড়েছে বলে সংশ্লিস্টরা জানিয়েছেন।

এদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

পিপিএলকে গ্রাহকদের তথ্য দিতে নারাজ এজেন্সি

আদালতের সাময়িক স্থগিতাদেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: হোমকেয়ার সেবার সিডিপ্যাপ এর আওতায় পিপিএলকে গ্রাহকদের সরাসরি তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বর্তমান এজেন্সিগুলো। এ সংক্রান্ত একটি আপত্তি জানিয়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে হোমকেয়ার এজেন্সি কর্তৃপক্ষ আদালতে একটি আবেদন করেন। এর প্রেক্ষিতে আদালত সরাসরি পিপিএলকে তথ্য দিতে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেন।

হোমকেয়ার এজেন্সি কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, নিউইয়র্কে হোমকেয়ারের সিডিপ্যাপ এর আওতায় সেবাগ্রহীতাদের সেবা নিশ্চিতে পিপিএল নামে একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেয় হেলথ ডিপার্টমেন্ট। চলতি বছরের মার্চের ৩০ তারিখের মধ্যে এজেন্সীগুলোকে তাদের সিডিপ্যাপ এর সেবা গ্রহীতাদের তথ্যসহ যাবতীয় হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হেলথ ডিপার্টমেন্ট নির্দেশ দিয়েছে। এ বিষয়ে হোমকেয়ার এজেন্সিগুলো সিডিপ্যাপ হস্তান্তরের বিপক্ষে আদালতে একাধিক আবেদন করে। পরবর্তীতে সম্প্রতি পিপিএল কর্তৃপক্ষ সরাসরি বর্তমান দায়িত্বে থাকা হোমকেয়ার এজেন্সীগুলো কাছে সিডিপ্যাপ সেবা গ্রহীতার

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কের স্কুলে শিক্ষার্থীরা পাবে বিনামূল্যে খাবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলগুলোর ২.৭ মিলিয়ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ দেওয়ার একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল। শুক্রবার (১০ জানুয়ারী) সকালে লং আইল্যান্ডের ওয়েস্টবেরি মিডল স্কুলে এক অনুষ্ঠানে গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এসময় তিনি বলেন, আসন্ন স্টেট অফ দ্য স্টেট ভাষণে এটি তার পঞ্চম প্রস্তাবনা। যেটি শিক্ষার্থীদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং একাডেমিক কর্মক্ষমতা

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

প্রকাশ্য দুই বাংলাদেশী হামলার শিকার

ওজনপার্কে আইন শৃঙ্খলার অবনতি

এইচ কে সোহাগ: নিউইয়র্কে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। সাবওয়ে থেকে শুরু করে রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্য দিবালোকে হামলার ঘটনা ঘটছে। অন্যান্য এলাকার মতো বাংলাদেশী অধ্যুষিত ওজনপার্কেও হামলার ঘটনা বাড়ছে। সম্প্রতি দুই বাংলাদেশী স্থানীয় সাবওয়ে ও হাইওয়েতে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির আকস্মিক হামলার শিকার হয়েছেন। এই ঘটনায় কমিউনিটিতে উদ্বেগ-আতঙ্ক বাড়ছে। জন নিরাপত্তায় সিটি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

সুলতান মাহিন। গ্রেড টেনের স্টুডেন্ট। পড়ছে কুইন্স ফর ইনফরমেসন রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি হাই স্কুলে। প্রতিদিনের মতো গত ১০ জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ৮:১৫ মিনিটে ওজনপার্কের ৮৮ স্ট্রিট ব্রডওয়ে থেকে ট্রেনে যাচ্ছিলেন তার স্কুলে। প্রতিমধ্যে ট্রেনের ভেতরে অন্য বগী থেকে আসা একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রথমে ট্রেনে ভিতরে চিৎকার করে এবং কিছুক্ষণ পরে তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে মারধর শুরু করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে ট্রেনের চেয়ারের স্টিলের হাতলের উপরে তার

(বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়)

আগামী বছর বাংলা নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কে

নিউইয়র্ক: বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী নাট্যকর্মীদের সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম "থিয়েটার সাপোর্ট গ্রুপ" আন্তর্জাতিক বাংলা নাট্যোৎসব করবার উদ্যোগ গ্রহন করেছে এবং প্রথম এই নাট্য উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। নাট্য উৎসবটির আয়োজক হিসেবে থাকবে সম্মিলিতভাবে নিউইয়র্ক এর নাট্যদলগুলি ও নাট্যকর্মীবৃন্দ। গত শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক অভিবাসী নাট্যোৎসবের অফিসিয়াল লোগো অবমুক্তি। নাট্যোৎসবের শিরোনাম 'অভিবাসের নাটক ২০২৬'।

বাকি অংশ ২৮পৃষ্ঠায়

অপরাধ হ্রাস হলেও সিটির সাবওয়েতে নিরাপত্তাহীনতায় উৎকণ্ঠা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে সম্প্রতি কয়েকটি লোমহর্ষক সহিংস ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতার অভাবে উৎকণ্ঠা বেড়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। গত ডিসেম্বরে সাবওয়ের ভিতরে এক নারীকে অগ্নিসংযোগ ও এক পুরুষকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের নিচে ফেলে দেয়া এবং ১২ জানুয়ারি ওজন পার্কের একা বাঙালি স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে ট্রেনের ভিতর মারধরের ঘটনায় কমিউনিটির লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

তবে সম্প্রতি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দাবি করা হয় ২০২৩ সালের তুলনায়

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ফেলানী দিবস পালিত

নিউইয়র্ক: ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী (বিএসএফ)-এর গুলিতে নিহত বাংলাদেশী কিশোরী ফেলানী খাতুন-এর ১৪তম মৃত্যুদিবস ছিলো ৭ জানুয়ারী। পনের বছর বয়সী ফেলানী খাতুন ২০১১ সালের জানুয়ারীর এই দিনে বাংলাদেশ-ভারত কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ফেলানীর দেহ সীমান্তরেখা বরাবর

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর

দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: শুরু হলো নতুন বছর ২০২৫। সবাইকে ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক ও সাংবাদকর্মীদের সাথে আমার সুসম্পর্ক বলেই মনে করি। বিশেষ করে কমিউনিটির স্বার্থে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা 'ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা-ইউএনএ' প্রতিষ্ঠা এবং এই সংস্থার মাধ্যমে নিউজ সার্ভিসের কারণে মাননীয় সম্পাদক মহোদয়গণের সাথে বিশেষ সম্পর্ক। আর এই সম্পর্কের খাতিরে অনেক সময় অনেক আড্ডায় কোন কোন সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে আড্ডায় পেশাগত সুখ-দুখের আলাপ হয়। নতুন বছরের শুরুতে এক সম্পাদকের সাথে এক চায়ের আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে তিনি জানানালেন-

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়







Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com